Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও ফযিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রাজিয়া সুলতানা সুইটি

রোলঃ 227020966

২৭ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও ফযিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রাজিয়া সুলতানা সুইটি
রোলঃ 227020966

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও ফযিলত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে রাজিয়া সুলতানা সুইটি, আইডিঃ 227020966 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও ফযিলত ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

রাজিয়া সুলতানা সুইটি

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৭ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

রাজিয়া সুলতানা সুইটি

আইডিঃ 227020966

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

'মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও ফযিলত'

প্রারম্ভিকা

المسجد হল মুসলমানদের দলবদ্ধভাবে নামাজ পড়ার জন্য নির্মিত একটি ধর্মীয় স্থাপনা। শব্দটির উৎপত্তি আরবি السجود (সুজুদ) শব্দ থেকে, যার আভিধানিক অর্থ "শ্রদ্ধাভরে মাথা অবনত করা অর্থাৎ সিজদা করা।

সাধারণভাবে, যে সকল ইমারত বা স্থাপনায় মুসলমানেরা একত্র হয়ে প্রাত্যহিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ (আরবি: الصلاة সালাত) আদায় করেন, তা হলো মসজিদ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

وَجُعِلَتْ لِىَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا

'আমার জন্য ভূপৃষ্ঠকে মসজিদ ও পবিত্র করা হয়েছে'।

[. বুখারী হা/২৯৭৭; মুসলিম হা/৫২৩; ইবনে মাজাহ হা/৫৬৭।]

অন্যত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

حَيْثُما أَدْرَكَتْكَ الصَّلاةُ فَصَلِّ، والأَرْضُ لكَ مَسْجِد ،ٌ

'যেখানেই তোমার ছালাতের সময় হবে, সেখানেই তুমি ছালাত আদায় করে নিবে। কারণ গোটা পৃথিবী তোমার জন্য মসজিদ বা সিজদার স্থান'।

[বুখারী হা/৩৪২৫; মুসলিম হা/৫২০]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

وَجُعِلَتْ لِىَ الأَرْض ُ
طَيِّبَةً طَهُورًا وَمَسْجِدًا

‘আমার জন্য গোটা পৃথিবী পাক-পবিত্র ও মসজিদ করা হয়েছে’।

[মুসলিম হা/১০৫০, (ই.ফা) হা/১০৪৪; ছহীহুল জামি‘ হা/৩১০০]

পৃথিবীর সকল স্থানের মালিক হ’লেন আল্লাহ। সুতরাং আল্লাহর জন্য তাঁর বান্দা বা যমীনের যে কোন পবিত্রতম স্থানে সিজদায় লুটিয়ে পড়বে। আর ওযূর জন্য কোন পানি না পেলে অথবা পানি ব্যবহারে অক্ষম হলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে পবিত্র হতে পারবে (নিসা ৪/৪৮)।

মাসজিদ শব্দটি নিম্নোক্ত অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন-

الجامع **(আল-জামে‘) :** ঐ মসজিদকে জামে‘ মসজিদ বলা হয় যেখানে মানুষ সপ্তাহের জুম‘আর দিনে যোহরের ওয়াক্তে জুম‘আর ছালাত আদায় করার জন্য একত্রিত হয়।

المصلى **(আল-মুছাল্লা) :** ছালাত অথবা দো‘আর স্থান।

ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় মাসজিদ হলো,

البيوت المبنية للصلاة فيها لله فهي خالصة له سبحانه ولعبادته،

'এমন গৃহ, যা একমাত্র ছালাতের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে। আর এটা একমাত্র আল্লাহর ও তাঁর ইবাদতের জন্যই নির্দিষ্ট।

[আল-মাউসূয়াতুল ফিকহিয়া (কুয়েত: ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুউনিল ইসলামিয়া ২য় প্রকাশ ১৯৮৩), ৩৭/১৯৪]

মসজিদে সাধারণত একজন ইমাম বা নেতা থাকেন যিনি নামাজের ইমামতি করেন বা নেতৃত্ব দেন।

মসজিদ তৈরীর উদ্দেশ্যঃ

পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠা পাওয়া প্রথম ঘর টি হলো একটি মসজিদ যার নাম 'বায়তুল্লহ'। এ ঘরের মূল ভিত্তি হলো তাওহীদ।
এ ঘরে আল্লহপাকের একত্ববাদের স্বীকৃতি দেওয়া হয় ক্বেরাত, রুকু সিজদা,কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে।

মসজিদ তৈরির উদ্দেশ্য হলো, সেখানে সালাত আদায়, আল্লাহর যিকির, কুরআন তেলাওয়াত ও দ্বীনের আলোচনা করা। মসজিদগুলোতে একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত

করতে হবে এবং তাঁর সাথে অন্য কারো ইবাদাত করা চলবে না। যেমন— ইয়াহূদী ও নাছারারা তাদের উপাসনালয়ে শিরক করে থাকে।

অন্যদিকে ভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাস, মিথ্যা কর্মকাণ্ড এবং বিদআতী আলোচনা থেকেও মসজিদকে মুক্ত রাখতে হবে।

মহান আল্লাহ বলেন,

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

‘আর মসজিদসমূহ আল্লাহরই জন্য। সুতরাং আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকেও ডেকো না’ (আল-জিন, ৭২/১৮)।

অর্থাৎ পৃথিবীর কোথাও যেন শিরকী কর্মকাণ্ড না হয়, এটা আল্লাহর ইচ্ছা।

জুনদুব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘সাবধান! তোমাদের আগে যারা ছিল (ইয়াহূদী ও নাছারা) তারা তাদের নবী ও নেক্কার লোকদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। ‘সাবধান! তোমরা কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করো না। আমি তোমাদেরকে এ কাজ হতে নিশ্চিতভাবে নিষেধ করছি’।

[ছহীহ মুসলিম, হা/৫৩২; মিশকাত, হা/৭১৩]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

‘আমার জন্য সমগ্র পৃথিবীকে মসজিদ এবং পবিত্রতা অর্জনের উপায় বানিয়ে দেওয়া হয়েছে’।
[ছহীহ বুখারী, হা/৪৩৮]

অন্যত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا

‘আল্লাহর নিকট সকল জায়গা হতে মসজিদই হলো সবচেয়ে প্রিয় স্থান, আর বাজার হলো সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থান’।

[ছহীহ মুসলিম, হা/৬৭১; মিশকাত, হা/৬৯৬।]
(মাসিক আল ইতিসাম)

সর্বপ্রথম নির্মিত মসজিদ :

পৃথিবীর প্রথম মসজিদ হ’ল মক্কায় অবস্থিত মসজিদে হারাম বা বায়তুল্লাহ।

মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِيْنَ ،َ

‘নিশ্চয়ই প্রথম ইবাদতগৃহ, যা মানবজাতির জন্য মক্কায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যা বরকতমন্ডিত এবং বিশ্ববাসীর জন্য পথ প্রদর্শক’ (আলে ইমরান ৩/৯৬)।

আবূ যার গিফারী (রাঃ) বলেন,

قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلَ؟ قالَ: المَسْجِدُ الحَرام.ُ

قُلتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قالَ: ثُمَّ المَسْجِدُ الأقْصى قُلتُ: كَمْ كانَ بيْنَهُما؟ قالَ: أَرْبَعُونَ، ثُمَّ قالَ: حَيْثُما أَدْرَكَتْكَ الصَّلاةُ فَصَلِّ، والأرْضُ لكَ مَسْجِد ،ٌ

'আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! সর্বপ্রথম কোন মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছে। তিনি বললেন, মসজিদে হারাম। আমি বললাম, অতঃপর কোনটি ? তিনি বললেন, মসজিদে আক্বছা। আমি বললাম, এ দুইয়ের নির্মাণের মাঝখানে ব্যবধান কত? তিনি বললেন, চল্লিশ (বছরের)। (অতঃপর তিনি বললেন), যেখানেই তোমার ছালাতের সময় হবে, সেখানেই তুমি ছালাত আদায় করবে। কারণ সম্পূর্ণ পৃথিবীই তোমার জন্য মসজিদ বা সিজদার স্থান'।

[বুখারী হা/৩৩৬৬; মুসলিম হা/৫২০; নাসাঈ হা/৬৯০; মিশকাত হা/৭৫৩]

পৃথিবীর প্রথম মসজিদ আদম (আঃ) সর্বপ্রথম কা'বা ঘর নির্মাণ করেন,পরে ইব্রাহীম (আঃ) স্বীয় পুত্র সন্তান ও তাঁর স্ত্রীকে এই মসজিদের নিকটে রেখে আল্লাহর কাছে এই বলে দো'আ করেন, 'আর যখন ইবরাহীম বলেছিল, হে আমার পালনকর্তা, এ শহর (মক্কা)-কে তুমি শান্তিময় কর এবং আমাকে ও আমার সন্তানদের তুমি মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখ। হে আমার প্রতিপালক! এই মূর্তিগুলো বহু মানুষকে বিপথগামী করেছে। অতএব যে আমার অনুসারী হবে, সে আমার দলভুক্ত। আর যে আমার অবাধ্য হবে, নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল ও দয়াবান। হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার এক সন্তানকে তোমার এ পবিত্র (কা'বা) গৃহের সন্নিকটে চাষাবাদহীন উপত্যকায় আবাদ করেছি। হে

আমাদের পালনকর্তা যেন তারা ছালাত কায়েম করে। অতএব কিছু মানুষের অন্তরকে তুমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে দাও এবং তাদেরকে ফল-ফলাদি দ্বারা রূযী দান কর। যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে' (ইবরাহীম ১৪/৩৫-৩৭)।

পরে আল্লাহর আদেশে ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ) কা'বা ঘর পুনর্নির্মাণ করেন এবং আল্লাহর কাছে এই বলে দো'আ করেন,

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ،

'হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদের পক্ষ হ'তে এটি কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ' (বাক্বারাহ ২/১২৭)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সময় কা'বা ঘরের দেয়ালগুলো নষ্ট হয়ে যায় এবং কা'বা ঘর থেকে মূল্যবান মালামাল চুরি হয়ে যায়। তখন কুরায়েশরা কা'বা ঘর সংস্কারের সিদ্ধান্ত নেয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বয়স ছিল তখন ৩৫ বছর। কা'বা নির্মাণের পর হাজারে আসওয়াদ স্থাপন নিয়ে কুরাইশদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব দেখা দিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মধ্যস্ততায় এর সমাধান হয় এবং গোত্রীয় দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। ফলে সকলে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ থেকে রক্ষা পায়।

হালাল টাকার অভাবে কুরাইশরা কা'বাকে ইব্রাহীম (আঃ)-এর মূল ভিত্তির উপর নির্মাণ করতে পারেনি। ফলে হাত্বীমকে কা'বার দেয়ালের বাইরে রাখা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সার্বিক পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে এটা থেকে বিরত থাকেন।

[বুখারী হা ১৫৮৬]

আয়েশা (রাঃ)-এর বোনের ছেলে বিশিষ্ট ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ) স্বীয় খেলাফতকালে (৬৪-৭৩ হিঃ) ৬৪ হিজরী সনে কা‘বাগৃহ ভেঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইচ্ছানুযায়ী তা পুনর্নির্মাণ করেন। কিন্তু ৭৩ হিজরী সনে তিনি যুদ্ধে নিহত হ’লে উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালিক ইবনু মারওয়ানের নির্দেশে গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তা পুনরায় ভেঙ্গে আগের মত হাত্বীমকে বাইরে রেখে নির্মাণ করেন।

পরবর্তীতে আববাসীয় খলীফা মাহদী ও হারূণ এটি পুনর্নির্মাণ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইচ্ছা পূরণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯ হিঃ) তাদেরকে বলেন, ‘আপনারা কা‘বা গৃহকে রাজা-বাদশাহদের খেল-তামাশার বস্তুতে পরিণত করবেন না।

[তাফসীর ইবনু কাছীর, সূরা বাক্বারাহ ১২৭-১২৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র]

বর্তমানে এভাবেই কাবা ঘর রয়েছে এবং হাজীগণ হাত্বীমের বাহির দিয়েই তাওয়াফ করেন।

মসজিদ নির্মানের গুরুত্ব ও ফযিলতঃ

মসজিদ নির্মাণের গুরুত্ব সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ِ

'আল্লাহ তাআলা যেসব গৃহকে সমুন্নত করতে এবং সেগুলোতে তাঁর নাম স্মরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সেখানে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে' (আন-নূর, ২৪/৩৬)।

এখানে গৃহ বলতে মসজিদ আর সমুন্নত করা বলতে নির্মাণ করা ও মর্যাদা প্রদান উদ্দেশ্য।

মসজিদ প্রতিষ্ঠাকারীর শ্রেষ্ঠত্বঃ

মসজিদ এমন একটি ঘর, কোনো ব্যাক্তি যদি আল্লহপাকের সন্তুষ্টির জন্য একটি মসজিদ নির্মান করে আল্লহপাক তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মান করেন।

মহান আল্লাহ বলেন,

'নিশ্চয় আল্লাহর মসজিদসমূহকে আবাদ করে সে, যে আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী এবং নামাজ কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে।' (সুরা তাওবা :১৮)।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

‘যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য বেহেশতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন।’ (মুসলিম: ১২১৭)।

এ প্রসঙ্গে হজরত জাবির ইবনু আব্দুল্লাহর (রা.) এক বর্ণনায় আছে,

‘যে ব্যক্তি কোনো মসজিদ তৈরি করবে—হোক না তা ‘কাতাত’ পাখির বাসার সমান বা তার চেয়েও ছোট, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করবেন।’

হাদিসের ব্যাখ্যাকারীদের সিদ্ধান্ত হলো, মসজিদ নির্মাণে সাহায্য-সহায়তা মসজিদ নির্মাণ সমতুল্য ফলদায়ী পুণ্যময় ইবাদত ও মর্যাদাপূর্ণ।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

‘যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য (জান্নাতে) একটি ঘর তৈরি করবেন, যা তার তুলনায় দৈর্ঘ-প্রস্থে বড় হবে।’ (আহমদ)

আবু সাইদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত আছে,

‘একজন কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা ছিল। সে মসজিদ ঝাড়ু দিত। এক রাতে সে মারা গেল। সকালে যখন তা রাসুলকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানানো হলো, তখন তিনি সা. বলেন, ‘তোমরা আমাকে রাতে জানাওনি কেন?’ তারপর তিনি (সা.) সাহাবিদের নিয়ে তার কবরের পাশে গেলেন, (জানাজার) তাকবির পড়লেন এবং তার জন্য দোয়া করলেন (ইবনু মাজাহ)

এতে বোঝা গেল, মসজিদ ঝাড়ু দেওয়াও বরকতময়, স্বয়ং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওই নিগ্রো মহিলার জন্য দু আ করেছিলেন।

মসজিদ হলো মুসলিম উম্মাহর দুর্গ, এ মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায়ের মাধ্যমে মুসলিমদের মাঝে দ্বীনি সম্পর্ক গড়ে উঠে। এ মসজিদ হলো মুমিনদের দ্বীনি আলোচনার কেন্দ্র।মসজিদের মিম্বার এ বসে ইমাম সাহেব মুসল্লীদের সাথে দ্বীনি বিষয়ে আলোচনা করেন,সমসাময়িক বিষয় নিয়ে মুসল্লীদের সচেতন করেন।ইমাম সাহেবের ঈমানদীপ্ত আলোচনা শুনে মুসল্লীগণের ঈমান বৃদ্ধি পায়।

মুসল্লিগনের অনেক বিষয় জানার থাকে, যেমন সলাত,সাওম,হজ্ব,যাকাত ইত্যাদি বিষয়ে অনেক জিজ্ঞাসা থাকে।ইমাম সাহেব কোরআন ও সুন্নাহের আলোকে তাদের সেসব জিজ্ঞাসার জবাব দিয়ে থাকেন। মুসল্লীগণ তাদের নিজ জীবনে সেসব প্রাপ্ত জ্ঞান প্রয়োগ করে থাকেন। ইসলাহি আলোচনার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির চেষ্টায় নিমিত্ত হন।

এর ফলে ইমাম সাহেবকে সমাজ সম্মানের চোখে দেখেন,মসজিদকে মানুষ নিজেদের পরম ভরসার স্থান রুপে গণ্য করেন। বর্তমানে প্রত্যেক পাড়া বা মহল্লায় মসজিদ দেখা যায় আলহামদুলিল্লাহ্।

এ মসজিদ স্থাপন কিন্তু নবীগণের সুন্নাহ।এ সিলসিলা হযরত আদম আঃ থেকে শুরু হয়েছে,,চলুন সংক্ষেপে জেনে নিইঃ

আদম(আঃ)

কা‘বা ঘর প্রথম ফেরেশতারা নির্মাণ করেন। অতঃপর আদম (আঃ) তা পুনঃনির্মাণ করেন। কা‘বা নির্মাণের ৪০ বছর পর আদম (আঃ) অথবা তাঁর কোন সন্তানের দ্বারা বায়তুল মুক্বাদ্দাস নির্মাণ করা হয়।

[বুখারী হা/৩৪২৫; মুসলিম হা/৫২০]

ইবরাহীম ও ইসমাইল (আঃ)

প্রথম রাসূল নূহ (আঃ)-এর সময় প্লাবনে বায়তুল্লাহর প্রাচীর বিনষ্ট হ’লেও ভিত্তি আগের মতই থেকে যায়। পরবর্তীতে আল্লাহর হুকুমে একই ভিত্তিভূমিতে ইবরাহীম (আঃ) তা পুনঃনির্মাণ করেন।

[মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, নবীদের কাহিনী, ১ম খন্ড, পৃঃ ১৪৪-৪৫]

আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

‘(আর স্মরণ কর) যখন আমরা ইব্রাহীমকে বায়তুল্লাহর স্থান নির্ধারণ করে দিয়ে বলেছিলাম যে, তুমি আমার সাথে কাউকে শরীক করো না এবং আমার এ গৃহকে তাওয়াফকারীদের জন্য, সালাত কায়েমকারীদের জন্য এবং রুকূ-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখ’ (হজ্জ ২২/২৬)।

ইবরাহীম (আঃ)-কে কা‘বা ঘর নির্মাণ করতে তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আঃ) সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেন।

আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

‘আর স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল বায়তুল্লাহর ভিত্তি উত্তোলন করেছিল, তখন তারা প্রার্থনা করেছিল, হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদের পক্ষ হ’তে এটি কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ’ (বাক্বারাহ ২/১২৭)।

দাউদ (আঃ)

ইয়া‘কূব (আঃ) কর্তৃক বায়তুল মুক্বাদ্দাস নির্মাণের প্রায় হাজার বছর পর দাউদ (আঃ) পুনরায় তা নির্মাণ শুরু করেন এবং তাঁর পুত্র সুলায়মান (আঃ) এর কাজ সমাপ্ত করেন।

[নবীদের কাহিনী, ২য় খন্ড, পৃঃ ১৫৯]

আর সুলায়মান (আঃ) জিনদের দ্বারা মসজিদের কাজ সম্পন্ন করেছেন।

আল্লাহ বলেন,

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ-

'অতঃপর যখন আমরা সুলায়মানের মৃত্যু ঘটালাম, তখন তার মৃত্যুর খবর জ্বিনদের কেউ জানায়নি ঘুণপোকা ব্যতীত। যারা সুলায়মানের লাঠি খেয়ে যাচ্ছিল। অতঃপর যখন সে মাটিতে পড়ে গেল, তখন জিনেরা বুঝতে পারল যে, যদি তারা অদৃশ্যের জ্ঞান রাখত, তাহলে তারা (বায়তুল মুক্বাদ্দাস নির্মাণের) লাঞ্ছনাকর শাস্তির মধ্যে আবদ্ধ থাকত না' (সাবা ৩৪/১৪)।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা থেকে মদীনায় গিয়ে প্রথমে কোবা নামক স্থানে চৌদ্দ দিন অবস্থান করেন এবং সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।

এ মসজিদ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ-

'অবশ্যই যে মসজিদ প্রথম দিন থেকে তাক্বওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, সেটাই তোমার (সালাতের জন্য) দাঁড়াবার যথাযোগ্য স্থান। সেখানে এমন সব লোক রয়েছে, যারা উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হওয়াকে ভালবাসে। বস্তুতঃ আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন' (তওবা ৯/১০৮)।

কোবা থেকে মদীনায় যাওয়ার পথে আল্লাহ জুম‘আর সালাত ফরয করেন। ইয়াছরিবের উপকণ্ঠে পৌঁছে বনু সালেম বিন আওফ গোত্রের ‘রানূনা’ উপত্যকায় তিনি ১ম জুমার ছালাত আদায় করেন। যাতে ১০০ জন মুছল্লী শরীক হন। এটা ছিল রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক প্রথম জুম‘আ।

[আল-বিদায়াহ ২/২১১]

রাসূল (সাঃ) মদীনায় গিয়ে মসজিদে নববী নির্মাণ করেন এবং ছাহাবীগণ তাঁর সাথে তাঁকে সহযোগিতা করেন।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন,

(মসজিদে নববী নির্মাণের সময়) আমরা একটা একটা করে কাঁচা ইট বহন করছিলাম আর ‘আম্মার দু’টো দু’টো করে কাঁচা ইট বহন করছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা দেখে তাঁর দেহ হ’তে মাটি ঝাড়তে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন,

وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ

‘আম্মারের জন্য আফসোস, তাকে বিদ্রোহী দল হত্যা করবে’।

[বুখারী হা/৪৪৭]

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত,

আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর সময়ে মসজিদ তৈরী হয় কাঁচা ইট দিয়ে। তার ছাদ ছিল খেজুরের ডালের, খুঁটি ছিল খেজুর গাছের। আবু বকর (রাঃ) এতে কিছু বাড়াননি। অবশ্য ওমর (রাঃ) বাড়িয়েছেন। আর তার ভিত্তি তিনি আল্লাহর রাসল (সাঃ)-এর যুগে যে ভিত্তি ছিল তার উপর কাঁচা ইট ও খেজুরের ডাল দিয়ে নির্মাণ করেন। তিনি খুঁটিগুলো পরিবর্তন করে কাঠের (খুঁটি) লাগান।

অতঃপর ওছমান (রাঃ) তাতে পরিবর্তন সাধন করেন এবং অনেক বৃদ্ধি করেন। তিনি দেয়াল তৈরী করেন নকশী পাথর ও চুন-শুরকি দিয়ে। খুঁটিও দেন নকশা করা পাথরের আর ছাদ বানিয়েছিলেন সেগুন কাঠের[বুখারী হা/৪৪৬]

মসজিদ নির্মান ও আবাদ করা মুমিনের বৈশিষ্ট

নবীদের ন্যায় মুমিনগণও যুগে যুগে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অসংখ্য মসজিদ নির্মাণ করেছেন। আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ-

‘আল্লাহর মসজিদ সমূহ কেবল তারাই আবাদ করে, যারা আল্লাহ ও বিচার দিবসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। যারা ছালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে এবং

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করে না। নিশ্চয়ই তারা সুপথ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে’ (তওবা ৯/১৮)।

মসজিদ নির্মান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে মসজিদ নির্মাণ করেছেন এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল উম্মতকে মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছেন।

আয়েশা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِى الدُّورِ وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ .

‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ নির্মাণ করতে, তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং সুবাসিত করতে হুকুম দিয়েছেন’।

[তিরমিযী হা/৫৯৪; ইবনু মাজাহ হা/৭৫৯; আবুদাঊদ হা/৪৫৫]

মসজিদ নির্মান হলো সাদকায়ে জারিয়া

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِه وَحَسَنَاتِه بَعْدَ مَوْتِه عِلْمًا عَلَّمَه وَنَشَرَه وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَه أَوْ مُصْحَفًا وَرَّثَه أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِه فِي صِحَّتِه وَحَيَاتِه تَلْحَقُه مِنْ بَعْدِ مَوْتِه-

'মুমিনের মৃত্যুর পরও তার যেসব নেক আমল ও নেক কাজের ছওয়াব তার নিকট পৌঁছতে থাকবে, তার মধ্যে-

১.ইলম বা জ্ঞান যা সে শিখেছে এবং প্রচার করেছে

২.নেক সন্তান যাকে সে দুনিয়ায় রেখে গেছে

৩.কুরআন যা সে উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে গেছে

৪. মসজিদ যা সে নির্মাণ করে গেছে

৫.মুসাফিরখানা যা সে পথিক মুসাফিরদের জন্য নির্মাণ করে গেছে

৬.কূপ, যা সে খনন করে গেছে মানুষের পানি পানের জন্য এবং

৭.দান-খয়রাত, যা সুস্থ ও জীবিতাস্থায় তার ধন-সম্পদ থেকে দান করে গেছে। মৃত্যুর পর এসব কাজের ছওয়াব তার নিকট পৌঁছতে থাকবে'।

ইবনে মাজাহ হা/২৪২; ছহীহ তারগীব হা/৭৭; মিশকাত হা/২৫৪]

জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম

জান্নাতে যাওয়ার অন্যতম মাধ্যম হলো মসজিদ নির্মাণ করা। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

‘যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করে আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করে দেবেন’।

[বুখারী হা/৪৫০; মুসলিম হা/৫৩৩; তিরমিযী হা/৩১৮;
মিশকাত হা/৬৯৭]

মসজিদ ছোট হোক বা বড়, নিয়ত ঠিক থাকলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে ঘর নির্মাণ করবেন।

[তিরমিযী হা/৩১৯; আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১/১৫৬]

যদিও সেটা পাখির বাসার মত ছোট হয়।

[ছহীহ ইবনে হিববান হা/১৬১০; ছহীহুল জামে‘ হা/৬১২৮]

মসজিদ নির্মানে দান করার ফযিলত

পবিত্র কোরআনে আল্লহপাক বলেছেন,

وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا۟ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا

আর নিশ্চই মসজিদ সমূহ আল্লহর ই জন্য,অতএব তোমরা আল্লহ ছাড়া কাউকে ডেকো না(জ্বিনঃ১৮)

মসজিদ নির্মান করলে যেমন অফুরন্ত সওয়াব পাওয়া যায়,মসজিদ নির্মানে সাহায্য করলেও প্রভূত সওয়াবের অধিকারী হওয়া যায়। আল্লহপাক যাদের সামর্থ দিয়েছেন তারা লক্ষ লক্ষ টাকা মসজিদ নির্মানে দান করে থাকেন,কিন্তু যাদের সামর্থ থাকেনা

তারা ও আশা করেন মসজিদে কিছু টাকা দান করে সওয়াবের ভাগীদার হতে।তাইতো পকেটে থাকা দশ-বিশ টাকার নোট টা চুপিসারে মসজিদের দানবাক্সে ফেলে দেন।

তাদের উদ্দেশ্য থাকে একটা ই, রব্বের সন্তুষ্টি!

তারা জানেন তাদের রব্ব "আর রহমান","আর রহীম" পরম করুনাময়,অসীম দয়ালু।তিনি চাইলে বান্দার সরিষা দানা পরিমান আমলের বিনিময়ে উহুদ পাহাড়ের সমান নেকী দান করতে পারেন,,বান্দা তো রব্বের দয়ার ই অনুগ্রাহী!

মসজিদে লাইট,ফ্যান,এসি,কোরআন মাজীদ হাদিয়া দিয়ে মুমিন ব্যক্তি আল্লহর অনুগ্রহের আশা করেন। মসজিদ নির্মান,মেরমত,সংস্কার এ মুসলিমদের আবেগ মিশে থাকে। মসজিদে দান করা মুমিনের জন্য গৌরবের বিষয়,তাইতো যুগে যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অগণিত দৃষ্টিনন্দন মসজিদ গড়ে উঠেছে তাদের সতঃস্ফূর্ত দানের মাধ্যমে।

মসজিদ নির্মান কারী বা নির্মানে সাহায্যকারী ব্যক্তি লাগাতার সওয়াব পেতে থাকবে যদি সে মারা ও যায়,তার নির্মিত মসজিদে যতদিন মানুষ ইবাদত করবে।

এমন সুযোগ কি মুমিন ব্যক্তি হাত ছাড়া করে?তাই আমরা ৫- ১০ টাকা দান করে হলেও আমাদের জন্য সাদকায়ে জারিয়া চালু রাখবো ইন শা আল্লহ।

মসজিদ নির্মানের পাশাপাশি অনেক সময় মসজিদ পুনঃনির্মানের প্রয়োজন হয়। মসজিদ পুনঃনির্মানে দান করলে করলে কি সওয়াব পাওয়া যাবে?এমন প্রশ্ন মনে আসে অনেকের,,, চলুন এর জবাব জেনে নিই.....

মসজিদ পুনঃনির্মানে দান করলে সওয়াব পাওয়া যাবে?

এই প্রশ্নটি শাইখ মুহাম্মদ বিন সালেহ উছাইমীনের কাছে উত্থাপন করা হয়েছিল। উত্তরে তিনি বলেন: মসজিদ পুনঃনির্মাণ তিন প্রকার হতে পারে।

এক: কোন প্রয়োজন না-থাকা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ মসজিদ ভেঙ্গে পুনরায় নির্মাণ করা। এই পুনঃনির্মাতা সওয়াব না পেয়ে গুনাহ পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী। কারণ কোন প্রয়োজন না-থাকা সত্ত্বেও মসজিদ পুনঃনির্মাণের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য বর্ধন ছাড়া আর কিছু নয়। এ ধরনের কাজে খরচ করা মানে-নিরর্থক কাজে সম্পদ নষ্ট করা। এই সম্পদ অন্য একটি মসজিদ নির্মাণে খরচ করা যেত।

দুই: যে মসজিদের সংস্কারের প্রয়োজন আছে; তবে সে প্রয়োজন অনিবার্য (জরুরত) পর্যায়ের নয়। যেমন মসজিদের মূল কাঠামো ঠিক থাকলেও ফ্লোর নষ্ট হয়ে গেছে অথবা টাইলস নষ্ট হয়ে গেছে। যদি কেউ এগুলোর সংস্কার করেন তিনি এর সওয়াব পাবেন। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদ নির্মাণ করা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুরভিত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

তিন: মসজিদের সংস্কার বা পুনঃনির্মাণ যদি অনিবার্য হয়ে পড়ে।

যেমন- মাটির তৈরী মসজিদের দেয়াল ভেঙ্গে পড়া। কাঁচা ইটের তৈরী মসজিদের আড়াগুলো ভেঙ্গে পড়া। এ ধরনের সংস্কার করার সওয়াব মসজিদ নির্মাণ করার সওয়াবের সমান। যেহেতু এই সংস্কার করা অনিবার্য।

পাতা ঝরা কুয়াশাচ্ছন্ন বিকেলে কিংবা রৌদ্র ঝলমলে দুপুর,পাখির কূজনে মুখরিত সুবহে সাদিক কিংবা ঝমঝমে বৃষ্টি আচ্ছন্ন সন্ধ্যা,,, মসজিদ থেকে সুরেলা কণ্ঠে ভেসে আসে,

اللهُ أَكْبَرُ – اللهُ أَكْبَرُ

اللهُ أَكْبَرُ – اللهُ أَكْبَرُ

أَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

أَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ

حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ

حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ

حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ

حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ

اللهُ أَكْبَرُ – اللهُ أَكْبَرُ

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

বাংলা অনুবাদ

আল্লাহ সর্ব শ্রেষ্ঠ – আল্লাহ সর্ব শ্রেষ্ঠ

আল্লাহ সর্ব শ্রেষ্ঠ – আল্লাহ সর্ব শ্রেষ্ঠ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর রসূল

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর রসূল

ছলাতের জন্য এসো

ছলাতের জন্য এসো

কল্যাণের জন্য এসো

কল্যাণের জন্য এসো

আল্লাহ সর্ব শ্রেষ্ঠ – আল্লাহ সর্ব শ্রেষ্ঠ

আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই

একজন মু'মিনের হৃদয় তখন তার মালিকের ডাকে সাড়া দিয়ে মসজিদ পানে ছোটে, থাক সে হাটে কিংবা মাঠে। কারন তার রব্ব তাকে ডাকছেন, সে ডাকের কাছে একজন মুমিনের দুনিয়াবী হাজত বড়ই তুচ্ছ।যদিও সে একাকী সলাত আদায় করে নিতে পারতো তবুও সে মসজিদ পানে ছুটে যায় কারণ মসজিদে গমনের ফযিলত সম্বন্ধে সে ওয়াকিবহাল।

চলুন আমরা ও জেনে নিই-মসজিদে গমনের ফযিলতগুলো!

মসজিদে গমনের ফযিলত

১.ছওয়াব লাভ, গোনাহ মাফ ও মর্যাদা বৃদ্ধি

মসজিদে গমনের বিনিময়ে আল্লাহ তাঁর বান্দাকে উত্তম প্রতিদান দেন, গোনাহ মাফ করেন এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

وَما مِن رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فيُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَعْمِدُ إلى مَسْجِدٍ مِن هذِه المَساجِدِ، إلّا كَتَبَ اللَّهُ له بكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوها حَسَنَةً، وَيَرْفَعُهُ بها دَرَجَةً، وَيَحُطُّ عنْه بها سَيِّئَةً، وَلقَدْ رَأَيْتُنا وَما يَتَخَلَّفُ عَنْها إلّا مُنافِقٌ مَعْلُومُ النِّفاقِ، وَلقَدْ كانَ الرَّجُلُ يُؤْتى به يُهادى بيْنَ الرَّجُلَيْنِ حتّى يُقامَ في الصَّفِ.

‘কেউ যদি অতি উত্তমভাবে পবিত্রতা অর্জন করে তারপর (সালাত আদায় করার জন্য) কোন একটি মসজিদে উপস্থিত হয়, তাহলে মসজিদে যেতে সে যতবার পদক্ষেপ ফেলবে তার প্রতিটি পদক্ষেপের পরিবর্তে আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য একটি নেকী লিখে দেন, তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন এবং একটি করে পাপ দূর করে দেন।

(আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন)

আমরা মনে করি, যার মুনাফিকী সর্বজনবিদিত এমন মুনাফিক ছাড়া কেউই জামা‘আতে ছালাত আদায় করা ছেড়ে দেয় না।

অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যামানায় এমন ব্যক্তি জামা‘আতে উপস্থিত হতো যাকে দুজন মানুষের কাঁধে ভর দিয়ে এসে সালাতের কাতারে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হতো।

[মুসলিম, হা/১৩৭৪; ইবনে মাজাহ হা/৬৩৮, সনদ ছহীহ]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ. قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ-

‘আমি কি তোমাদের সে জিনিসটির খবর দেব না যার সাহায্যে আল্লাহ গোনাহ মুছে দেন এবং যার মাধ্যমে তোমাদের মর্যাদা উন্নত হয়?

ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ!

তিনি বলেন, ‘কঠিন সময়ে পরিপূর্ণভাবে ওযূ করা, মসজিদের দিকে অধিক গমন করা এবং এক সালাতের পর আরেক সালাতের জন্য অপেক্ষা করা।
এটাই তোমাদের (আল্লাহর রাস্তায়) পাহারা দেওয়া’।

[মুসলিম হা/২৫১; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১০৩৭; মিশকাত হা/২৮২]

বনু সালিমা গোত্রের লোকেরা মসজিদে নববীর কাছে আসতে চাইলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে উদ্দেশ্যে করে বলেন,

‘তোমাদের জায়গাতেই তোমরা থাক। তোমাদের আমলনামায় তোমাদের পায়ের চিহ্নগুলো লেখা হবে। এ কথাটি তিনি দু’বার বললেন।

[মুসলিম হা/৬৬৫; ছহীহুল জামে‘ হা/৭৮৯৮; মিশকাত হা/৭০০।]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَن تَوَضَّأَ لِلصَّلاةِ فأَسْبَغَ الوُضُوءَ، ثُمَّ مَشى إلى الصَّلاةِ المَكْتُوبَةِ، فَصَلّاها مع النّاسِ، أَوْ مع الجَماعَةِ، أَوْ في المَسْجِدِ غَفَرَ اللهُ له ذُنُوبَه-ُ

‘যে ব্যক্তি সালাতের জন্য পূর্ণরূপে ওযূ করল, তারপর ফরয ছালাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো এবং মানুষের সাথে তা আদায় করল। অথবা তিনি বলেছেন, জামা‘আতের সাথে অথবা বলেছেন, মসজিদে, আল্লাহ তা‘আলা তার পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন’।

[মুসলিম হা/২৩২; নাসাঈ হা/৮৫৬।]

২. হজ্বের সমান সওয়াবঃ

জামা‘আতে ছালাত আদায়কারীকে রাসূল (সাঃ) হজ্জকারীর ন্যায় মর্যাদাবান করেছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى لاَ يُنْصِبُهُ إِلاَّ إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ وَصَلاَةٌ عَلَى أَثَرِ صَلاَةٍ لاَ لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ

‘যে ব্যক্তি ফরয সালাতের জন্য ওযূ করে নিজ ঘর থেকে বের হবে, সে একজন ইহরাম পরিধানকারী হাজীর সমান ছওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি শুধু চাশতের সালাত আদায় করার জন্যই বের হবে, সে একজন ওমরাহকারীর সমান ছওয়াব পাবে।
আর যে ব্যক্তি এক ওয়াক্ত সালাত আদায়ের পর থেকে আরেক ওয়াক্ত সালাত আদায়ের মধ্যবর্তী সময়ে কোন বাজে কথা বা কাজ করবে না, তার নাম ইল্লিয়্যূন-এ লিপিবদ্ধ করা হবে’।

[আবূদাঊদ হা/৫৫৮; আহমাদ হা/২২৩০৪; ছহীহ তারগীব হা/৬৭৫।]

৩. আল্লহপাকের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা লাভ

আবূ উমামা বাহিলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

ثلاثةٌ كلُّهم ضامنٌ على اللهِ عزَّ وجلَّ رجلٌ خرج غازيًا في سبيلِ اللهِ فهو ضامنٌ على اللهِ حتى يتوفّاه فيدخلُه الجنَّةَ أو يردُّه بما نال من أجرٍ وغنيمةٍ ورجلٌ راحَ إلى المسجدِ فهو ضامنٌ على اللهِ حتى يتوفّاه فيدخلُه الجنَّةَ أو يردُّه بما نال من أجرٍ وغنيمةٍ ورجلٌ دخل بيتَه بسلامٍ فهو ضامنٌ على اللهِ عزَّ وجل-َّ

‘তিন প্রকার লোকের প্রত্যেকেই মহান আল্লাহর দায়িত্বে থাকে।

১. যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য বের হয়, তার মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহ তার যিম্মাদার। অতঃপর আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন কিংবা তাকে নিরাপদে তার নেকী ও গনীমতসহ তার বাড়িতে ফিরিয়ে দেবেন।

২.যে ব্যক্তি মসজিদে যায়, আল্লাহ তার যিম্মাদার। এমনকি তার মৃত্যুর পর আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন কিংবা তাকে নিরাপদে তার নেকী ও গনীমতসহ তার বাড়িতে ফিরিয়ে আনবেন।

৩. যে ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করে সালাম দিয়ে, আল্লাহ তার যিম্মাদার’।

[আবূদাঊদ হা/২৪৯৪; ইবনে হিববান হা/৪৯৯; আদাবুল মুফরাদ হা/১০৯৪; মিশকাত হা/৭২৭।]

৪. আল্লহপাক সম্মান করেনঃ

মসজিদে আগমনকারীকে আল্লাহ নিজেই সম্মান করেন।
সালমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَهُوَ زَائِرٌ لِلّهِ، وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُوْرِ أَنْ يُكْرِمَ الزَّائِرَ،

'যে ব্যক্তি স্বীয় বাড়িতে ওযূ করে তারপর মসজিদে আগমন করে, সে আল্লাহর যিয়ারতকারী। যার যিয়ারত করা হয় তার উপর ওয়াজিব হলো, যিয়ারতকারীর সম্মান করা'।

[তাবরানী, মু'জামুল কাবীর হা/৬১৩৯, ৬১৪৫; মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বা হা/১৬৪৬৫।]

৫. জিহাদে অংশগ্রহনকারীর মত সওয়াব পাবেঃ

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ جَاءَ مَسْجِدِى هَذَا لَمْ يَأْتِهِ إِلاَّ لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِى سَبِيلِ اللهِ ،

'যে আমার এ মসজিদে আসে এবং শুধু ভালো কাজের উদ্দেশ্যেই আসে, হয় সে ইলম শিক্ষা দেয় অথবা নিজে শিখে, সে আল্লাহর পথে জিহাদে অংশগ্রহণকারীর সমতুল্য'।

[ইবনে মাজাহ হা/২২৭; ছহীহ আত-তারগীব হা/৮৭; মিশকাত হা/৭৪২]

৬. ক্বিয়ামতের দিন আলো হবেঃ

ছালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদ গমন করার অন্যতম ফযীলত হলো ক্বিয়ামতের দিন মসজিদে গমনকারীর জন্য আলোকময় হবে।

আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ ،

'যারা অন্ধকার রাতে মসজিদে যাতায়াত করে তাদেরকে ক্বিয়ামতের দিন পূর্ণজ্যোতির সুসংবাদ দাও'।

আবূদাঊদ হা/৫৬১; তিরমিযী হা/২২৩; ইবনে মাজাহ হা/৭৮১; মিশকাত হা/৭২১।]

অন্যত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إنَّ اللهَ لَيُضيءُ لِلَّذينَ يتخلَّلونَ إلى المساجِدِ في الظُّلَمِ بنورٍ
ساطعٍ يومَ القيامةِ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তিদের জন্য উজ্জ্বল আলোর ব্যবস্থা করবেন যারা অন্ধকারে মসজিদে গমন করে'।

[তাবারানী, মু'জামুল আওসাত ১/২৫৭; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩১৭।]

৭. আরশের নীচে স্থান লাভঃ

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

‘আল্লাহ তা‘আলা সাত ব্যক্তিকে সেই দিনে তাঁর (আরশের) ছায়া দান করবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না। (তারা হলো,)

.ন্যায়পরায়ণ নেতা,

.সেই যুবক যার যৌবন আল্লাহ তা‘আলার ইবাদতে অতিবাহিত হয়েছে,

.সেই ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদ সমূহের সাথে লটকে থাকে (মসজিদের প্রতি তার মন সদা আকৃষ্ট থাকে)।

.সেই দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ভালবাসা স্থাপন করে; যারা এই ভালবাসার উপর মিলিত হয় এবং এই ভালবাসার উপরেই চিরবিচ্ছিন্ন হয় (তাদের মৃত্যু)।

.সেই ব্যক্তি যাকে কোন বংশীয়া ও সুন্দরী নারী (অবৈধ যৌন-মিলনের উদ্দেশ্যে) আহবান করে, কিন্তু সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি।

.সেই ব্যক্তি যে দান করে গোপন করে। এমনকি তার ডান হাত যা প্রদান করে, তা তার বাম হাত পর্যন্তও জানতে পারে না।

.আর সেই ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে, ফলে তার উভয় চোখে অশ্রু বয়ে যায়’।

[বুখারী হা/৬৬০; মুসলিম হা/১০৩১; তিরমিযী হা/২৩৯১]

৮.জান্নাতে মেহমানদারীর ব্যবস্থাঃ

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَن غَدا إلى المَسْجِدِ وَرَاحَ، أعَدَّ اللهُ له نُزُلَهُ مِنَ الجَنَّةِ كُلَّما غَدا أوْ راح،َ

‘যে ব্যক্তি সকাল ও বিকাল মসজিদে যাবে, আল্লাহ্ তা‘আলা তার প্রত্যেকবার যাতায়াতের জন্য জান্নাতে একটি মেহমানদারীর ব্যবস্থা করে রাখবেন। চাই সে সকালে যাক বা সন্ধ্যায়’।

[বুখারী হা/৬৬২; মুসলিম হা/৬৬৯; আহমাদ হা/১০৬০৮; মিশকাত হা/৬৯৮]

৯.ফেরেশতা কর্তৃক ক্ষমা প্রার্থনা:

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

صَلاَةُ الرَّجُلِ فِى الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاَتِهِ فِى بَيْتِهِ وَفِى سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّى عَلَيْهِ مَا دَامَ فِى مُصَلاَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ. وَلاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاَة.َ

‘ঘরে অথবা বাজারে ছালাত আদায় করার চেয়ে মসজিদে জামা‘আতের সাথে ছালাত আদায় করার ছওয়াব পঁচিশ গুণ বেশী।

কারণ কোন ব্যক্তি ভালো করে ওযূ করে কেবল ছালাত আদায় করার জন্যই মসজিদে আসে। তার প্রতি কদমের বিনিময়ে একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়, আর একটি গুনাহ মোচন করা হয়।
(এভাবে মসজিদে পৌঁছা পর্যন্ত চলতে থাকে)। ছালাত আদায় শেষ করে যখন সে মুছল্লায় বসে থাকে, তখন ফেরেশতাগণ অনবরত দো‘আ করতে থাকে,

হে আল্লাহ! তুমি তার ওপর রহমত বর্ষণ কর।

[বুখারী হা/৬৪৭; মিশকাত হা/৭০২]

অন্য বর্ণানায় এসেছে, ফেরেশতা বলতে থাকে,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ

‘হে আল্লাহ! এই বান্দাকে ক্ষমা করে দাও। তার তওবাও কবুল কর। এভাবে চলতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত সে অন্য কোন মুসলিমকে কষ্ট না দেয় বা তার ওযূ ছুটে না যায়’।

[মুসলিম হা/৬৪৯।]

১০.জাম'আত না পেলেও জাম'আতের সওয়াব লাভঃ

মসজিদে বের হওয়ার অন্যতম ফযীলত হ’ল, কোন কারণে মসজিদে জামা‘আত না পেলেও জামা‘আতের ছওয়াব পাবে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلاَّهَا وَحَضَرَهَا لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا

-

'যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করল তারপর মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে দেখল লোকজন ছালাত শেষ করেছে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সালাতে উপস্থিত ব্যক্তিদের সমান ছওয়াব লিখে দেবেন। অথচ তাদের ছওয়াব থেকে কিছুই কমানো হবে না'।

[নাসাঈ হা/৮৫৫; আবূদাঊদ হা/৫৬৪, হাদীছ ছহীহ]

১১. নিয়ত অনুযায়ী অংশ পাবেনঃ

মসজিদে যে ব্যক্তি যেই নিয়তে আসবে আল্লাহ তাকে তার নিয়ত অনুযায়ীই ফযীলত দিবেন।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ لِشَىْءٍ فَهُوَ حَظُّه ُ

'যে ব্যক্তি মসজিদে যে কাজের নিয়ত করে আসবে, সে সেই কাজেরই অংশ পাবে'।

আবূদাঊদ হা/৪৭২; ছহীহুল জামে' হা/৫৯৬৩; মিশকাত হা/৭৩০।]

১২. হেঁটে জাম'আতে অংশগ্রহনকারীর সওয়াব লিখার জন্য ফেরেশতারা প্রতিযোগিতা করেনঃ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَتَانِى اللَّيْلَةَ رَبِّى تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِى أَحْسَنِ صُورَةٍ قَالَ أَحْسَبُهُ قَالَ فِى الْمَنَامِ ...قَالَ يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَدْرِى فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلأُ الأَعْلَى

قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ فِى الْكَفَّارَاتِ. وَالْكَفَّارَاتُ الْمُكْثُ فِى الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ وَالْمَشْىُ عَلَى الأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِى الْمَكَارِهِ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّه.ُ

ইবনে আববাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

আজ রাতে আমার মহান ও বরকতময় প্রভু সবচেয়ে সুন্দর চেহারায় আমার নিকট এসেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, ঘুমের মধ্যে বা স্বপ্নযোগে।

...তারপর তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদ! তুমি কি জান, এ সময় উচ্চতর পরিষদের অধিবাসীরা (অর্থাৎ ফেরেশতাগণ) কি নিয়ে বিবাদ করছে?

আমি বললাম, হ্যাঁ, কাফফারাত নিয়ে বিবাদ করছে।

কাফফারাত অর্থ: ছালাতের পর মসজিদে বসে থাকা, ছালাতের জামা'আতে উপস্থিতির জন্য হেঁটে যাওয়া এবং কষ্টকর সময়েও সুন্দর ও সুচারু রূপে ওযূ করা। যে লোক এসব কাজ করবে সে কল্যাণের মধ্যে বেঁচে থাকবে, কল্যাণের পথে মরবে এবং তার জন্ম দিনের মত গুনাহ হতে পবিত্র হয়ে যাবে'।

তিরমিযী হা/৩২৩৩।]

১৩.জাহান্নাম ও মুনাফেকী থেকে মুক্তিঃ

আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ-ِ

‘কোন ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলার সন্তোষ অর্জনের উদ্দেশ্যে একাধারে চল্লিশ দিন তাকবীরে উলার (প্রথম তাকবীর) সাথে জামা‘আতে ছালাত আদায় করতে পারবে তাকে দুটি নাজাতের ছাড়পত্র দেওয়া হয়। ১. জাহান্নাম হতে নাজাত এবং ২. মুনাফেকী হতে মুক্তি’।

[তিরমিযী হা/২৪১; ছহীহাহ হা/২৬৫২]

মসজিদে গমনের আদব

ইতিপূর্বে মসজিদে গমনের অনেক ফযীলত উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত ফযীলতগুলো লাভের জন্য মসজিদে গমনের আদব যথাযথভাবে পালন করা আবশ্যক।

নিম্নে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে মসজিদে গমনের কতিপয় আদব উল্লেখ করা হলোঃ

বিশুদ্ধ নিয়ত করাঃ

আমল কবুল হওয়ার জন্য বিশুদ্ধ নিয়তের গুরুত্ব অপরিসীম। এটা ইবাদত কবুলের অন্যতম শর্ত ।

[বুখারী হা/১; মুসলিম হা/১৯০৭; মিশকাত হা/১]

মসজিদে গমন করা ও সলাত আদায় করার জন্য নিয়তের বিশুদ্ধতা জরুরী। তাই সলাতে বের হওয়ার আগে মনে মনে এই নিয়ত করতে হবে যে, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, ছওয়াব হাছিলের প্রত্যাশায় মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হচ্ছি।

আবু হুরাইরা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

من أتي المسجد لشيء فهو حظه

'যে ব্যক্তি মসজিদে কোন কিছু অর্জনের জন্য আসে, তখন সে সেটারই অংশীদার হয়'।

[আবূদাঊদ হা/৪৭২, সূয়ূতী, আল-জামি'উছ ছাগীর হা/৮২৬৪]

পবিত্র হয়ে ঘর থেকে বের হওয়াঃ

মসজিদে গমনের অন্যতম আদব হলো বাড়ী থেকে পবিত্র হয়ে তথা ওযূ করে মসজিদে যাওয়া।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

'কেউ যদি অতি উত্তমভাবে পবিত্রতা অর্জন করে (সলাত আদায়ের জন্য) কোন মসজিদে উপস্থিত হয়, তাহলে মসজিদে যেতে সে যতবার পদক্ষেপ ফেলবে তার প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য একটি নেকী লিখে দেন, তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং একটি করে পাপ মোচন করে দেন।
(রাবী মাসউদ রাঃ বলেন) আমরা মনে করি যার মুনাফেকী সর্বজনবিদিত এমন মুনাফেক ছাড়া কেউই জামা'আতে ছালাত আদায় করা ছেড়ে দেয় না।
অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যামানায় এমন ব্যক্তি জামা'আতে উপস্থিত হতো, যাকে দুজন মানুষের কাঁধে ভর দিয়ে এসে সালাতের কাতারে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হতো।

[মুসলিম (হা.একা) হা/১৩৭৪; ইবনু মাজাহ হা/৬৩৮।]

ময়লা বা দুর্গন্ধ থেকে দূরে থাকাঃ

মসজিদ পবিত্র স্থান। তাই যে ব্যক্তি মসজিদে আসবে তাকে অবশ্যই পবিত্র হয়ে আসতে হবে।

জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَن أكَلَ ثُومًا أوْ بَصَلًا، فَلْيَعْتَزِلْنا، أوْ قالَ: فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنا، ولْيَقْعُدْ في بَيْتِه-ِ

'যে ব্যক্তি রসুন বা পিঁয়াজ খায় সে যেন আমাদের হ'তে দূরে থাকে অথবা বললেন, সে যেন আমাদের মসজিদ থেকে দূরে থাকে। আর নিজ ঘরে বসে থাকে'।[বুখারী হা/৮৫৫]

অন্য হাদীছে এসেছে,

مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الإِنْس-ُ

'যে ব্যক্তি (কাঁচা) এই দুর্গন্ধময় গাছের (পেঁয়াজ বা রসুনের) কিছু খাবে সে যেন আমাদের মসজিদের নিকটবর্তী না হয়। কারণ ফেরেশতাগণ কষ্ট পান ঐসব জিনিসে, যেসব জিনিসে মানুষ কষ্ট পায়'।

[বুখারী হা/৮৪৫; মুসলিম হা/৫৬৪; ইবনু মাজাহ হা/৩৩৬৫; মিশকাত হা/৭০৭]

পিঁয়াজ-রসুন খাওয়া নিষেধ নয় এবং রান্না করা পিঁয়াজ-রসুন খেয়ে মসজিদে আসাও নিষেধ নয়।

[আবূদাঊদ হা/৩৮২৭; ছহীহাহ হা/৩১০; মিশকাত হা/৭৩৬।]

বর্তমানে যারা মাদকদ্রব্য সেবন করেন ও বিড়ি-সিগারেট পান করেন তাদের মুখ থেকেও দুর্গন্ধ বের হয়। সুতরাং অন্যকে কষ্ট দানকারী এসব হারাম থেকে বিরত থাকা অতীব জরুরী।

সুন্দর পোষাক পরিধান করাঃ

মসজিদে গমনের অন্যতম আদব হলো, সাধ্যমত সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিধান করা।

মহান আল্লাহ বলেন:

يَا بَنِيْ آدَمَ خُذُوا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْن ،َ

‘হে আদম সন্তান! তোমরা প্রত্যেক সলাতের সময় সুন্দর পোষাক পরিধান কর। তোমরা খাও ও পান কর। কিন্তু অপচয় করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীদের ভালবাসেন না’ (আ‘রাফ ৭/৩১)।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكم فلْيَلْبَس ثَوبَيهِ فإنَّ اللهَ أَحَقُّ مَنْ تُزُيِّنَ لهُ

‘তোমাদের কেউ যখন ছালাতে দাঁড়াবে সে যেন (সুন্দর) পোষাক পরিধান করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা তাঁর থেকে সজ্জিত করার হকদার’।

[ত্বাবারাণী, মু'জামুল আওসাত হা/৯৩৬৮; ছহীহাহ হা/১৩৯৬।]

ঘর থেকে বের হওয়ার সময় দুআ পাঠ করাঃ

মসজিদে যাওয়ার সময় অথবা যে কোন সময় ঘর থেকে বের হওয়ার সময় দো'আ পাঠ করে বের হতে হবে।

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় বলবে,

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ

উচ্চারণ: বিসমিল্লা-হি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লা-হি ওয়া লা হাওলা ওলা-লা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ।

অর্থ: 'আল্লাহর নামে (বের হচ্ছি), তাঁর উপরে ভরসা করছি। আল্লাহ ব্যতীত কোন ক্ষমতা নেই, কোন শক্তি নেই'।

তাকে বলা হবে এটা তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে গেছে, তোমাকে বাঁচানো হয়েছে, তোমাকে সুপথ দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। তখন শয়তান তার কাছ থেকে দূরে চলে যায়।
এক শয়তান অপর শয়তানকে বলে, তুমি ঐ ব্যক্তির সাথে কি করতে পার? যাকে সুপথ দেখানো হয়েছে এবং সব রকমের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করা হয়েছে'।

[আবূদাঊদ হা/৫০৯৫; তিরমিযী হা/৩৪২৬; মিশকাত হা/২৪৪৩]

উম্মু সালামা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ঘর থেকে বের হতেন তখন বলতেন,

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزِلَّ أَوْ نَضِلَّ أَوْ نَظْلِمَ أَوْ نُظْلَمَ أَوْ نَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا

উচ্চারণ: বিসমিল্লা-হি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লা-হি আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা আন আযিল্লা আও উযাল্লা আও আযলিমা আও উযলামা আও আজহালা আও ইউজহালা 'আলাইনা।

অর্থ: '(বের হচ্ছি) আল্লাহর নামে, আল্লাহর উপর আমি ভরসা করলাম। হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি পদস্খলন হতে কিংবা পথভ্রষ্টতা হতে কিংবা যুলুম করা হতে কিংবা অত্যাচারিত হওয়া হতে কিংবা অজ্ঞতাবশত কারো প্রতি মন্দ আচরণ হতে বা আমাদের প্রতি কারো অজ্ঞতা প্রসূত আচরণ হতে'।

[তিরমিযী হা/৩৪২৭; ইবনু মাজাহ হা/৩৮৮৪]

পথে আংগুল না মটকানোঃ

কা'ব ইবনু উজরাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة ،

'তোমাদের কেউ উত্তমরূপে ওযূ করে মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হলে সে যেন তার দু'হাতের আঙ্গুল না মটকায়। কেননা সে তখন ছালাতের মধ্যেই থাকে (অর্থাৎ ঐ অবস্থায় তাকে ছালাত আদায়কারী হিসাবেই গণ্য করা হবে)।

[আবূদাঊদ হা/৫৬২; তিরমিযী হা/৩৮৬]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

‘যখন তোমাদের কেউ তার গৃহে ওযূ করে, অতঃপর মসজিদে আসে সে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত ছালাতের মধ্যেই থাকে। সুতরাং তুমি এরূপ করবে না। আর তিনি তার আঙ্গুলসমূহ জড়ালেন’।

[ছহীহ ইবনে খুযাইমা হা/৪৩৮; হাকেম হা/৭৪৪; ছহীহুল জামে‘ হা/৪৪৫; ছহীহ তারগীব হা/২৯৩।]

মসজিদে যাওয়ার সময় দোয়া পাঠ করাঃ

বাড়ী থেকে বের হয়ে মসজিদে যাওয়া পর্যন্ত দো‘আ পাঠ করতে থাকা। এ সময়ে নিম্নোক্ত দো‘আটি প্রনিধানযোগ্য।

اللهمَّ اجعلْ في قلبي نورًا، وفي لساني نورًا، وفي بصري نورًا، وفي سمعي نورًا، وعنْ يميني نورًا، وعنْ يساري نورًا، ومنْ فوقي نورًا، ومنْ تحتي نورًا، ومنْ أمامي نورًا، ومنْ خلفي نورًا، واجعلْ لي في نفسي نورًا، وأَعْظِمْ لي نورًا

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাজ‘আল ফী ক্বালবী নূরান, ওয়া ফী লিসা-নী নূরান, ওয়া ফী বাছারী নূরান, ওয়া ফী সাম‘ঈ নূরান, ওয়া ‘আন ইয়ামীনী নূরান, ওয়া ‘আন ইয়াসারী নূরান, ওয়া মিন ফাওক্বী নূরান ওয়া মিন তাহতী নূরান, ওয়া মিন আমামী নূরান, ওয়া মিন খালফী নূরান, ওয়াজ‘আল লি ফী নাফসী নূরান, ওয়া ‘আ‘যিম লি নূরান।

অনুবাদ : ‘হে আল্লাহ! আপনি আমার অন্তরে নূর (আলো) দান করুন, আমার যবানে নূর দান করুন, আমার দর্শনশক্তিতে নূর দান করুন, আমার শ্রবণশক্তিতে নূর দান করুন, আমার ডান দিক থেকে নূর দান করুন, আমার বাম দিক থেকে নূর দান করুন, আমার উপর থেকে নূর দান করুন, আমার নীচ থেকে নূর দান করুন, আমার সামনে

থেকে নূর দান করুন, আমার পিছন থেকে নূর দান করুন, আমার আত্মায় নূর দান করুন, আমার জন্য নূরকে বড় করে দিন।

[বুখারী হা/৬৩১৬; মুসলিম হা/৭৬৩; ছহীহুল জামে‘ হা/১২৫৯।]

ধীরস্থিরতার সাথে মসজিদে গমন করাঃ

প্রায় ই দেখা যায় অনেক মুসল্লী রাক‘আত পাওয়ার জন্য তাড়াহুড়ো করেন, আবার কেউ কেউ দৌড়িয়ে মসজিদে আসেন। এটা মসজিদের আদব নয়। বরং স্বাভাবিক গতিতে আসাই মসজিদের আদব, যদিও জামা‘আত শেষ হয়ে যায়।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِذا سَمِعْتُمُ الإقامَةَ، فامْشُوا إلى الصَّلاةِ وعلَيْكُم بالسَّكِينَةِ والوَقارِ، ولا تُسْرِعُوْا، فَما أدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا، وما فاتَكُمْ فأتِمُّوا-

‘যখন তোমরা ইক্বামত শুনতে পাবে, তখন সালাতের দিকে চলে আসবে, তোমাদের উচিত স্থিরতা ও গাম্ভীর্য অবলম্বন করা। তাড়াহুড়া করবে না। ইমামের সাথে যতটুকু পাও তা আদায় করবে, আর যা ছুটে যায় তা পূর্ণ করবে’।

[বুখারী হা/৬৩৬; মুসলিম হা/৬০৪; আহমাদ হা/২২৭১২।]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِذا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فلا تَأْتُوها تَسْعَوْنَ، وأْتُوها تَمْشُونَ، عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَما أدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وما فاتَكُمْ فأتِمُّوْا،

‘যখন সলাত শুরু হয়, তখন দৌড়িয়ে সলাতে আসবে না, বরং হেঁটে সলাতে আসবে। সলাতে ধীর-স্থিরভাবে যাওয়া তোমাদের জন্য অপরিহার্য। কাজেই জামা‘আতের সাথে সলাত যতটুকু পাও আদায় কর, আর যা ছুটে গেছে, পরে তা পূর্ণ করে নাও’।[বুখারী হা/৯০৮]

আগে আগে সলাতে আসাঃ

আগে আগে মসজিদে এসে সলাতের জন্য অপেক্ষা করা মসজিদের আদব।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন-

ولو يَعْلَمُونَ ما في التَّهْجِيرِ لاسْتَبَقُوا إلَيْهِ,

‘যদি তারা জানত যে আগে আসার ছওয়াব কী? তবে অবশ্যই তারা তাতে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতো’।

[বুখারী হা/৬১৫; মুসলিম হা/৪৩৭; ইবনে হিববান হা/২১৫৩।]

জুম‘আর সলাতে আগে আসার গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنِ اغْتَسَلَ يَومَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنابَةِ ثُمَّ راحَ، فَكَأنَّما قَرَّبَ بَدَنَةً، ومَن راحَ في السّاعَةِ الثّانِيَةِ، فَكَأنَّما قَرَّبَ بَقَرَةً، ومَن راحَ في السّاعَةِ الثّالِثَةِ، فَكَأنَّما قَرَّبَ كَبْشًا أقْرَنَ، ومَن راحَ في السّاعَةِ الرّابِعَةِ، فَكَأنَّما قَرَّبَ دَجاجَةً، ومَن راحَ في السّاعَةِ الخامِسَةِ، فَكَأنَّما قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذا خَرَجَ الإمامُ حَضَرَتِ المَلائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ،

‘যে ব্যক্তি জুম‘আর দিন ফরয গোসলের ন্যায় গোসল করে এবং সালাতের জন্য (মসজিদে) আগমন করে সে যেন একটি উট কুরবানী করল।

যে ব্যক্তি দ্বিতীয় পর্যায়ে আগমন করে সে যেন একটি গরু কুরবানী করল।

তৃতীয় পর্যায়ে যে আগমন করে সে যেন একটি শিং বিশিষ্ট দুম্বা কুরবানী করল।

চতুর্থ পর্যায়ে যে আগমন করল সে যেন একটি মুরগী কুরবানী করল।

পঞ্চম পর্যায়ে যে আগমন করল সে যেন একটি ডিম কুরবানী করল (তথা আল্লাহর রাস্তায় ছাদাক্বা করল)। পরে ইমাম যখন খুৎবা দেয়ার জন্য বের হন তখন ফেরেশতাগণ যিকর (খুৎবা) শোনার জন্য উপস্থিত হয়ে থাকেন’।

[বুখারী হা/৮৮১; মুসলিম হা/৮৫০; আবূদাঊদ হা/৩৫১; তিরমিযী হা/৪৯৯; আহমাদ হা/৯৯৩৩।]

আওস ইবনু আওস (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

من غسَّل يومَ الجمعةِ واغتسل، ثم بكَّر وابتكر، ومشى ولم يركبْ، ودنا من الإمام، واستمع، وأنصت، ولم يَلْغُ، كان له بكلِّ خطوةٍ يخطوها من بيتِه إلى المسجدِ، عملُ سَنَةٍ، أجرُ صيامِها وقيامِها،

‘যে ব্যক্তি জুম‘আর দিন গোসল করবে এবং করানোর ব্যবস্থা করবে, সকাল সকাল প্রস্তুত হবে, পায়ে হেঁটে মসজিদে যাবে ও ইমামের খুৎবা শুনবে ও চুপ থাকবে, অনর্থক

কিছু করবে না, তার জন্য তার বাড়ী থেকে মসজিদ পর্যন্ত প্রত্যেক কদমে এক বছরের আমলের নেকী হবে।
অর্থাৎ এক বছর দিনে ছিয়াম পালন এবং রাতে তাহাজ্জুদ পড়ার নেকী হবে'।

[আবূদাঊদ হা/৩৪৫; তিরমিযী হা/৪৯৬; ছহীহুল জামে' হা/৬৪০৫]

এত সওয়াব!সুবহান আল্লহ! এমন সওয়াবের জন্য আমাদের তৎপর থাকা উচিত,,আল্লহপাক আমাদের তওফিক দান করুন,আমীন।

ডান পা দিয়ে প্রবেশ করাঃ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক ভাল কাজের শুরু ডান দিক দিয়ে করতেন। এমনিভাবে মসজিদে প্রবেশের সময়ও ডান পা দিয়ে প্রবেশ করতেন।

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের সমস্ত কাজ ডানদিক হতে আরম্ভ করা পসন্দ করতেন। তাহারাত অর্জন, মাথা আচঁড়ানো এবং জুতা পরার সময়ও'।[বুখারী হা/৪২৬]

এ হাদীছের শিরোনামে ইমাম বুখারী (রহঃ) এভাবে বলেছেন,

باب التيمن في دخول المسجد وغيره
'মসজিদে প্রবেশ ও অন্যান্য কাজ ডান দিক হতে শুরু করা অধ্যায়'।

ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) (মসজিদে) প্রবেশের সময় ডান পা দিয়ে শুরু করতেন এবং বের হবার সময় প্রথম বাম পা দিয়ে শুরু করতেন।

[বুখারী হা/৪২৬ এর শিরোনাম দ্রঃ।]

মসজিদে প্রবেশের দো‘আ পাঠ করা :

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে প্রবেশের সময় বেশ কয়েকটি দো‘আ পাঠ করতেন।

আমর ইবনুল ‘আস (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন তখন বলতেন,

أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ-

‘আমি মহান আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান হ’তে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যিনি সর্বদা রাজত্বের এবং মর্যাদাপূর্ণ চেহারার অধিকারী’।

[আবূদাঊদ হা/৪৬৬, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৭৪৯।]

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে তখন সে যেন বলে,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

‘হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দাও’।

[মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৩, ‘মসজিদ ও ছালাতের অন্যান্য স্থান সমূহ’ অনুচ্ছেদ]

ফাতেমা (রাঃ) বলেন:
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন, তখন বলতেন,

بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ -

‘আল্লাহর নামে (প্রবেশ) এবং আল্লাহর রাসূলকে সালাম। হে আল্লাহ! আমার পাপসমূহ ক্ষমা করে দিন এবং আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দিন’।

[আলবানী, ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৭৭১; তিরমিযী হা/৩১৪।]

সালাম দিয়ে প্রবেশ করাঃ

সালাম প্রদানের মাধ্যমে মসজিদে প্রবেশ করা উচিত। কেউ সালাম দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করলে সলাত রত ব্যক্তি মুখে সালামের উত্তর না দিয়ে নিজ আঙ্গুল, হাত বা মাথা দিয়ে ইশারা করে সালামের জবাব দিতে পারেন।

ছুহাইব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ إِشَارَةً . قَالَ وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ إِشَارَةً بِأُصْبُعِهِ

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত রত অবস্থায় আমি তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন আমি তাঁকে সালাম দেই। অতঃপর তিনি ইশারা করে আমাকে উত্তর দেন'।

[আবূদাঊদ হা/৯২৫]

তিরমিযীতে অতিরিক্ত হিসাবে বলা হয়েছে,
তিনি আঙ্গুলের ইশারা দ্বারা সালামের জবাব দিলেন।

[তিরমিযী হা/৩৬৭।]

প্রথম কাতারে ইমাম এর কাছাকাছি বসাঃ

সলাতে প্রথম কাতারে বসা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لو يعلمُ النّاسُ ما في النِّداءِ والصَّفِّ الأوَّلِ ثمَّ لم يجِدوا إلّا أن يستَهِموا عليهِ لاستَهموا ،

'যদি মানুষ জানত আযান ও প্রথম কাতারে কী আছে, তারপর লটারী ব্যতীত তা নির্ধারণ করা সম্ভব না হ'ত, তবে তারা তা অর্জনের জন্য লটারী করত'।

[বুখারী হা/৬১৫; মুসলিম হা/৪৩৭; নাসাঈ হা/৫৪০।]

অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরুষদের জন্য প্রথম কাতারকে এবং নারীদের জন্য শেষের কাতারকে উত্তম বলেছেন।

[মুসলিম হা/৪৪০; তিরমিযী হা/২২৪; নাসাঈ হা/৮২০; ইবনু মাজাহ হা/১০০০।]

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন,

أَنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ رَأى في أصْحابِهِ تَأَخُّرًا فقالَ لهمْ: تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بي، ولْيَأْتَمَّ بكُمْ مَن بَعْدَكُمْ، لا يَزالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حتّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ. وفي رواية: رَأى رَسولُ اللهِ ﷺ قَوْمًا في مُؤَخَّرِ المَسْجِدِ فَذَكَرَ مِثْلَه-ُ

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন একদল লোককে মসজিদের পিছনে অবস্থান করতে দেখে বললেন, তোমরা এগিয়ে আস এবং আমার অনুকরণ কর। আর তোমাদের পরে যারা আছে তারা তোমাদের অনুকরণ করবে। কোন গোষ্ঠী পেছনে অবস্থান করতে থাকলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পিছনেই রেখে দিবেন'।[মুসলিম হা/৪৩৮]

আজকাল আমাদের সমাজে এ আমলটির প্রতি অবহেলা লক্ষ্য করা যায়। সবাই মসজিদের পিছনের কাতারে দাঁড়াতে পছন্দ করে, জোর করেও অনেককে সামানের কাতারে আনা যায় না। এ সকল লোকেদের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হুঁশিয়ারী রয়েছে।

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন:

لا يزالُ قومٌ يتأخَّروْن عن الصفِّ الأوَّلِ حتى,
يُؤخِّرهمُ اللهُ في النّار،

‘কোন সম্প্রদায় যখন প্রথম কাতারে প্রবেশ করা থেকে বিলম্ব করবে তখন আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বের করতে বিলম্ব করবেন’।

[আবূদাঊদ হা/৬৭৯; ছহীহ তারগীব হা/৫১০; ছহীহুল জামে‘ হা/৭৬৯৯; ইবনু মাজাহ হা/৮০৫।]

দু রাকাত সলাত আদায় করে বসাঃ

মসজিদের আদব হলো প্রবেশের পর দু রাকাত সলত আদায় করে এরপর বসা। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إذا دخل أحدُكم المسجِدَ، فلا يجلِسْ حتى يركَعَ ركعتين .ِ

‘তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন দু রাকাত ছালাত আদায় না করা পর্যন্ত না বসে’।

[ইবনু মাজাহ হা/১০১২; ছহীহ ইবনে হিববান হা/২৪৯৫।]

আবূ ক্বাতাদাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ

‘তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন বসার আগে দু‘রাক‘আত ছালাত আদায় করে নেয়’।
[বুখারী হা/৪৪৪; মুসলিম হা/৭১৪; মিশকাত হা/৭০৪।]

ইক্বামত হয়ে গেলে ফরয ব্যতিত অন্য সলাত আদায় না করাঃ

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إذا أُقِيمَتْ الصلاةُ فلا صلاةَ إلا المكتُوبة ،ُ

‘সলাতের ইক্বামত দেওয়া হ’লে উক্ত ফরয সলাত ছাড়া অন্য কোন ছালাত নেই’।

[মুসলিম হা/৭১০; আবূদাঊদ হা/১২৬৬; নাসাঈ হা/৮৬৪।]

অন্যত্র এসেছে,

إذا أُقيمَت الصلاةُ فلا صلاةَ إلا المكتوبةُ قيل يا رسولَ اللهِ ولا ركعتَي الفجرِ قال ولا ركعتَي الفجر -ِ

‘যখন ছালাতের ইক্বামত দেওয়া হয় তখন ফরয সলাত ব্যতীত অন্য কোন সলাত নেই।

একজন বলল, হে আল্লাহর রাসূল ফজরের দুই রাকাত সুন্নাতও না? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ফজরের দুই রাকাত সুন্নাতও না’।

[বায়হাক্বী হা/৮৭২৮; ফাতহুল বারী ২/১৭৪; নায়লুল আওত্বার ৩/১০৩।]

অনর্থক কথা বার্তা না বলাঃ

মসজিদে অবস্থানকালে অনর্থক কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা। কারণ মানুষ যতক্ষণ মসজিদে থাকে ততক্ষণ সলাতের মধ্যেই থাকে।

সাহল বিন সা'দ আস-সা'দী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لاَ يَزَالُ الْعَبْدُ فِى صَلاَةٍ مَا كَانَ فِى الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ ،

'বান্দা যতক্ষণ মসজিদে সলাতের জন্য অপেক্ষমান থাকে, ততক্ষণ সে সালাতের মধ্যে বলে গণ্য হয়'।

[বুখারী হা/১৭৬; মুসলিম হা/৬৩৯।]

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

'তোমাদের কেউ ছালাত আদায় করে যতক্ষণ মুছল্লায় বসে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতারা তার জন্য নিম্নরূপ দো'আ করতে থাকে,

اللَّهمَّ اغفِرْ له اللَّهمَّ ارحَمْه

'হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করে দিন, হে আল্লাহ! তার প্রতি দয়া করুন'।

[নাসাঈ হা/৭৩৩; ছহীহ ইবনে হিববান হা/১৭৫৩।]

সলাত শেষ হওয়ার সাথে সাথে মসজিদ থেকে বের না হওয়াঃ

সলাত শেষ হবার সাথে সাথে মসজিদ থেকে বের না হয়ে সলাতের পরে বিভিন্ন তাসবীহ-তাহলীল পাঠ করা সুন্নাত। অনুরূপভাবে ফরয সলাতের পরপরই সুন্নাতের জন্য না উঠে সলাতের পরের যিকরগুলো পাঠ করা।

ক্বিবলামুখী হয়ে বসাঃ

মসজিদের আরেকটি আদব হলো ক্বিবলামুখী হয়ে বসা।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ لِكلِّ شيءٍ سَيِّدًا، وإِنَّ سَيِّدَ المَجالِسِ قُبالَةَ القبلة ،ِ

'প্রতিটি বস্তুর একজন সরদার রয়েছে। আর মজলিস সমূহের সরদার হলো, ক্বিবলাকে সামনে রেখে বসা'।

[ছহীহাহ হা/২৬৪৫; তাবারানী, মু'জামুল আওসাত ৩/২৫; ছহীহ তারগীব হা/৩০৮৫]

বাম পা দিয়ে বের হওয়াঃ

ডান পা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করার ন্যায় বাম পা দিয়ে মসজিদ থেকে বের হওয়াও মসজিদের অন্যতম আদব।

মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় দোয়া পাঠ করাঃ

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ মসজিদ থেকে বের হবে, তখন যেন বলে,

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِك -َ

'হে আল্লাহ! আমি তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি'।

[মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৩ 'মসজিদ ও ছালাতের অন্যান্য স্থান সমূহ' অনুচ্ছেদ।]

ফাতেমা (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মসজিদ থেকে বের হ'তেন তখন বলতেন,

بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ أَبْوَابَ فَضْلِك -َ

'আল্লাহর নামে (প্রস্থান করছি) এবং আল্লাহর রাসূলের প্রতি সালাম। হে আমার প্রতিপালক! আমার পাপসমূহ ক্ষমা করে দাও এবং তোমার অনুগ্রহের দরজাসমূহ আমার জন্য খুলে দাও'।

[আলবানী, ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৭৭১; তিরমিযী হা/৩১৪।]

মসজিদে অবস্থানের ফযিলত

মসজিদ আল্লহপাকের ঘর।পবিত্র সে স্থানে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করা হয়। মসজিদে ইবাদতের আগে ও পরে অবস্থান করার মধ্যেও বান্দার জন্য অনেক নেকী রয়েছে।যেমন-

ফেরেশতাদের দোয়া লাভঃ

যারা মসজিদে এসে তাহিয়্যাতুল মসজিদ দুই রাকাত সলাত আদায় করার পর ফরয সলাতের জন্য বসে থাকে কিংবা ফরয সলাতের পরে মসজিদে বসে থাকে তাদের জন্য ফেরেশতাগণ ক্ষমা লাভের দো'আ করতে থাকেন।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ اللَّهُمَّ اغْف لاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا دَامَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ، لاَ يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ الصَّلاَةَ-ُ

'তোমাদের কেউ যতক্ষণ তার সলাতের স্থানে থাকে তার ওযূ ভঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত তার জন্য ফেরেশতাগণ এই বলে দো'আ করেন যে,

হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ! আপনি তাকে রহম করুন।

আর তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তির সলাত তাকে বাড়ি ফিরে যাওয়া হ'তে বিরত রাখে, সে সলাত রত আছে বলে পরিগণিত হবে'।[বুখারী হা/৬৫৯]

আল্লহর রহমত পাওয়ার মাধ্যমঃ

মসজিদে অবস্থান করে আল্লাহর যিকিরকারীর জন্য বহু ফযীলত রয়েছে।

কোন সম্প্রদায়ের লোকেরা যখন আল্লাহর ঘর সমূহ হতে কোন ঘরে একত্রিত হয়, যাতে তারা আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে বা পরস্পর আলোচনা করে, তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হ'তে থাকে, তাদেরকে রহমত ঢেকে রাখে এবং ফেরেশতারা তাদের বেষ্টন করে রাখেন। আর আল্লাহ তা'আলা নিকটবর্তীদের সাথে তাদের আলোচনা করেন। আর যার আমল তাকে পিছিয়ে দেয়, তার বংশ তাকে এগিয়ে নেয় না'।

[মুসলিম হা/২৬৯৯]

আল্লহপাক আনন্দিত হনঃ

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَا تَوَطَّنَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ الْمَسَاجِدَ لِلصَّلاَةِ وَالذِّكْرِ إِلاَّ تَبَشْبَشَ اللهُ لَهُ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَائِبِ بِغَائِبِهِمْ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِم-ْ

'কোন মুসলিম ব্যক্তি যতক্ষণ মসজিদে সলাত ও যিকিরে রত থাকে, ততক্ষণ আল্লাহ তাঁর প্রতি এতটা আনন্দিত হন, প্রবাসী ব্যক্তি তাঁর পরিবারে ফিরে এলে তারা তাকে পেয়ে যেরূপ আনন্দিত হয়'।

[ইবনু মাজাহ হা/৮০০; আহমাদ হা/৮০০৪; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩২৫; ছহীহ ইবনে হিববান হা/১৬০৭; আল-জামে'উছ ছাগীর হা/৭৮৬১।]

আল্লহতায়ালা গর্ব করেনঃ

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে মাগরিবের সলাত আদায় করলাম। তারপর যার চলে যাওয়ার চলে গেল এবং যার থেকে যাওয়ার থেকে গেল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এত দ্রুতবেগে আসলেন যে, তাঁর দীর্ঘ নিঃশ্বাস বের হ'তে লাগল। তিনি তাঁর দু'হাঁটুর উপর ভর করে বসে গেলেন এবং বললেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। তোমাদের প্রতিপালক আসমানের একটি দরজা খুলে দিয়েছেন এবং ফেরেশতাদের নিকটে তোমাদের সম্পর্কে গর্ব করে বলছেন, তোমরা আমার বান্দাদের দিকে তাকিয়ে দেখ, তারা এক ফরয আদায়ের পর পরবর্তী ফরয আদায়ের জন্য অপেক্ষা করছে'।

[ইবনু মাজাহ হা/৮০১; আহমাদ হা/৬৭১১-১২; ছহীহ আত-তারগীব হা/৪৪৫; ছহীহাহ হা/৬৬১।]

পাপ এর কাফফারাঃ

ইবনু আববাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আজ রাতে আমার মহান ও বরকতময় প্রভু সবচেয়ে সুন্দর চেহারায় আমার নিকটে এসেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মতে তিনি বলেছেন, ঘুমের মধ্যে স্বপ্নযোগে।

তারপর তিনি বলেন, হে মুহাম্মাদ! তুমি কি জান, এ সময় উচ্চতর জগতের অধিবাসীরা কি নিয়ে বিবাদ করছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি বললাম, না। তিনি তাঁর হাত আমার দুই কাঁধের মধ্যখানে রাখলেন। এমনকি আমি

আমার দুই স্তনের বা বুকের মাঝে এর শীতলতা অনুভব করলাম। আসমান-যমীনে যা কিছু আছে আমি তা অবগত হ'লাম।

তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদ! তুমি কি জান, এ সময় উচ্চতর জগতের অধিবাসীরা কি নিয়ে বিবাদ করছে? আমি বললাম, হ্যাঁ, কাফফারাত নিয়ে বিবাদ করছে।

কাফফারাত অর্থ- 'সালাতের পর মসজিদে বসে থাকা, সালাতের জামাআতে উপস্থিতির জন্য হেঁটে যাওয়া এবং কষ্টকর সময়েও সুন্দরভাবে ওযূ করা'। যে লোক এসব কাজ করবে সে কল্যাণের মধ্যে বেঁচে থাকবে, কল্যাণের সাথে মরবে এবং সে জন্মদিনের মত গুনাহ হ'তে পবিত্র হয়ে যাবে'।

[তিরমিযী হা/৩২৩৩; আহমাদ হা/৩৪৮৪, সনদ ছহীহ।]

নবীজি (সাঃ)র সুন্নাত :

জাবের বিন সামুরা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের সালাত আদায়ের পর সূর্য উঠা পর্যন্ত নিজের সালাতের স্থানে বসে থাকতেন।

[মুসলিম, তিরমিযী হা/৫৮৫; আবূদাঊদ হা/১১৭১।]

পূর্ণ হজ্জ ও পূর্ণ ওমরার নেকী লাভ :

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ-

‘যে ব্যক্তি ফজরের ছালাত জামা‘আতে আদায় করে, তারপর সূর্য উঠা পর্যন্ত বসে বসে আল্লাহ তা‘আলার যিকর করে, তারপর দুই রাক‘আত সালাত আদায় করে, তার জন্য একটি হজ্জ ও একটি ওমরার ছওয়াব রয়েছে।

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পূর্ণ, পূর্ণ, পূর্ণ (হজ্জ ও ওমরার ছওয়াব)।

[তিরমিযী হা/৫৮৬; ছহীহাহ হা/৩৪০৩।]

সালাতের মত ছওয়াব লাভ :

একজন মুসলমান যতক্ষণ মসজিদে অবস্থান করবেন ততক্ষণ সালাতের মধ্যেই থাকবেন। অর্থাৎ সালাত আদায়ের ন্যায় ছওয়াব পাবেন।

হুমাইদ (রহঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ’ল, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি আংটি ব্যবহার করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এক রাতে তিনি এশার সালাত অর্ধরাত পর্যন্ত বিলম্ব করে আদায় করলেন। সালাত শেষ করে আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, লোকেরা সালাত আদায় করে ঘুমিয়ে গেছে। কিন্তু তোমরা যতক্ষণ সালাতের জন্য অপেক্ষা করেছ, ততক্ষণ সালাত রত ছিলে বলে গণ্য করা হবে।

আনাস (রাঃ) বলেন, এ সময় আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আংটির উজ্জ্বলতা লক্ষ্য করছিলাম।[বুখারী হা/৬৬১]

মসজিদে অবস্থানের আদব

অপবিত্র অবস্থায় মসজিদে না বসা :

মসজিদ হল পবিত্র স্থান। সুতরাং পবিত্র লোকেরাই সেখানে আসবে ও বসবে। তবে বিশেষ প্রয়োজনে অপবিত্র ব্যক্তি মসজিদে আসতে পারে অথবা মসজিদের উপর দিয়ে গমন করতে পারে কিন্তু সে মসজিদে বসবে না।

আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَقْرَبُوْا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيْلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوْا

‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নেশার অবস্থায় ছালাতের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা কি বলছ, তা বুঝতে পার এবং অপবিত্র অবস্থাতেও নয়, যদি তোমরা পথচারী না হও, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা গোসল কর’ (নিসা ৪/৪৩)।

ইবনে কাছীর (রহঃ) বলেন, অনেক ইমাম এ আয়াত দ্বারা এ কথার উপর প্রমাণ পেশ করেন যে, গোসল ফরয হওয়া ব্যক্তির জন্য মসজিদে অবস্থান করা হারাম। তবে তার জন্য মসজিদ ত্যাগ করার জন্য অতিক্রম করা বৈধ। অনুরূপভাবে ঋতুবর্তী ও নিফাসগ্রস্ত মহিলার বিধানও একই।
তাফসীরে ইবনে কাছীর, নিসা ৪৩নং আয়াতের তাফসীর দ্রঃ
আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, মসজিদ থেকে আমার মুছাল্লা নিয়ে এসো। আমি বললাম, আমি তো ঋতুবতী। তিনি বললেন, তোমার হায়েয তো তোমার হাতে লেগে নেই।

[মুসলিম হা/৫৭৬, (ই.ফা) হা/৫৮০।]

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে অন্য হাদীছে এসেছে, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ই'তিকাফরত অবস্থায় মসজিদ থেকে বললেন,

يا عائِشَةُ، ناوِلِينِي الثَّوْبَ. فَقالَتْ: إنِّيْ حائِضٌ، فَقالَ: إنَّ حَيْضَتَكِ ليسَتْ في يَدِكِ فَناوَلَتْه.ُ

'হে আয়েশা! আমাকে কাপড়টা এগিয়ে দাও। তিনি (আয়েশা রাঃ) বললেন, আমি যে ঋতুবতী! জবাবে রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ঋতু তো তোমার হাতে নেই। তারপর আমি তা এনে দিলাম'।

[মুসলিম হা/৫৭৮, (ই.ফা) হা/৫৮২]

বসার পূর্বে দুই রাক'আত ছালাত আদায় করা :

অনেকে মসজিদে ঢুকেই সরাসরি বসে যান। এটা সুন্নাত বিরোধী কাজ। মসজিদে বসার আগে দু'রাক'আত সালাত আদায় করা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদেশ।

আবূ ক্বাতাদাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন

,إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِس َ

'তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন বসার আগে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নেয়'।

[বুখারী হা/৪৪৪; মুসলিম হা/৭১৪; নাসাঈ হা/৭৩০; ইবনু মাজাহ হা/১০১৩; মিশকাত হা/৭০৪।]

একই রাবী থেকে অন্য বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'রাক'আত সালাত আদায় না করে বসতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন

إذا دخلَ أحدُكمُ المسجدَ فلا يجلِسْ حتّى يصلِّيَ رَكعتين ,

'যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে তখন সে যেন না বসে, যতক্ষণ না দু'রাক'আত সালাত আদায় করে'।

[বুখারী হা/১১৬৩; ছহীহ ইবনে হিববান হা/২৪৯৫]
এমনকি জুম'আর দিন ইমাম খুৎবারত অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করলেও দু'রাক'আত সালাত আদায় করে বসতে হবে।

জাবের (রাঃ) বলেন, 'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুম'আর দিনে খুৎবা দিচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় জনৈক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে।
তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, তুমি কি সালাত আদায় করেছ? সে বলল, না। তখন তিনি বললেন, তুমি দাঁড়াও দু'রাক'আত সালাত আদায় কর'।

[বুখারী হা/৯৩০; ছহীহ মুসলিম হা/২০৫৫]

অন্য হাদীছে দু'রাক'আত সালাত আদায় না করে মসজিদ অতিক্রম করাকে ক্বিয়ামতের আলামত হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ لاَ يُصَلِّيْ فِيْهِ رَكْعَتَيْن،ِ

'ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত হ'ল, লোকেরা মসজিদ অতিক্রম করে চলে যাবে অথচ সেখানে দু'রাক'আত সালাত আদায় করবে না'।

[মু'জামুল কাবীর হা/৯৪৮৮; শু'আবুল ঈমান হা/৮৩৯৯; ছহীহাহ হা/৬৪৯।]

পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা :

মসজিদকে সব সময় পরিস্কার-পরিচ্ছন রাখতে হবে। মসজিদ নোংরা করা, অপরিচ্ছন্ন রাখা সবচেয়ে নিন্দনীয় কাজ।
[মুসলিম হা/৫৫৩; আহমাদ হা/২১৫৪৯; ছহীহ ইবনু হিববান হা/১৬৪১; মিশকাত হা/৭০৯]

আনাস বিন মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

মসজিদে থুথু ফেলা গুনাহের কাজ, আর তার কাফফারা হচ্ছে তা মুছে ফেলা।

[. বুখারী হা/৪১৫; মুসলিম হা/৫৫২; আহমাদ হা/১২৭৭৫।]

একই রাবী কর্তৃক অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ، فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ فَقَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلاَتِهِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَلاَ يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ أَوْ يَفْعَلْ هَكَذَا

-

‘নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্বিবলার দিকে (দেয়ালে) ‘কফ’ দেখলেন। এটা তার নিকটে কষ্টদায়ক মনে হ’ল। এমনকি তাঁর চেহারায় তা ফুটে উঠলো। তিনি উঠে গিয়ে তা হাত দিয়ে পরিস্কার করলেন।

অতঃপর বললেন, তোমাদের কেউ যখন সালাতে দাঁড়ায় তখন সে তার রবের সাথে একান্তে কথা বলে। অথবা বলেছেন, তার ও ক্বিবলার মাঝখানে তার রব আছেন। কাজেই তোমাদের কেউ যেন ক্বিবলার দিকে থুতু না ফেলে। বরং সে যেন তার বাম দিকে অথবা পায়ের নীচে তা ফেলে’।
[বুখারী হা/৪০৫।]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ নির্মাণ করার এবং তা পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধিময় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।
[আবূদাঊদ হা/৪৫৫; তিরমিযী হা/৫৯৪]

আনাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে মসজিদে নববীতে বসে আছি। এমন সময় হঠাৎ এক বেদুঈন এসে মসজিদের মধ্যে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে লাগল, তা দেখে ছাহাবীগণ থামো থামো বলে তাকে পেশাব করতে বাধা দিলেন।

আনাস (রাঃ) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা তাকে বাধা দিও না, বরং তাকে ছেড়ে দাও। লোকেরা তাকে ছেড়ে দিল, সে পেশাব সেরে নিল।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ডেকে বললেন, এটা হ’ল মসজিদ। এখানে পেশাব করা কিংবা ময়লা আবর্জনা ফেলা যাবে না। বরং এ হ’ল আল্লাহর যিকির করা, ছালাত আদায় করা এবং কুরআন পাঠ করার স্থান’।

মুসলিম (হা.এ) হা/৫৪৮]

মসজিদ পরিচ্ছন্ন রাখা একটি মর্যাদাপূর্ণ কাজ।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘একজন কাল ব্যক্তি বা মহিলা মসজিদে ঝাড়ু দিত। লোকটি মারা গেল কিন্তু তার মৃত্যু সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জানানো হয়নি। একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার আলোচনায় তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে জানতে পারেন লোকটি মারা গেছে।

তিনি বললেন, তোমরা আমাকে জানাওনি কেন? আমাকে তার কবরটা দেখিয়ে দাও। অতঃপর তিনি তার কবরের নিকট গেলেন এবং তার জানাযার সালাত আদায় করলেন’।

[বুখারী হা/৪৫৮; মুসলিম হা/৯৫৬]

আযানের পর মসজিদ থেকে বের না হওয়া :

কেউ মসজিদে অবস্থানকালে কোন সালাতের জন্য আযান হয়ে গেলে ওযর ব্যতীত মসজিদ থেকে বের হওয়া উচিত নয়। আবু শা‘ছা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন,

خَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ مَا أُذِّنَ فِيهِ بِالْعَصْرِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم

‘আছরের ছালাতের আযান হয়ে যাওয়ার পর এক ব্যক্তি মসজিদ হতে বেরিয়ে চলে গেল। আবু হুরায়রা (রাঃ) বললেন, এই ব্যক্তি আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশ অমান্য করল।

[মুসলিম হা/৬৫৫; তিরমিযী হা/২০৪; নাসাঈ হা/৬৮৩; ইবনু মাজাহ হা/৭৩৩]

তবে পবিত্রতা অর্জনের জন্য, টয়লেটে অথবা অন্য কোন যরূরী প্রয়োজনে বের হওয়া জায়েয আছে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একবার) ছালাতের ইক্বামত দেওয়া হয়ে গেল, লোকেরা তাদের কাতার সোজা করে নিয়েছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেরিয়ে আসলেন এবং সামনে এগিয়ে গেলেন, তখন তাঁর উপর গোসল ফরয ছিল। তিনি বললেন, তোমরা নিজ নিজ জায়গায় অপেক্ষা কর। অতঃপর তিনি ফিরে গেলেন এবং গোসল করলেন, অতঃপর ফিরে আসলেন, তখন তাঁর মাথা হ'তে পানি টপ টপ করে পড়ছিল। অতঃপর সবাইকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন'। [বুখারী হা/৬৪০]

প্রয়োজন পূরণের পর অবস্থান করা :

খাবার থাকা অবস্থায় ক্ষুধার্ত হয়ে এবং পেশাব-পায়খানার বেগ চেপে রেখে মসজিদে অবস্থান করা বা ছালাত আদায় করা অপসন্দনীয়।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি,

لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ ،

'খাবার হাযির হ'লে কোন ছালাত আদায় চলবে না। কিংবা পায়খানা-পেশাবের বেগ নিয়ে সালাত আদায় করা যাবে না'।

[মুসলিম (হা.এ) হা/১১৩৩; ছহীহ ইবনে হিববান হা/২০৭৩; ছহীহ আল জামে' হা/৭৫০৯]

কাউকে তার জায়গা থেকে উঠিয়ে সেখানে না বসা :

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده، فيقعد فيه، ولكن يقول: افسحوا ،

‘তোমাদের কেউ যেন তোমার ভাইকে তার স্থান থেকে না উঠায় এবং তাকে তার জায়গা থেকে সরিয়ে দিয়ে সে স্থানে না বসে। তবে তাকে বলবে, তুমি জায়গা প্রশস্ত কর।

[মুসলিম হা/২১৭৮]

ইবনু ওমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন, কেউ যেন তার ভাইকে স্বীয় বসার স্থান হ’তে উঠিয়ে দিয়ে নিজে সে জায়গায় না বসে।

ইবনু জুরাইজ (রহঃ) বলেন, আমি নাফে‘ (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এ কি শুধু জুম‘আর ব্যাপারে? তিনি বললেন, জুম‘আহ ও অন্যান্য (ছালাতের) ব্যাপারেও।
[বুখারী হা/৯১১।]

সালাত আদায়ের জন্য কোন স্থানকে নির্ধারণ না করা :

মসজিদ আল্লাহর ঘর। সুতরাং এখানে সবার অধিকার সমান। যিনি আগে আসবেন তিনিই আল্লাহর নিকটে সবচেয়ে প্রিয়। সুতরাং যিনি প্রথমে আসবেন তিনি যেখানে ইচ্ছা সেখানে বসবেন। অতঃপর যিনি আসবেন এবং যেখানে ফাঁকা পাবেন সেখানে

বসবেন। এক্ষেত্রে কারো জন্য মসজিদের একটা নির্ধারিত স্থান রেখে দেওয়া ও অন্যকে বসতে না দেওয়া জায়েয নয়।

আব্দুর রহমান ইবনু শিবল (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন,

نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيْر-ُ

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন কাকের ঠোকরের মত (তাড়াতাড়ি) সিজদাহ করতে, চতুস্পদ জন্তুর ন্যায় বাহু বিছাতে এবং উটের ন্যায় মসজিদের মধ্যে স্থান নির্দিষ্ট করে নিতে'।

[আবূদাঊদ হা/৮৬২; নাসাঈ হা/১১১১; ইবনু মাজাহ হা/১৪২৯।]

ঘুম আসলে স্থান পরিবর্তন করা :

মসজিদে অবস্থান কালে কারো ঘুম আসলে তিনি স্থান পরিবর্তন করতে পারবেন, যাতে করে তার ঘুম চলে যায়।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِه،ِ

'যখন মসজিদে তোমাদের কারো তন্দ্রা আসে, সে যেন স্বীয় মজলিস থেকে উঠে অন্যত্র গিয়ে বসে'।

[আবূদাঊদ হা/১১১৯; তিরমিযী হা/৫২৬; আল-জামে‘উছ ছগীর হা/৮৭২]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِك ،َ

‘যখন তোমাদের কারো জুম‘আর দিন তন্দ্রা আসে, সে যেন ঐ মজলিস থেকে উঠে অন্যত্র চলে যায়’।

[তিরমিযী হা/৫২৬; বায়হাক্বী হা/৬১৩৯]

মানুষের কাঁধের উপর দিয়ে না যাওয়া :

মসজিদে কাউকে ডিঙ্গিয়ে কাঁধের উপর দিয়ে না যাওয়া মসজিদের অন্যতম আদব।

আব্দুল্লাহ বিন বুসর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم" اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْت،َ

‘একদা জুম‘আর দিন এক ব্যক্তি লোকদের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে অগ্রসহ হচ্ছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন খুৎবা দিচ্ছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি বস, তুমি (লোকদের) কষ্ট দিচ্ছ’।

[আবূদাঊদ হা/১১১৮; নাসাঈ হা/১৩৯৭; ছহীহ ইবনে হিববান হা/২৭৯০]

দুই জনের মাঝখানে ফাঁকা না রাখা :

সালাতে যেমন পাশাপাশি দাঁড়াতে হয় তেমনি মসজিদে বসার সময়ও ফাঁকা ফাঁকা না হয়ে মিলে মিশে বসতে হবে।

সালামান ফারসী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ، فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ، إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى،

‘যে ব্যক্তি জুম‘আর দিন গোসল করে এবং যথাসাধ্য ভালরূপে পবিত্রতা অর্জন করে ও নিজের তেল ব্যবহার করে বা নিজ ঘরের সুগন্ধি ব্যবহার করে, অতঃপর বের হয় এবং দু’জন লোকের মাঝে ফাঁক না করে, অতঃপর নির্ধারিত সালাত আদায় করে এবং ইমামের খুৎবা দেয়ার সময় চুপ থাকে, তাহলে তার সে জুম‘আ হতে আরেক জুম‘আ পর্যন্ত সময়ের যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়’।[বুখারী হা/৮৮৩]

মুছল্লীর সামনে ও তার সুতরার মাঝে না হাঁটা :

মসজিদে কোন মুছল্লী একাকী সালাত আদায় করলে ক্বিবলার দিকে লাঠি, দেওয়াল বা অন্য কোন বস্তু দ্বারা আড়াল করে দাঁড়ানো মুছল্লীর দায়িত্ব। আর অন্যান্য মুছল্লীগণ এই আড়ালের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করবেন না। এই আড়াল করাই হলো সুতরা।

আবু জুহায়ম (রাঃ) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِيْنَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. قَالَ أَبُو النَّضْرِ لاَ أَدْرِيْ أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً،

‘যদি মুছল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী জানতো যে, এটা কত বড় অপরাধ, তাহলে সে মুছল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চেয়ে চল্লিশ (দিন/মাস/বছর) দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম মনে করত। আবুন-নাযর (রহঃ) বলেন, আমার জানা নেই যে, তিনি কি চল্লিশ দিন বলেছেন, নাকি মাস কিংবা চল্লিশ বছর বলেছেন।

[বুখারী হা/৫১০; মুসলিম হা/৭৫০৭]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا وَلاَ يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يَمُرَّ فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ

‘তোমাদের যে কেউ সালাত আদায় করতে চাইলে যেন সুতরা সামনে রেখে সালাত আদায় করে এবং তার নিকটবর্তী হয়। আর সে যেন তার সামনে দিয়ে কাউকে অতিক্রম করতে না দেয়। অতএব যদি কেউ সামনে দিয়ে অতিক্রম করে. তাহলে সে যেন প্রতিরোধ করে। কারণ সে একটা শয়তান’।

[বুখারী হা/৫০৯; মুসলিম হা/৫০৫; নাসাঈ হা/৭৫৭; আবূদাঊদ হা/৬৯৭।]

জুম‘আর দিন খুৎবার সময় চুপ থাকা :

মসজিদে সবসময় মুছল্লীরা চুপচাপ আল্লাহর ইবাদত করবে, অনর্থক কথাবার্তায় লিপ্ত হবে না। বিশেষ করে জুম‘আর দিন আরো গুরুত্ব দিবেন। এমনকি কেউ কথা বললেও বলা যাবে না যে, তুমি চুপ কর বা চুপ থাক।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ

‘জুম‘আর দিন যখন তোমার পাশের মুছল্লীকে চুপ থাক বলবে, অথচ ইমাম খুৎবা দিচ্ছেন, তাহলে তুমি একটি অনর্থক কথা বললে’।

[বুখারী হা/৯৩৪; মুসলিম হা/৮৫১]

ধারালো কোন জিনিস বহন করা থেকে বিরত থাকা :

আবু বুরদাহ (রহঃ)-এর পিতা আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন

مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا بِنَبْلٍ، فَلْيَأْخُذْ عَلَى نِصَالِهَا، لاَ يَعْقِرْ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا,

‘যে ব্যক্তি তীর নিয়ে আমাদের মসজিদ অথবা বাজার দিয়ে চলে সে যেন তার ফলা হাত দিয়ে ধরে রাখে, যাতে করে তার হাতে কোন মুসলিম আঘাতপ্রাপ্ত না হয়’[বুখারী হা/৪৫২]

অন্যত্র রাসূল (সাঃ) মসজিদে নববীতে তীরসহ এক ব্যক্তিকে দেখে বলেন, ‘এর ফলাগুলো হাত দিয়ে ধরে রাখ’।

[বুখারী হা/৪৫১; মুসলিম হা/২৬১৪; আহমাদ হা/১৪৩১৪]

মূল্যবান সময়কে কাজে লাগানো :

মসজিদ সবচেয়ে মূল্যবান জায়গা। আর সেই মূল্যবান জায়গায় অবস্থানকালীন মূল্যবান সময়কে যিকির-আযকার, তাসবীহ-তাহলীল, কুরআন তিলাওয়াতসহ যে কোন ভাল কাজে ব্যয় করতে হবে। দুনিয়াবী কথা, কাজের মাধ্যমে সময় নষ্ট করা যাবে না।

রাসূল (সাঃ) বলেন,

فَسَيَكُوْنُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَجْلِسُوْنَ فِي الْمَسَاجِدِ حَلَقًا حَلَقًا، إِمَامَهُمُ الدُّنْيَا، فَلاَ تَجَالِسُوْهُمْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ للهِ فِيْهِمْ حَاجَةٌ

'শেষ যামানায় এমন সম্প্রদায়ের লোকের আবির্ভাব হবে, যারা মসজিদে গোল হয়ে বসবে, তাদের লক্ষ্য হবে দুনিয়া। তোমরা তাদের সাথে বসবে না। কারণ তাদের মধ্যে আল্লাহর জন্য কোন প্রয়োজন নেই'।

[তাবারানী, আল-কারীর হা/১০৪৫২; ছহীহাহ হা/১১৬৩; ইবনে হিববান হা/৬৭৬১]

মসজিদে দুই হাঁটু উঠিয়ে দুই পা পেটের দিকে গুটিয়ে কাপড় পেঁচিয়ে না বসা :

মু'আয বিন আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْحُبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

'রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জুম'আর দিন ইমামের খুৎবা দেয়ার সময় দুই হাঁটু উঠিয়ে দুই পা পেটের দিক গুটিয়ে কাপড় পেঁচিয়ে মাটিতে নিতম্ব রেখে বসা হ'তে নিষেধ করেছেন'।

[আবূদাঊদ হা/১১১০; তিরমিযী হা/৫১৪]

মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুৎবা প্রদান করা :

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জুম'আর দিন মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন।
জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একজন আনছারী মহিলা আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর নিকট আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমি কি আপনার জন্য এমন একটি জিনিস বানিয়ে দিব না, যার উপর আপনি বসবেন? কেননা আমার

একজন কাঠমিস্ত্রি গোলাম আছে। তিনি বললেন, যদি তুমি তা চাও। বর্ণানাকারী বললেন, তারপর সে মহিলা তাঁর জন্য একটি কাঠের মিম্বর তৈরী করলেন।

যখন জুম'আর দিন হলো, নবী করীম (সাঃ) সেই কাঠের তৈরী মিম্বরের উপরে বসলেন। সে সময় যে খেজুর গাছের কান্ডের উপর ভর দিয়ে তিনি খুৎবা দিতেন, সেটি এমনভাবে চিৎকার করে উঠল, যেন তা ফেটে পড়বে। নবী করীম (সাঃ) নেমে এসে তা নিজের সঙ্গে জড়িয়ে ধরলেন। তখন সেটি ফোঁপাতে লাগল, যেমন ছোট শিশুকে চুপ করানোর সময় ফোঁপায়। অবশেষে তা স্থির হয়ে গেল। (রাবী বলল) খেজুর কান্ডটি যে যিকর-নছীহত শুনত, তা হারানোর কারণে কেঁদেছিল'।.

[বুখারী হা/২০৯৫; মুসলিম হা/১১০৩]

বৈধ কাজসমূহ

মসজিদ আল্লাহর ঘর, যেখানে মুসলমানগণ প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করেন, রামাযান মাসের শেষ দশকে ই'তিকাফ করে থাকেন। এছাড়াও কিছু কাজ রয়েছে, যা মসজিদের মত পবিত্র স্থানে করা বৈধ। যেমন-

শিক্ষা গ্রহণ ও প্রদান করা :

মসজিদ হলো শিক্ষা গ্রহণের অন্যতম স্থান। মুসলমানরা তাদের ধর্মীয় বিষয়াবলী প্রতিদিন ইমামের কাছ থেকে শিক্ষা নিবেন এবং সে অনুযায়ী আমল করবেন। আবার ইমামগণও বিভিন্ন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে জনসাধারণকে শিক্ষা দিবেন।

আবু ওয়াক্বিদ আল-লায়ছী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) একদা মসজিদে বসেছিলেন, তাঁর সাথে আরও লোকজন ছিল। এমতাবস্থায় তিনজন লোক আসল। তন্মধ্যে দু'জন আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর দিকে এগিয়ে আসল এবং একজন চলে গেল। আবু ওয়াক্বিদ (রাঃ) বলেন, তাঁরা দুজন আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর নিকট কিছুক্ষণ

দাঁড়িয়ে থাকল। অতঃপর তাদের একজন মজলিসের মধ্যে কিছুটা খালি জায়গা দেখে সেখানে বসে পড়ল এবং অপরজন তাদের পেছনে বসল। আর তৃতীয় ব্যক্তি ফিরে গেল।

যখন আল্লাহর রাসূল (সাঃ) অবসর হলেন তখন (ছাহাবীদের লক্ষ্য করে) বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এই তিন ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু বলব না? তাদের একজন আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করল, আল্লাহ তাকে আশ্রয় দিলেন। অন্যজন লজ্জাবোধ করল, তাই আল্লাহ তার ব্যাপারে লজ্জাবোধ করলেন। আর অপরজন (মজলিসে হাযির হওয়া থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিলো, তাই আল্লাহ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন'।

[বুখারী হা/৬৬; মুসলিম হা/৬১৭৬; আহমাদ হা/২১৯৬৬]

বিচার-ফায়ছালা ও শারঈ সিদ্ধান্ত বা নছীহত করা :

কোন বিষয়ে মীমাংসার প্রয়োজন হলে অথবা কোন বিষয়ে সমাধান দিতে চাইলে মসজিদে বসেই দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি তা করতে পারবেন।

আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা মসজিদে বসা ছিলাম। ইতিমধ্যে উটে আরোহণ করে এক ব্যক্তি আসল এবং সে উটকে মসজিদের (আঙ্গিনায়) বসাল ও বাঁধলো। আর উপস্থিত লোকদের জিজ্ঞেস করল, তোমাদের মধ্যে মুহাম্মাদ (সা) কে? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তখন উপস্থিতদের মধ্যে ঠেস দিয়ে বসা ছিলেন। আমরা তাকে বললাম, এই ঠেস দিয়ে বসা ফর্সা ব্যক্তি।

তখন সে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলল, হে আব্দুল মুত্তালিবের বংশজাত! তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বললেন, আমি তোমার ডাকে সাড়া দিয়েছি। তখন সে বলল, হে মুহাম্মাদ! আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করব এবং প্রশ্নের ব্যাপারে কঠোরতা আরোপ করব। আপনি কিছু মনে করবেন না। তখন তিনি বললেন, তোমার যা মনে চায় প্রশ্ন কর।

তখন সে বলল, আমি আপনাকে আপনার প্রভু এবং আপনার পূর্ববর্তীদের নতুন প্রভুর নামে শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহ তা'আলা কি আপনাকে সমস্ত মানুষের হেদায়াতের জন্য পাঠিয়েছেন? রাসূল (সাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই, হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন।

সে বলল, এখন আমি আপনাকে আল্লাহর নামে শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহ তা'আলা কি আপনাকে রাতে-দিনে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই, হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন।

অতঃপর সে বলল, আমি আপনাকে আল্লাহর নামে শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহ তা'আলা কি আপনাকে বছরের এ (রামাযান) মাসে ছাওম পালন করতে নির্দেশ দিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই, হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন।

অতঃপর সে বলল, আমি আপনাকে আল্লাহর নামে শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহ তা'আলা কি আপনাকে আমাদের বিত্তশালীদের থেকে এ যাকাত নিয়ে তা আমাদের অভাবীদের মধ্যে বণ্টন করার নির্দেশ দিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই, হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন।

তারপর ঐ ব্যক্তি বলল, আপনি যা নিয়ে এসেছেন, তার উপর আমি ঈমান আনলাম। আর আমি নিজ গোত্রের অবশিষ্ট লোকদের জন্য দূতরূপে এসেছি এবং আমার নাম হলো যিমাম ইবনু ছা'লাবা। আমি সা'দ ইবনু বকর গোত্রের লোক।

[বুখারী হা/৬৩; নাসাঈ হা/২০৯২-৯৩; ইবনু মাজাহ হা/১৪০২।]

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, সূদ সম্পর্কিত সূরা বাক্বারার আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হলে নবী করীম (সাঃ) মসজিদে গিয়ে সেসব আয়াত ছাহাবীগণকে পাঠ করে শুনালেন। অতঃপর তিনি মদের ব্যবসা হারাম করে দিলেন।

[বুখারী হা/৪৫৯; মুসলিম হা/১৫৮০; আহমাদ হা/২৬৪৩৪।]

মসজিদে অবস্থান ও খাওয়া-দাওয়া করা :

অন্যান্য বৈধ কাজের ন্যায় মসজিদে অবস্থান করা ও খাওয়া-দাওয়া করা জায়েয।

আয়েশা (রাঃ) বলেন,

لَمَّا أُصِيبَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ رَمَاهُ رَجُلٌ فِى الأَكْحَلِ فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَيْمَةً فِى الْمَسْجِدِ فَيَعُوْدُهُ مِنْ قَرِيْبٍ.

'খন্দকের যুদ্ধের দিন এক ব্যক্তির নিক্ষিপ্ত তীরে সা'দ ইবনু মু'আয (রাঃ) আঘাতপ্রাপ্ত হলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তার জন্য মসজিদের ভেতর একটি তাঁবু টানালেন। যেন তিনি কাছ থেকে তাকে দেখতে পারেন'।

[আবূদাঊদ হা/৩১০১, হাদীছ ছহীহ]

আর যারা ই'তিকাফ করবে তারা মসজিদে অবস্থান করবে এবং মসজিদেই খাওয়া-দাওয়া করবে। এছাড়াও রামাযান মাসে মসজিদে ইফতারেরও ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

প্রয়োজনীয় বৈধ কথা-বার্তা বলা :

যিকির-আযকার, তাসবীহ-তাহলীলসহ যে কোন বৈধ কথা-বার্তা মসজিদে বলা জায়েয। সিমাক (রহঃ) বলেন,

قلتُ لجابرِ بنِ سَمُرةَ أكُنتَ تجالسُ رسولَ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ نعَم كثيرًا فَكانَ لا يقومُ من مصلّاهُ الَّذي صلّى فيهِ الغداةَ حتّى تطلُعَ الشَّمسُ فإذا طلَعت قامَ صلّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ

'আমি জাবের বিন সামুরাহ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহচর্যে থাকতেন?

তিনি বললেন, হ্যাঁ, অধিক সময় তাঁর সাহচর্যে ছিলাম। তিনি সূর্যোদয় পর্যন্ত ঐ স্থানেই বসে থাকতেন যেখানে তিনি ফজরের সালাত আদায় করেছেন। অতঃপর সূর্যোদয় হলে তিনি উঠে যেতেন'।

[মুসলিম হা/৬৭০; আবূদাঊদ হা/১২৯৪; তিরমিযী হা/৫৮৫।]

জাবের বিন সামুরাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যে স্থানে ছালাত আদায় করতেন সূর্য পূর্ণভাবে উদয় না হওয়া পর্যন্ত ঐ স্থান হতে উঠতেন না। সূর্য উদয় হলে উঠে দাঁড়াতেন। আর ইত্যবসরে কথাবার্তা বলতেন এবং জাহেলী যুগের কাজ-কারবারের আলোচনা করে সাহাবাগণ হাসতেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ও মুচকি হাসতেন'।

[মুসলিম, আবূদাঊদ হা/১২৯৪; মিশকাত হা/৪৭৪৭]

ঘুমানো :

বিশেষ প্রয়োজনে মসজিদে ঘুমানো যায়। আববাদ ইবনু তামীম (রঃ) তাঁর চাচা হ'তে বর্ণনা করেন,

أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى ،

‘আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে মসজিদের মধ্যে চিৎ হয়ে এক পা অপর পায়ের উপর রেখে শায়িত অবস্থায় দেখেছি’।

[বুখারী হা/৪৭৫; আবূদাঊদ হা/৪৮৬৬; মিশকাত হা/৪৭০৮।]

ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় মসজিদে ঘুমাতাম। অথচ আমি তখন যুবক ছিলাম’।

[বুখারী হা/৪৪০; নাসাঈ হা/৭২২; তিরমিযী হা/৩২১।]

সাহল ইবনু সা‘দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফাতেমা (রাঃ)-এর ঘরে আসলেন, কিন্তু আলী (রাঃ)-কে ঘরে পেলেন না। তিনি ফাতেমা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার চাচাত ভাই কোথায়? তিনি বললেন, আমার ও তার মধ্যে বাদানুবাদ হওয়ায় তিনি আমার সাথে রাগ করে বাইরে চলে গেছেন। আমার নিকটে দুপুরের বিশ্রামও করেননি।

অতঃপর রাসূল (সাঃ) এক ব্যক্তিকে বললেন, দেখ তো সে কোথায়? সে খুঁজে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! তিনি মসজিদে শুয়ে আছেন।
তখন রাসূল (সাঃ) আসলেন এবং বললেন, উঠ, হে আবূ তুরাব! উঠ, হে আবূ তুরাব! [বুখারী হা/৪৪১।]

অতএব বিশেষ প্রয়োজনে মসজিদে থাকা ও ঘুমানো যায়। তবে এক্ষেত্রে মসজিদের পবিত্রতার আদবগুলো যাতে লংঘিত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

অমুসলিমদের প্রবেশ করা ও তাদেরকে বন্দি করে রাখা :

বিশেষ প্রয়োজনে অমুসলিম ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করতে পারে।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নাজদ এলাকায় অশ্বারোহী কাফেলা পাঠালেন। তারা বনী হানীফাহ গোত্রের ছুমামাহ বিন উছাল নামক এক ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে এলো। সে ইয়ামানবাসীদের নেতা ছিল। লোকটিকে মসজিদে নববীর একটি খুঁটিতে বেঁধে রাখা হলো।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তার কাছে এসে বললেন, হে ছুমামা! তোমার নিকট কি আছে? সে বলল, হে মুহাম্মাদ! আমার কাছে কল্যাণ আছে? আপনি আমাকে হত্যা করলে এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করলেন, যার রক্তের প্রতিশোধ নেয়া হবে। আর আপনি যদি অনুগ্রহ করেন, তাহলে একজন সম্মানী লোককে অনুগ্রহ করলেন। আপনি সম্পদের আশা করলে যত ইচ্ছা চাইতে পারেন দেয়া হবে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) চলে গেলেন। পরবর্তী সকাল বেলায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে ছুমামা! তুমি তোমার সাথে কেমন আচরণের প্রত্যাশা কর? সে আগের মতই জবাব দিল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ছুমামাকে ছেড়ে দিলেন। পরে তিনি ইসলাম কবুল করেন।

[আবূদাঊদ হা/২৬৭৯; নাসাঈ হা/৭১২।]

এমনকি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) শয়তানকেও বন্দি করে রাখতে চেয়েছিলেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, গত রাতে এক দুষ্ট জিন আমার সালাত নষ্ট করার জন্য আমার উপর আক্রমণ করতে শুরু করল। তবে আল্লাহ তা‘আলা আমাকে শক্তি দান করলেন তাকে কাবু করার। আমি তাকে গলা টিপে ধরেছিলাম। আমার ইচ্ছে হলো তাকে মসজিদের একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখি, যাতে সকাল বেলা তোমরা সবাই তাকে দেখতে পাও।

কিন্তু তখনই আমার স্মরণ হলো আমার ভাই নবী সুলায়মানের দো‘আর কথা। তিনি দো‘আ করেছিলেন,

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي ،ْ

‘হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে এমন রাজত্ব দান কর, যা আমার পরে আর কেউ যেন না পায়’ (ছোয়াদ ৩৮/৩৫)।

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা জ্বিন টিকে (আমার হাতে) লাঞ্ছিত করে তাড়িয়ে দিলেন’।[মুসলিম হা/১০৯৬।]

অভাবী লোকদের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করা :

মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না আল-আনাযী (রহঃ) মুনযির ইবনু জারীর থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা ভোরের দিকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় তাঁর কাছে পাদুকাবিহীন, প্রায় বস্ত্রহীন, গলায় চামড়ার ‘আবা’ (কালো ডোরাকাটা চাদর দিয়ে কোন রকম শরীর ঢাকা পোষাক) পরিহিত এবং নিজেদের তরবারি ঝুলন্ত অবস্থায় একদল লোক আসল। এদের অধিকাংশ কিংবা সকলেই মুযার গোত্রের লোক ছিল। অভাব-অনটনে তাদের এ করুণ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মুখমন্ডল পরিবর্তিত ও বিষণ্ণ হয়ে গেল। তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন, অতঃপর বেরিয়ে এলেন।

তিনি বেলাল (রাঃ)-কে আযান দিতে নির্দেশ দিলেন। বেলাল (রাঃ) আযান ও ইক্বামত দিলেন। সালাত শেষ করে তিনি উপস্থিত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন এবং সূরা নিসার ১নং আয়াত ও সূরা হাশরের ১৮নং আয়াত তেলাওয়াত করলেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, তোমাদের প্রত্যেকেরই তাদের দীনার, দিরহাম, কাপড়-চোপড়, গম ও খেজুরের ভান্ডার হতে দান করা উচিত। অবশেষে তিনি বললেন, যদি খেজুরের এক টুকরাও হয়। বর্ণনাকারী বলেন, এটা শুনে আনছারদের এক ব্যক্তি একটি থলে নিয়ে এলো, যা সে বহন করতে পারছিল না। অতঃপর লোকেরা একের পর এক জিনিসপত্র আনতে লাগলো। এমনকি আমি দেখলাম, শস্যে ও কাপড়-চোপড়ে দু’টি স্তূপ হয়ে গেছে এবং দেখলাম, (আনন্দে) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চেহারা ঝলমল করছে, যেন তা স্বর্ণে মোড়ানো।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, ইসলামে যে ব্যক্তি কোন নেক কাজ চালু করল সে এর ছওয়াব তো পাবেই, তার পরের লোকেরা যারা এ নেক কাজের উপর আমল করবে তাদেরও সমপরিমাণ ছওয়াব সে পাবে। অথচ এদের ছওয়াব কিছু কমবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ রীতির প্রচলন করল, তার জন্য তো এ কাজের গুনাহ আছেই। এরপর যারা এ মন্দ রীতির উপর আমল করবে তাদের সমপরিমাণ গুনাহও তার ভাগে আসবে, অথচ এতে আমলকারীদের গুনাহ কম করা হবে না'।

[মুসলিম হা/২২৪১; মিশকাত হা/২১০।]

কবিতা আবৃত্তি করা :

মসজিদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ইসলামী হামদ-না'ত, কবিতা আবৃত্তি করা ও প্রয়োজনীয় কথা বলা জায়েয।

জাবের বিন সামুরাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

شهِدتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أكثَرَ مِنْ مِئةِ مَرَّةٍ فيْ المَسجِدِ، وَأصحابُهُ يَتَذاكَرُوْنَ الشِّعرَ، وأشياءَ مِن أمْرِ الجاهليَّةِ، فرُبَّما تَبَسَّمَ معهم،

'আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে শতাধিক বৈঠকে ছিলাম। সেসব বৈঠকে তাঁর ছাহাবীগণ কবিতা আবৃত্তি করতেন এবং জাহিলী যুগের বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করতেন। তিনি সেগুলো চুপ করে শুনতেন এবং কখনো কখনো মুচকি হাসতেন'।

[তিরমিযী হা/২৮৫০; আহমাদ হা/২০৮৮৫; ছহীহ ইবনে হিববান হা/৫৭৮১]

রাসূল (সাঃ) তাঁর পক্ষ থেকে হাসসান বিন ছাবেতকে (কবিতার মাধ্যমে কাফেরদের) জবাব দিতে বলেন এবং তার জন্য রাসূল (সাঃ) দো'আ করেন।[বুখারী হা/৩২১২; মুসলিম হা/২৪৮৫]

উল্লেখ্য, রাসূল (সাঃ) মসজিদে জাহেলী যুগেরও বাতিলপন্থীদের কবিতা আবৃত্তি করতে এবং কবিতা নিয়ে গর্ব-অহংকার প্রকাশ করতে নিষেধ করতেন।

ছাদাক্বার মাল জমা রাখা :

মসজিদে ছাদাক্বার মাল রাখা জায়েয। যেমন ফিৎরার চাল, যাকাতের সম্পদ অথবা আল্লাহর নামে মান্নতের জিনিস।

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট বাহরাইন হতে কিছু সম্পদ আসলো। তিনি বললেন, এগুলো মসজিদে রেখে দাও। রাসূল (সাঃ)-এর নিকট এ যাবত যত সম্পদ আনা হয়েছে তার মধ্যে এ সম্পদই ছিল সবচেয়ে বেশী। অতঃপর রাসূল (সাঃ) সালাতের জন্য চলে গেলেন। এর দিকে দৃষ্টি দিলেন না। সালাত শেষ করে তিনি সম্পদের নিকটে গিয়ে বসলেন। তিনি যাকেই দেখলেন, কিছু সম্পদ দিয়ে দিলেন।

ইতিমধ্যে আববাস (রাঃ) এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমাকেও কিছু দিন। কারণ আমি নিজের ও আকীলের (এ দু'জন বদর যুদ্ধে মুসলমানদের কয়েদী ছিলাম) পক্ষ থেকে মুক্তিপণ দিয়েছি। রাসূল (সাঃ) বললেন, নিয়ে যাও। তিনি কাপড় ভর্তি করে নিলেন। অতঃপর তা উঠাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না।

তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কাউকে বলুন, যেন আমাকে এটি উঠিয়ে দেয়। তিনি বললেন, না। আববাস (রাঃ) বলেন, তাহলে আপনি নিজেই তা তুলে দিন। তিনি বললেন, না। তখন আববাস (রাঃ) তা থেকে কিছু সম্পদ রেখে দিলেন। অতঃপর পুনরায় তা তুলতে চেষ্টা করলেন। (এবারও তুলতে না পেরে) তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কাউকে আদেশ করুন যেন আমাকে তুলে দেয়। তিনি বললেন, না।

আববাস (রাঃ) বললেন, তাহলে আপনি তুলে দিন। তিনি বললেন, না। অতঃপর আববাস (রাঃ) আরো কিছু সম্পদ নামিয়ে রাখলেন। এবার তিনি উঠাতে পারলেন এবং তা নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। রাসূল (সাঃ) তার এই লোভ দেখে এতই বিস্মিত হয়েছিলেন যে, তিনি আববাসের দিকে তাকিয়ে থাকলেন যতক্ষণ না তিনি চোখের আড়াল হলেন। অতঃপর রাসূল (সাঃ) সেখানে একটি দিরহাম অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত উঠলেন না।

[বুখারী হা/৪২১; আবূদাঊদ হা/৩১০১; নাসাঈ হা/৭১০।]

এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মসজিদে দান-ছাদাক্বার মাল জমা করা ও বণ্টন করা যাবে।

মসজিদ সংশ্লিষ্ট অবৈধ কাজসমূহ

মসজিদ কেন্দ্রিক অনেক অবৈধ কাজ রয়েছে। যা থেকে বেঁচে থাকা জরুরী। নিম্নে কতিপয় উল্লেখ করা হলো-

কবরকে মসজিদ বানানো :

বর্তমানে আমাদের দেশে অনেক মসজিদের পার্শ্বেই কবর রয়েছে। কোন কোন মসজিদের নীচেও কবর রয়েছে। আবার কোন কোন কবরকে পাকা করে লাল কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে, যা ইসলামে হারাম। এমনকি মসজিদে কবর থাকলে সেখানে সালাত নিষিদ্ধ।

[আবূদাঊদ হা/৪৯২; তিরমিযী হা/৩১৭; মিশকাত হা/৭৩৭।]

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মুত্যু শয্যায় বলেছেন,

لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ والنَّصارى، اتَّخَذُوْا قُبُورَ أنْبِيائِهِمْ مَساجِد ،َ

'আল্লাহর অভিশাপ ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি। তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে'।

[বুখারী হা/১৩৯০; মুসলিম হা/৫২৯; মিশকাত হা/৭১২।]

আয়েশা (রাঃ) আরো বলেন,

أنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ، وأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتا كَنِيسَةً رَأَيْنَها بالحَبَشَةِ فيها تَصاوِيرُ، فَذَكَرَتا للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: إنَّ أُولَئِكَ إذا كانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصّالِحُ فَماتَ، بَنَوْا على قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وصَوَّرُوا فيه تِيكَ الصُّوَرَ، أُولَئِكَ شِرارُ الخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَومَ القِيامَة.ِ

'একদিন উম্মু হাবীবাহ ও উম্মু সালামা (রাঃ) তাঁর সাথে আলোচনা করলেন যে তাঁরা হাবশায় খৃষ্টানদের একটি গির্জা দেখে এসেছেন। সে গির্জায় নানা ধরনের চিত্র অংকিত রয়েছে। তারা দু'জন এসব কথা নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে উল্লেখ করলেন।

তখন তিনি বললেন, তাদের কোন নেককার লোক মারা গেলে তার কবরের উপর মসজিদ তৈরি করত এবং এসব ছবি অংকিত করে রাখত। এরাই ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহর সর্বনিকৃষ্ট সৃষ্টি হিসাবে গণ্য হবে'।

[বুখারী হা/৩৮৭৩]

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এই বলে আল্লাহর কাছে দো'আ করতেন,

اللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِىْ وَثَنًا يُعْبَدُ اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلٰى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ،

'হে আল্লাহ! তুমি আমার কবরকে ইবাদতের স্থান বানিও না। আল্লাহর কঠিন রোষানলে পতিত হবে সেই জাতি, যারা তাদের নবীর কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে'।

[মুয়াত্ত্বা মালিক হা/৪১৪; মিশকাত হা/৭৫০]

এমনকি অনেক কবরকে মাজার নাম দিয়ে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য সেখানে মানুষ মান্নত করে, সিজদা করে, সম্মান করে, গিলাফ পরায়, টাকা-পয়সা দেয় ইত্যাদি। এসবই ইসলামে হারাম ও সবচেয়ে বড় পাপ।

অনেকে মসজিদের পাশে কবর দেওয়াকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা ও ফযীলতের কাজ মনে করেন। আরো ধারণা করেন যে, মুওয়াযযিনের আযান ও মুছল্লীদের যাতায়াত নাজাতের কারণ হবে।

যেমনটি বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬ খ্রিঃ) তার এক কবিতায় লিখেছেন,

'মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই,
যেন গোরে থেকেও মুওয়াযযিনের আযান শুনতে পাই।
আমার গোরের পাশ দিয়ে ভাই মুছল্লীরা যাবে,
পবিত্র সেই পায়ের ধ্বনি এ বান্দা শুনতে পাবে,
গোর আযাব থেকে এ গুনাহগার পাইবে রেহাই।'

এসব ভ্রান্ত আক্বীদা। কারণ মানুষ মারা গেলে দুনিয়ার সাথে তার সম্পর্ক বন্ধ হয়ে যায়। দুনিয়ার কেউ মৃত ব্যক্তিকে কিছু শুনাতে পারবে না। আবার কবরবাসীও দুনিয়ার

লোকদের কোন উপকার করতে পারবে না (নামল ২৭/৮০; রূম ৩০/৫২; ফাতির ১৪)।

প্রকাশ থাকে যে, মসজিদের সাথে কবরের কোন সম্পর্ক নেই। এক্ষেত্রে কবরকে মসজিদ থেকে দূরে সরিয়ে নিতে হবে অথবা মসজিদকে কবর থেকে সরিয়ে নিতে হবে।

ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, আলহামদুল্লিাহ! বিদ্বানগণ এ বিষয়ে একমত যে, কবরের উপর মসজিদ করা যাবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে নিষেধ করেছেন। আর মসজিদে কোন মাইয়েতকে দাফন করা যাবে না।

[মাজমূ‘ ফাতাওয়া ২২/১৯৪-৯৫ পৃঃ; আলবানী, তাহযীরুল সাজিদ ৪৫ পৃঃ; মাসিক আত-তাহরীক আগষ্ট ২০১৬ প্রশ্নোত্তর ৩১/৪৩১]

হারানো জিনিসের ঘোষণা দেওয়া :

কারো কোন জিনিস হারিয়ে গেলে মসজিদে বা মসজিদের মাইকে ঘোষণা দেওয়া জায়েয নয়।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি শুনে অথবা দেখে যে, মসজিদে এসে কেউ তার হারানো জিনিস খুঁজছে, সে যেন বলে, তোমার হারানো জিনিস তুমি যেন না পাও আল্লাহ সেটিই করুন। কারণ হারানো জিনিস খোঁজার জন্য এ ঘর তৈরি করা হয়নি’।

[মুসলিম হা/৫৬৮; আবূদাঊদ হা/৪৭৩; ইবনু মাজাহ হা/৭৬৭; মিশকাত হা/৭০৬]

বুরায়দাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি মসজিদে হারানো জিনিস অনুসন্ধান করল। সে বলল, লাল বর্ণের উটের প্রতি কে ঘোষণা জানালো? অতঃপর

নবী করীম (সাঃ) বললেন, ُلاَ وَجَدْتَ إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَه، 'তুমি যেন (তোমার হারানো জিনিস) না পাও। কেননা মসজিদ তো মসজিদের কাজের জন্য বানানো হয়েছে'।

[মুসলিম হা/১১৪৯; ছহীহুল জামে' হা/৭৫৬৮।]

মসজিদ নিয়ে গর্ব করা :

মসজিদ আল্লাহর ঘর। তাই মসজিদ নিয়ে বড়াই করা বা গর্ব করা উচিত নয়। বর্তমান সময়ে এ বিষয় টি একটু বেশী ই চোখে পড়ছে। কার বাড়ির সম্মুখে মসজিদ আছে,কোন এলাকার মসজিদ থেকে অন্য এলাকার মসজিদ বেশি চাকচিক্য ময় এ নিয়ে মসজিদ কমিটির মানুষজন দের গর্ব করতে দেখা যায়। এমন টা ও শুনা যায় এক পাড়া বা মহল্লার লোক অন্য পাড়া বা মহল্লার মসজিদে সালাত এর জন্য যায়না।এসব কিছুতেই কাম্য নয়!

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

لا تقوم الساعة حتى يتبَاهى الناس في المساجد

'ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না, মানুষেরা মসজিদ নিয়ে পরস্পর গর্ব করবে'।

[আবূদাঊদ হা/৪৪৯; নাসাঈ হা/৬৮৯; ছহীহুল জামে' হা/৫৮৯৫; মিশকাত হা/৭১৯।]

ক্রয় বিক্রয় করা :

মসজিদ নির্মাণ করা হয় আল্লাহর ইবাদত করার জন্য, তাঁর যিকির করার জন্য ও আল্লাহর ইবাদতের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী পালনের জন্য। মসজিদ দুনিয়াবী কোন কাজের জন্য বানানো হয়নি। যেমন ক্রয়-বিক্রয় করা, বাজার বসানো ইত্যাদি।

আমর ইবনু শু‘আয়ব (রহঃ) তার পিতা হ’তে, তার পিতা তার দাদা হ’তে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মসজিদে কবিতা আবৃত্তি করতে, ক্রয়-বিক্রয় করতে এবং জুম‘আর সালাতের পূর্বে বৃত্তাকারে বসতে নিষেধ করেছেন।

[আবূদাঊদ হা/১০৭৯; তিরমিযী হা/৩২২; মিশকাত হা/৭৩২।]

এমনকি কেউ বেচা-কেনা করলে লাভবান না হওয়ার জন্য দো‘আ করতে বলেছেন।

[তিরমিযী হা/১৩২১; ইরওয়া হা/১২৯৫; মিশকাত হা/৭৩৩।]

লাল বাতি জ্বালানো :

অনেক মসজিদে লাল বাতি লাগানো থাকে এবং নীচে লেখা থাকে ‘লাল বাতি জ্বলানো অবস্থায় সুন্নাত আদায় করা নিষেধ’। আর জামা‘আতের দুই/এক মিনিট পূর্বে লাল বাতি জ্বালিয়ে দেয়া হয় আর মুছল্লীগণ এ অবস্থায় সুন্নাত ছালাতের নিয়ত না করে বসে বসে ফরযের জন্য অপেক্ষা করেন। এটা শরী‘আত সম্মত নয়।

বরং মুছল্লী যখনই মসজিদে প্রবেশ করবে তখনই দুই রাক‘আত সুন্নাত আদায় করবে। সুন্নাত শেষ করার আগেই যদি মুওয়াযযিন ইক্বামত দেয় তখন মুছল্লী সুন্নাত ছেড়ে দিয়ে জামা‘আতে শরীক হবে।
আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) বলেন,

إذا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فلا صَلاةَ إلّا المَكْتُوبَةَ ،ُ

‘যখন ইক্বামত দেওয়া হবে তখন ফরয সালাত ছাড়া অন্য কোন সালাত নেই’।
[মুসলিম হা/৭১০; আবূদাঊদ হা/১২৬৬]

অযথা গল্প-গুজব করা :

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

,يأتي على النّاسِ زمانٌ يكونُ حديثُهم في مساجدِهم في أمرِ دنياهم، فلا تُجالِسوهم، فليس للهِ فيهم حاجة ٌ

'অচিরেই এমন এক সময় আসবে যখন মানুষ মসজিদে বসে নিজেদের দুনিয়াবী কথাবার্তা বলবে। অতএব, তোমরা এসব লোকদের গল্প-গুজবে বসবে না। আল্লাহ তা'আলার এমন লোকের প্রয়োজন নেই'।

[বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/২৯৬২; হাকিম হা/৭৯১৬; ছহীহাহ হা/১১৬৩; মিশকাত হা/৭৪৩।]

উচ্চ স্বরে কথা বলা :

মসজিদে উচ্চ স্বরে কথা বলা নিষেধ। সায়িব ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كُنْتُ قائِمًا في المَسْجِدِ فَحَصَبَنِي رَجُلٌ، فَنَظَرْتُ فَإِذا عُمَرُ بنُ الخَطّابِ، فَقالَ: اذْهَبْ فَأْتِنِي بهَذَيْنِ، فَجِئْتُهُ بهِما، قالَ: مَن أنْتُما أوْ مِن أيْنَ أنْتُما؟ قالا: مِن أهْلِ الطّائِفِ، قالَ: لو كُنْتُما مِن أهْلِ البَلَدِ لَأَوْجَعْتُكُما، تَرْفَعانِ أصْواتَكُما في مَسْجِدِ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

'একদা আমি মসজিদে দন্ডায়মান ছিলাম, এমন সময় আমাকে একজন লোক কংকর মারলো। আমি দেখি তিনি ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)। তিনি আমাকে বললেন, যাও- ঐ দু'ব্যক্তিকে আমার নিকট নিয়ে আসো। আমি তাদেরকে নিয়ে আসলাম।

তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোন গোত্রের বা কোথাকার লোক? তারা বলল, আমরা তায়েফের লোক। ওমর (রাঃ) বললেন, যদি তোমরা মদীনার লোক হতে

তাহলে আমি তোমাদেরকে নিশ্চয়ই কঠিন শাস্তি দিতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মসজিদে তোমরা উচ্চ স্বরে কথা বলছ?

[বুখারী হা/৪৭০; মিশকাত হা/৭৪৪]

মসজিদে পাশ্ববর্তী মুছল্লীর অসুবিধা করে উচ্চস্বরে যিকির করা এমনকি কুরআন তেলাওয়াত করাও নিষেধ।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) মসজিদে ই‘তিকাফ করছিলেন। তিনি ছাহাবীদের শুনতে পেলেন তারা উচ্চ আওয়াযে কুরআন তেলাওয়াত করছেন। তাদের তেলাওয়াত শুনে তিনি পর্দা খুলে বলেন,

إنَّ المصلِّيَ يُناجي ربَّهُ فلينظُرْ أحدُكُم بما يُناجي بِهِ ربَّهُ ولا يجهَرْ بعضُكُم على بعضٍ بالقراءة ،ِ

‘মুছল্লী তার প্রতিপালকের সাথে কানে কানে কথা বলে। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকে যেন লক্ষ্য করে সে তার রবের সাথে কি বলছে। আর তোমাদের কেউ যেন একে অপরের উপরে উচ্চৈঃস্বরে কুরআন তেলাওয়াত না করে’।

[আবূদাউদ হা/১৩৩২; ছহীহুল জামে‘ হা/৩৭১৪।]

কারুকার্য ও নকশা করা :

জমহুর ওলামায়ে কেরাম মসজিদ কারুকার্যমন্ডিত করাকে অপছন্দ করতেন।

[ইবনে তায়মিয়া মাজমূ‘ ফৎওয়া ২/১৮৩]

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদিন নবী করীম (সাঃ) একখানা নকশা অংকিত কাপড়ে সালাত আদায় করলেন এবং (সালাত শেষে) বললেন

شَغَلَتْنِي أَعْلاَمُ هَذِهِ فَاذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَائْتُونِي بِأَنْبِجَانِيِّهِ,

'এ কাপড়ের নকশা ও কারুকার্য আমার মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে। এটা নিয়ে আবু জাহম-এর কাছে যাও এবং সাদামাটা মোটা চাদরখানা আমাকে এনে দাও'।

[বুখারী হা/৭৫২; মুসলিম হা/১১২৫]

ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

ما أمرت بتشييد المساجد قال ابن عبَّاس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى

'মসজিদ সমূহকে উচ্চ ও চাকচিক্যময় করে নির্মাণ করার জন্য আমি আদিষ্ট হইনি। ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, অবশ্যই তোমরা মসজিদগুলোকে চাকচিক্যময় করবে যেভাবে ইহুদী-খ্রিস্টানরা (গীর্জাকে) চাকচিক্যময় করেছে'।

[আবূদাঊদ হা/৪৪৮; মিশকাত হা/৭১৮]

মসজিদে লাল ও হলুদ রং ব্যবহার করা :

মুছল্লীদের সালাতে বাধা সৃষ্টি করে এমন কোন কিছু মসজিদে স্থাপন করা যাবে না। এমনকি রঙের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা জরুরী।

আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, মসজিদে নববীর ছাদ ছিল খেজুর গাছের ডালের তৈরী। ওমর (রাঃ) মসজিদ নির্মাণের হুকুম দিয়ে বলেন, আমি লোকদেরকে বৃষ্টি হতে রক্ষা করতে চাই। মসজিদে লাল ও হলুদ রং লাগানো হতে সাবধান থাক, এতে মানুষকে তুমি ফিতনায় ফেলবে'।

[বুখারী হা/৪৬৬ এর আলোচনা দ্রঃ]

অনেকে মক্কা-মদীনার ভালেবাসার নিদর্শন হিসাবে মেহরাবের দুই পাশে কা'বা ও মাসজিদুল হারাম অথবা মসজিদে নববীর মিনারের ছবি ব্যবহার করে থাকেন। এমনকি অনেকে মেহরাবের উপরে কালিমা তাইয়েবা বা কালিমা শাহাদত লিখে রাখেন। এটা পরিহার করা জরুরী। কেননা এর ফলে সালাতের সময় অনেকের মনোযোগ সেদিকে চলে যায়। যা সালাতের খুশূ-খুযূতে বিঘ্ন ঘটায়।

জুম'আর সালাতের পূর্বে মসজিদে বৃত্তাকারে বসা :

জুম'আর দিন ইমামের খুৎবার আগে কোন রকমের মজলিস কায়েম করা বা হালাকার ব্যবস্থা করা নিষেধ।
আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন

نَهَى عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ,
فِي الْمَسْجِدِ وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ ضَالَّةٌ وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ شِعْرٌ وَنَهَى عَنِ التَّحَلُّقِ قَبْلَ الصَّلاَةِ يَوْمَ الْجُمُعَة ،

'রাসূল (সাঃ) মসজিদে বেচা-কেনা করতে, হারনো বস্তু তালাশ করতে এবং কবিতা আবৃত্তি করতে নিষেধ করেছেন। আর নিষেধ করেছেন জুম'আর দিন সালাতের পূর্বে মসজিদে গোল হয়ে বসতে'।
[আবূদাঊদ হা/১০৭৯; তিরমিযী হা/৩২২; নাসাঈ হা/৭১৩।]

অর্থাৎ,বিভিন্ন স্থানে গোল হয়ে বসে কথা বলা যাতে, মুছল্লীদের সালাতে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।

সহবাস করা :

মসজিদে স্বামী-স্ত্রী সহবাস করা হারাম। মহান আল্লাহ বলেন

' وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ الله,

আর তোমরা স্ত্রীগমন করো না যখন তোমরা মসজিদে ই‘তেকাফ অবস্থায় থাক’ (বাক্বারাহ ২/১৮৭)।

তবে মসজিদে ই‘তিকাফ অবস্থায় স্ত্রীর সাথে দেখা সাক্ষাৎ, কথা-বার্তা ও খোঁজ-খবর নেওয়াতে কোন অসুবিধা নেই।

ছাফিয়া বিনতে হুই (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ই‘তেকাফ অবস্থায় তাঁর খিদমতে উপস্থিত হতেন এবং কোন প্রয়োজনীয় কথা জিজ্ঞেস করার থাকলে তা জিজ্ঞেস করে চলে যেতেন।

একদা রাত্রে যখন তিনি চলে যাচ্ছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে বাড়ীতে পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য তাঁর সাথে যান। কেননা তাঁর বাড়ী মসজিদে নববী হতে একটু দূরে ছিল। পথে দু’জন আনছার ছাহাবীর (রাঃ) সাথে সাক্ষাৎ হয়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে তাঁর স্ত্রী দেখে তাঁরা লজ্জিত হন এবং দ্রুত পদক্ষেপে চলতে থাকেন।

তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, ‘তোমরা থামো এবং জেনে রাখো যে, এটা আমার স্ত্রী ছাফিয়া বিনতে হুই (রাঃ)। তখন তারা বলেন, সুবহানাল্লাহ (অর্থাৎ আমরা অন্য কোন ধারণা করতে পারি)!

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তখন বলেন,

إنَّ الشَّيطانَ يجري مِنْ ابنِ آدمَ مجرى الدَّمِ وإنِّي خشيتُ أن يقذفَ في قلوبِكما شيئًا،

‘শয়তান মানুষের শিরায় শিরায় রক্তের ন্যায় চলাচল করে থাকে। আমার আশংকা হলো যে, সে তোমাদের অন্তরে কোন কু-ধারণা সৃষ্টি করে করে দেয় কি-না’।

[. বুখারী হা/৩২৮১; মুসলিম হা/২১৭৫।]

এমনকি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ই‘তিকাফ অবস্থায় মসজিদ থেকে মাথা বের করে দিতেন আর আয়েশা (রাঃ) হায়েয অবস্থায় তাঁর মাথা আঁচড়ে দিতেন।[বুখারী হা/৫৯২৫]

আল্লাহ ও মুহাম্মাদ লিখা :

অনেকে মসজিদের মেহরাবের ডানে ও বামে একপাশে আল্লাহ ও অপর পাশে মুহাম্মাদ লিখে রাখেন। এভাবে মসজিদের এক পাশে আল্লাহ অন্য পাশে মুহাম্মাদ লিখে রাখা শিরকী আক্বীদার নামান্তর। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

কেননা স্রষ্টা ও সৃষ্টি কখনো সমপর্যায়ভুক্ত নয়। আল্লাহ ও মুহাম্মাদ কখনো একই মর্যাদার অধিকারী নন। আল্লাহ হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা। আর মুহাম্মাদ (সাঃ) হচ্ছেন আল্লাহর সৃষ্ট বান্দা ও রাসূল।

এছাড়াও অনেকে মসজিদের চারপাশে আল্লাহর গুণবাচক নাম, সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত, আয়াতুল কুরসী লিখে রাখেন, এগুলিও ঠিক নয়।

আনাস (রাঃ) বলেন, আয়েশা (রাঃ)-এর একটি পর্দা ছিল। তিনি সেটা দ্বারা তার ঘরের এক পাশ ঢেকে রেখেছিলেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন,

أَمِيطِي عَنَّا قِرامَكِ هذا، فإنَّه لا تَزالُ تَصاوِيرُهُ تَعْرِضُ في صَلاتِي ،

‘আমার সামনে থেকে তোমার এই পর্দাটা সরিয়ে নাও। কারণ ছালাতের মধ্যে এই ছবিগুলো আমার সামনে বারবার আসছে’।

[বুখারী হা/৩৭৪; মিশকাত হা/৭৫৮]

নিজের জন্য নির্দিষ্ট কোন জায়গা নির্ধারণ করা :

আব্দুর রহমান ইবনু শিবল (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন,

نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيْر،ُ

'রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিষেধ করেছেন কাকের ঠোকরের মত (তাড়াতাড়ি) সিজদাহ করতে, চতুস্পদ জন্তুর ন্যায় বাহু বিছাতে এবং উটের ন্যায় মসজিদের মধ্যে নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ করে নিতে'।

[আবূদাঊদ হা/৮৬২; নাসাঈ হা/১১১১; ইবনু মাজাহ হা/১৪২৯।]

কাতারের মাঝখানে পিলার বা দেওয়াল রাখা :

বর্তমানে অনেক মসজিদের কাতারের মাঝখানে পিলার দেওয়া হয়, যা দুজন মুছল্লীর মাঝখানে আড়াল সৃষ্টি করে, এ ধরনের কাজ নিষিদ্ধ।

মু'আবিয়াহ ইবনু কুর্রা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

كنا نُنهى أن نصُفَّ بين السَّواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

'রাসূল (সাঃ)-এর যুগে আমাদেরকে নিষেধ করা হতো আমরা যেন খুঁটির মাঝে সালাতের কাতার না করি'।

[ইবনু মাজাহ হা/১০০২; ছহীহাহ হা/৩৩৫]

মসজিদের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু আহকাম

জামা'আতে সালাত আদায় করা :

সালাত আদায় করা যেমন ফরয তেমনি প্রত্যেক পুরুষের জন্য জামা'আতে ছালাত আদায় করাও জরুরী। মসজিদ হলো জামা'আতে সালাত আদায়ের অন্যতম স্থান।

মহান আল্লাহ বলেন,

وَأَقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ ،

'তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর এবং রুকূকারীদের সাথে রুকূ কর' (বাক্বারাহ ২/৪৩)।

উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের সাথে ফজরের সালাত আদায় করার পর বললেন, অমুক হাযির আছে কি? ছাহাবীগণ বললেন, না।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এ দুই ওয়াক্ত (ফজর ও এশা) ছালাতই মুনাফিকদের জন্য বেশী ভারী হয়ে থাকে। তোমরা যদি এ দুই ওয়াক্ত সালাতে কি পরিমাণ ছওয়াব রয়েছে তা জানতে তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও জামা'আতে শামিল হতে। জামা'আতের প্রথম কাতার ফেরেশতাদের কাতারের সমতুল্য। তোমরা যদি এর ফযীলত সম্পর্কে জানতে, তাহলে অবশ্যই তোমরা এজন্য প্রতিযোগিতা করতে। নিশ্চয়ই দু'জনের জামা'আত একাকী ছালাত আদায়ের চেয়ে উত্তম। তিনজনের জামা'আত দু'জনের জামা'আতের চেয়ে উত্তম। জামা'আতের লোক সংখ্যা যত বেশী হবে মহান আল্লাহর নিকট তা ততই বেশী পছন্দনীয়।

[. মুসলিম হা/৬৫১; আবূদাঊদ হা/৫৫৪]

ইক্বামত দেওয়ার পরে সুন্নাত না পড়া :

মসজিদে সুন্নাত আদায় অবস্থায় যদি ইক্বামত আরম্ভ হয়, তখন সুন্নাত সালাত ছেড়ে দিতে হবে এবং জামা'আতে শরীক হ'তে হবে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন,

إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ

'সালাতের ইক্বামত দেয়া হলে ফরয সালাত ব্যতীত অন্য কোন সালাত নেই'।

অনেকে ফজরের জামা'আত শুরু হওয়ার পরও দ্রুত দু রাক'আত সুন্নাত আদায় করেন। অথচ ইতিমধ্যে ফরযের এক বা দু রাক'আত শেষ হয়ে যায়। এটি তারা এই ভেবে করেন যে, এই দুই রাক'আত সুন্নাত ফরযের আগেই আদায় করতে হবে নতুবা সূর্যোদয়ের পরে আদায় করতে হবে। অথচ এটা সঠিক নয়।

মুহাম্মাদ ইবনু ইব্রাহীম (রহঃ) ক্বায়েস ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) এক লোককে দেখলেন যে, সে ফজরের ছালাতের পর দু রাক'আত সালাত আদায় করছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, সালাত দু রাক'আত, দু রাক'আত। তখন ঐ ব্যক্তি বলল, ফজরের ফরয সালাতের পূর্বের দু রাক'আত সালাত

আমি আদায় করিনি। সে সালাতই এখন আদায় করছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন চুপ থাকলেন’।

[মুসলিম হা/৭১০; মিশকাত হা/১০৫৮]

মূল জামা‘আত হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় জামা‘আত কায়েম করা যায় :

অনেকের ধারণা মসজিদে মূল জামা‘আত হয়ে যাওয়ার পর আর কোন জামা‘আত করা যাবে না। কারণ এর মাধ্যমে অনেকে প্রথম জামা‘আতকে গুরুত্ব দিবে না। এ ধারণা ঠিক নয়। বরং প্রথম জামা‘আত হয়ে যাওয়ার পর লোকজন থাকলে দ্বিতীয় জামা‘আত করতে পারবে এবং সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় জামা‘আতে ইক্বামতও দিবে।

[শায়খ উছায়মীন, মাজমূ‘উল ফাতাওয়া ১৫/৮৩-৮৪; আব্দুল্লাহ বিন বায, মাজমূ‘উল ফাতাওয়া ১২/১৬৬।]

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَبْصَرَ رَجُلاً يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقَالَ أَلاَ رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَه ،ُ

‘রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এক ব্যক্তিকে একাকী সালাত আদায় করতে দেখে বললেন, এ লোকটিকে ছাদাক্বাহ করার মত কি এমন কেউ নেই যে তার সাথে সালাত আদায় করবে’।

[আবূদাঊদ হা/৫৭৪; ছহীহুল জামে‘ হা/২৬৫২।]

আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) এ হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, ‘অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এক মসজিদে একাধিক জামা‘আত হতে পারে এবং জামা‘আতে সালাত আদায়কারী ব্যক্তিও অন্যের সাথে পুনরায় জামা‘আত করতে পারেন’।

[মিশকাত ১১৪৬ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রঃ]

ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর বিখ্যাত হাদীছগ্রন্থ ছহীহুল বুখারীর ‘কিতাবুল আযানে’ باب اثنان فما فوقهما جماعة ‘দু’জন বা ততোধিক ব্যক্তি হলেই জামা‘আত শিরোনামে’ অধ্যায় রচনা করেছেন।

অতঃপর তিনি নিম্নের হাদীছটি নিয়ে এসেছেন। মালিক ইবনু হুওয়াইরিস (রাঃ) সূত্রে নবী করীম (সাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

إِذا حَضَرَتِ الصَّلاةُ، فأَذِّنا وأَقِيْما، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا،

‘সালাতের সময় হলে তোমাদের দু’জনের একজন আযান দিবে এবং ইক্বামত বলবে। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে বয়সে অধিক বড় সে ইমামতি করবে’।

[বুখারী হা/৬৫৮; মুসলিম হা/৬৭৪]

সুতরাং যখন দুই বা তার বেশী লোক সালাত আদায়ের জন্য একত্রিত হবে তখনই জামা‘আত করে সালাত আদায় করবেন।

মসজিদে ঈদের সালাত আদায় :

ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের সালাত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সর্বদা খোলা মাঠে আদায় করেছেন। যদিও মসজিদে নববী পৃথিবীর তিনটি গুরুত্বপর্ণ মসজিদের অন্যতম এবং এখানকার এক সালাত হাজার সালাতের চেয়ে উত্তম। তবে ওযর বশত মসজিদে ঈদের

সালাত আদায় করা যায়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বৃষ্টির কারণে এক বছর মসজিদে নববীতে ঈদের সালাত আদায় করেছিলেন।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّه أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِيْ يَوْمِ عِيْدٍ فَصَلّى بِهِمُ

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْعِيْدِ فِي الْمَسْجِدِ

'একবার ঈদের দিন সেখানে বৃষ্টি হচ্ছিল। তাই নবী করীম (সাঃ) তাদের সবাইকে নিয়ে মসজিদে ঈদের সালাত আদায় করলেন'।

[আবূদাঊদ হা/১১৬০; ইবনু মাজাহ হা/১৩১২; মিশকাত হা/১৪৪৮।]

কিন্তু দুঃখজনক যে, আমাদের দেশে অনেক এলাকায় বৃষ্টি বিহীন আবহাওয়ায় এবং মাঠ থাকার পরেও তারা মসজিদে ঈদের সালাত আদায় করে থাকে, যা সুন্নাতের সুস্পষ্ট লংঘন!

সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের সালাত :

সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের সালাত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মসজিদে আদায় করেছেন।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মসজিদের দিকে বের হন। তিনি আল্লাহু আকবার বলে সালাত আরম্ভ করেন এবং লোকজন তাঁর পিছনে কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যান। অতঃপর তিনি লম্বা ক্বিরাআত পাঠ করেন, তারপর তাকবীর বলে রুকূতে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ তাতে অতিবাহিত করেন। এরপর মাথা তুলে 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ, রববানা ওয়ালাকাল হামদ' বলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যান।

অতঃপর আবার লম্বা ক্বিরাআত পড়েন, তবে তা প্রথমবারের চেয়ে কম দীর্ঘ ছিল। অতঃপর তাকবীর বলে দীর্ঘক্ষণ রুকূ‘ করেন, তবে তা প্রথমবারের চেয়ে কম দীর্ঘ ছিল। অতঃপর ‘সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ, রববানা ওয়া লাকাল হামদ’ বলেন।

অতঃপর দ্বিতীয় রাক‘আতেও অনুরূপ করেন। এভাবে পুরো সালাত চার রুকূ ও চার সিজদাহ সহকারে আদায় করেন। সালাত শেষে প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই সূর্য গ্রহণ মুক্ত হয়ে যায়’।

[বুখারী হা/১০৬৬; আবূদাঊদ হা/১১৮০]

মসজিদে জানাযার সালাত আদায় করা :

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ওযর ব্যতীত মসজিদের বাইরে জানাযার সালাত আদায় করতেন। তবে মসজিদে জানাযার সালাত আদায়ে কোন সমস্যা নেই।

[ফিকহুস সুন্নাহ (বৈরূত : দারুল ফিকর, ২য় সংস্করণ ১৯৯৮ খ্রিঃ) ১/৩৯২।]

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

مَنْ
صَلَّى عَلَى الْجَنَازِةِ فِي الْمَسْجِدِ، فَلاَ شَيْءَ لَه ،ُ

‘যে ব্যক্তি মসজিদের ভিতরে জানাযার সালাত পড়ে তার কোন গুনাহ নেই’।

[আবূদাউদ হা/৩১৯১; ইবনু মাজাহ হা/২১১৭; ছহীহাহ হা/২৩৫১]

আবু সালামাহ ইবনু আব্দুর রহমান (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সা‘দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাছ (রাঃ) মৃত্যুবরণ করলে (তাঁর লাশ বাড়ী হতে দাফনের জন্য আনার পর) আয়েশা (রাঃ) বললেন, তার জানাযা মসজিদে নিয়ে আস, তাহলে আমিও জানাযা

আদায় করতে পারব। লোকেরা (জানাযা মসজিদে আনতে) অস্বীকার করলেন (কারণ তারা ভাবলেন, মসজিদে জানাযার ছালাত কিভাবে আদায় করা যেতে পারে),

তখন আয়েশা (রাঃ) বলেন,

وَاللهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ: سُهَيْلٍ وَأَخِيه ،ِ

'আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ (সাঃ) 'বায়যা' নামক মহিলার দু'ছেলে সুহায়ল ও তার ভাইয়ের জানাযার সালাত মসজিদে আদায় করিয়েছিলেন'।

[মুসলিম হা/৯৭৩; আবূদাঊদ হা/৩১৯০; মিশকাত হা/১৬৫৬।]

মসজিদে নফল ছালাত আদায় করার হুকুম :

মসজিদ মূলত ফরয সালাত জামা'আতে আদায় করার স্থান। আর নফল সালাত আদায় করার উত্তম স্থান হলো বাড়ী।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

'তোমরা তোমাদের ঘরগুলো কবরে পরিণত কর না। (ঘরেও কিছু সুন্নাত বা নফল সালাত আদায় কর)।

[বুখারী হা/৪৩২; তিরমিযী হা/৪৫১; নাসাঈ হা/১৫৯৮; ইবনু মাজাহ হা/১৩৭৭]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

হে লোক সকল! তোমরা নিজ নিজ ঘরেই নফল সালাত আদায় করবে। কেননা ফরয সালাত ব্যতীত তোমাদের বাড়িতে আদায়কৃত সালাতই সর্বোৎকৃষ্ট’।

[বুখারী হা/৭২৯০; মুসলিম হা/১৭০২; আবূদাঊদ হা/১৩০১; তিরমিযী হা/৪৫০; নাসাঈ হা/১৬০২।]

তবে মসজিদেও কেউ ইচ্ছা করলে নফল সালাত আদায় করতে পারবেন।

জুমু‘আর ছালাতের ব্যাপারে বলা হয়েছে,

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا ،

‘তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জুম‘আর সালাতের পর সালাত আদায় করতে চায় সে যেন চার রাক‘আত আদায় করে’।
[তিরমিযী হা/৫২৩]

এছাড়াও মাগরিবের আযানের পরে দু রাক‘আত আদায় করা, জুম‘আর আগে সালাত আদায় করা এবং তারাবীর সালাত মসজিদে আদায় করার প্রমাণ পাওয়া যায়’।
[ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ৩১/২১৪।]

মসজিদ স্থানান্তর করা যাবে এবং সেই স্থান অন্য কাজে ব্যবহার করা যাবে :

কোন স্থানে কখনো মসজিদ নির্মাণ করা হলে এবং সালাত আদায় করা হলে পরবর্তীতে প্রয়োজনে সেই স্থান থেকে মসজিদ অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া যাবে এবং সেই স্থানকে যে কোন ভাল কাজে ব্যবহার করা যাবে।

ওমর (রাঃ)-এর যুগে কূফার দায়িত্বশীল ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ)। একদা মসজিদ হতে বায়তুল মাল চুরি হয়ে গেলে সে ঘটনা ওমর (রাঃ)-কে জানানো হয়।

তিনি মসজিদ স্থানান্তর করার নির্দেশ দেন। ফলে মসজিদ স্থানান্তরিত হয় এবং পূর্বের স্থান খেজুর বিক্রির বাজারে পরিণত হয়।
[ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩১/২১৪।]

প্রকাশ থাকে যে, ছহীহুল বুখারী ২৭৬৪নং হাদীছে 'ওয়াকফের সম্পত্তি বিক্রি করাও যাবে না এবং হেবাও করা যাবে না' মর্মে যে বর্ণনা এসেছে তার প্রেক্ষিতে কোন কোন আলেম মনে করেন 'যেহেতু মসজিদের সম্পত্তি ওয়াকফকৃত, তাই তাকে পরিবর্তন করা যাবে না'।

উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা এ রকম নয়। কারণ ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) একথার উত্তরে বলেন, 'ওয়াক্ফের সম্পত্তি বিক্রি করে তার চেয়ে উন্নতমানের সম্পত্তি ক্রয় করলে ওয়াক্ফকে নষ্ট করা হয় না বা পরিবর্তন করাও হয় না। যেমন জিহাদের জন্য ওয়াক্ফকৃত ঘোড়া বৃদ্ধ হয়ে গেলে সেটা বিক্রি করে তার চেয়ে উন্নতমানের ঘোড়া ক্রয় করে জিহাদের জন্য রেখে দিলে তাতে ওয়াক্ফের কোন পরিবর্তন হয় না; বরং আরো উত্তম হয়'।
[ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩১/২১৪।]

কবর সরিয়ে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা যাবে :

কোন স্থানে কবর থাকলে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা যাবে না। তবে কবর সরিয়ে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা যাবে।

মসজিদে নববী নির্মাণ প্রসঙ্গ উল্লেখ করে আনাস (রাঃ) বলেন, 'আমি তোমাদেরকে বলছি, এখানে মুশরিকদের কবর ও ভগ্নাবশেষ ছিল। আর ছিল খেজুর গাছ। নবী করীম (সাঃ)-এর নির্দেশে মুশরিকদের কবর খুঁড়ে ফেলা হলো, অতঃপর ভগ্নাবশেষ সমতল করে রাখা হলো, খেজুর গাছগুলো কেটে ফেলা হলো অতঃপর মসজিদের কিবলায় সারিবদ্ধ করে রাখা হলো এবং তার দুই পাশে পাথর বসানো হলো।

[বুখারী হা/৪২৮; নাসাঈ হা/৭০২]

বিধর্মীরা প্রয়োজনে মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে :

মসজিদ মুসলিমদের ইবাদতের জায়গা। যেখানে মুশরিক অন্য ধর্মের লোকদের প্রবেশ নিষেধ। তবে বিশেষ প্রয়োজনে মসজিদে বির্ধমীরা প্রবেশ করতে পারবে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) কয়েকজন অশ্বারোহী মুজাহিদকে নজদের দিকে পাঠালেন। তারা বনু হানীফা গোত্রের ছুমামাহ ইবনু উছাল নামক এক ব্যক্তিকে নিয়ে এসে তাকে মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে রাখলেন।

নবী করীম (সাঃ) তার নিকটে গেলেন এবং বললেন, ছুমামাকে ছেড়ে দাও। (ছাড়া পেয়ে) তিনি মসজিদে নববীর নিকটবর্তী এক খেজুর বাগানে গিয়ে সেখানে গোসল করলেন, অতঃপর মসজিদে প্রবেশ করে বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল।[বুখারী হা/৪৬২]

তবে মসজিদে হারাম বা বায়তুল্লায় কাফেরদের প্রবেশ করা সম্পূর্ণ নিষেধ (তাওবা ৯/২৮)।

বহুতল বিশিষ্ট মসজিদের নীচতলায় দোকান করে ভাড়া দেওয়া যাবে :

মসজিদের কল্যাণার্থে বৈধ ব্যবসা পরিচালনার জন্য উপরে মসজিদ রেখে নীচে দোকান ভাড়া দেওয়া যাবে।

ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, ‘মসজিদের নীচে দোকানপাট তৈরী করা যায়। তাতে কোন দোষ নেই।

[মাজমূ‘ ফাতওয়া ৩১/২১৮]

মিয়া নাযীর হুসাইন দেহলভী (রহঃ) বলেন,
‘মসজিদের কল্যাণার্থে নীচে ও উপরে দোকানপাট করা যায়’।
[ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ ১/৩৬৭ পৃঃ।]

মহিলাগণ মসজিদে ছালাত আদায় করতে পারবেন :

মহিলারা ইচ্ছা করলে জুম‘আ সহ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত মসজিদে এসে আদায় করতে পারবেন।

আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا

‘যখন তোমাদের কোন মহিলা তোমাদের নিকট মসজিদে যাওয়ার অনুতমতি চায়, তোমরা তাদের নিষেধ কর না’।

[বুখারী হা/৮৭৩, ৫২৩৮; মুসলিম হা/৪৪২; ছহীহুল জামে‘ হা/৩১৯।]

আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন, তোমরা মহিলাদের রাতের বেলা মসজিদে যেতে অনুমতি দাও। তখন তার ছেলে (বেলাল) বলল, আল্লাহর শপথ! আমি তাদেরকে (রাতের বেলা মসজিদে যেতে) অনুমতি দিব না। এটাকে তারা বাহানা হিসাবে গ্রহণ করবে। আল্লাহর শপথ আমি কখনও তাদেরকে অনুমতি দিব না।

একথা শুনে আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) রাগান্বিত হয়ে বলেন, আমি তোমাকে বলছি, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমরা মহিলাদের অনুমতি দাও, আর তুমি কিনা বলছ, আমি তাদেরকে অনুমতি দিব না।

[বুখারী হা/৮৯৯; আবূদাঊদ হা/৫৬৮।]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

‘তোমরা আল্লাহর বান্দীদেরকে আল্লাহর মসজিদে গমনে বাধা দিও না’।

[বুখারী হা/৯০০; মুসলিম হা/৪৪২; আবূদাঊদ হা/৫৬৬।]

তবে ফরয সালাত সহ সকল সালাত মহিলাদের জন্য মসজিদে আদায় করার চেয়ে ঘরে আদায় করা উত্তম।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন,

صَلاَةُ الْمَرْأَةِ فِى بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِى حُجْرَتِهَا وَصَلاَتُهَا فِى مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِى بَيْتِهَا

‘মহিলাদের জন্য ঘরের আঙ্গিনায় সালাত আদায়ের চাইতে তার গৃহে সালাত আদায় করা উত্তম। আর গৃহের অন্য কোন স্থানে সালাত আদায়ের চাইতে তার গোপন কামরায় সালাত আদায় করা অধিক উত্তম’।

[আবূদাঊদ হা/৫৭০; ইবনে খুযাইমা হা/১৬৮৮, ১৬৯০]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, ‘তোমরা মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করো না। তবে তাদের ঘরই তাদের জন্য উত্তম’।

[আবূদাঊদ হা/৫৬৭; আহমাদ হা/৫৪৬৮; ইবনু খুযাইমা হা/১৬৮৪]

তবে **মসজিদে মহিলাদের আসার আগে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখা জরুরী:**

মসজিদে গমনের সময় সুগন্ধি ব্যবহার না করা :

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন

,إذا شَهِدَةْ إحداكُنَّ العشاء فلا ةطيِّب ةلك الليلة ،

‘যখন কোন মহিলা এশার সালাতে উপস্থিত হতে চায়, সে যেন ঐ রাত্রিতে সুগন্ধি ব্যবহার না করে’।
[মুসলিম হা/৪৪৩; নাসাঈ হা/৫১৩৪]

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যখন তোমাদের কেউ মসজিদে উপস্থিত হয়, সে যেন খোশবু স্পর্শ না করে’।
[. মুসলিম হা/৪৪৩]

পরিপূর্ণ পর্দা সহকারে বের হওয়া :

মহিলাদের সব সময়ই পর্দার সাথে বের হতে হবে। তবে মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার সময় আরো সতর্ক থাকতে হবে, যাতে সওয়াব কামাই করতে গিয়ে গুনাহ না হয় এবং সমাজে ফিৎনার সৃষ্টি না হয়।

মহিলাদের জন্য পৃথক দরজার ব্যবস্থা করা :

মহিলারা মসজিদে আসলে পুরুষদের সাথে না দাঁড়িয়ে আলাদা জায়গায় দাঁড়াবেন। তারা মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় পৃথক দরজা দিয়ে বের হবেন।

মহিলাগণ পুরুষদের পিছনে দাঁড়াবেন :

দাঁড়ানোর সময় অবশ্যই পুরুষরা মহিলাদের আগে থাকবেন।
আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) উম্মু সুলাইম (রাঃ)-এর ঘরে সালাত আদায় করেন। আমি ও একটি ইয়াতীম ছেলে তাঁর পিছনে দাঁড়ালাম আর উম্মু সুলাইম (রাঃ) আমাদের পিছনে দাঁড়ালেন।[বুখারী হা/৮৭৪]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجالِ أَوَّلُها، وشَرُّها آخِرُها، وخَيْرُ صُفُوفِ النِّساءِ آخِرُها، وشَرُّها أَوَّلُها .

‘পুরুষদের সর্বোত্তম কাতার হচ্ছে প্রথমটি আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাতার হচ্ছে শেষেরটি। পক্ষান্তরে মহিলাদের সর্বোত্তম কাতার হচ্ছে শেষেরটি আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট হচ্ছে প্রথমটি’।

[মুসলিম হা/৪৪০; আবূদাঊদ হা/৬৭৮]

সালাতে ইমাম ভুল করলেঃ

পুরুষ মহিলার একত্রিত জামা‘আতে ইমাম ভুল করলে পুরুষরা ‘সুবহানআল্লাহ’ বলবেন এবং নারীরা হাতের তালুতে মেরে আওয়াজ করবেন।

সাহল ইবনু সা‘দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন,

‘সালাতের মধ্যে যে ব্যক্তির কাছে কোন কিছু আপতিত হয় সে ব্যক্তি যেন ‘সুবহানাল্লা-হ’ পড়ে নেয়। আর হাতে হাত মারা কেবল মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট’।

[বুখারী হা/৬৮৩; মুসলিম হা/৪২১; মিশকাত হা/৯৮৮।]

মহিলারা মসজিদ থেকে আগে বের হবেন :

সালাত শেষ হওয়ার সাথে সাথে মহিলারা বের হবেন আর মহিলাদের বের হওয়া শেষ হলে পুরুষরা বের হবেন।

হিন্দ বিনত হারিছ (রহঃ) হ’তে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ)-এর স্ত্রী সালামাহ (রাঃ) তাঁকে জানিয়েছেন,

أَنَّ النِّساءَ في عَهْدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ إذا سَلَّمْنَ مِنَ المَكْتُوبَةِ، قُمْنَ وثَبَتَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومَن صَلّى مِنَ الرِّجالِ ما شاءَ اللهُ، فَإِذا قامَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قامَ الرِّجالُ

‘নারীরা আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর সময় ফরয সালাতের সালাম ফিরানোর সাথে সাথে উঠে যেতেন এবং আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ও তাঁর সঙ্গে সালাত আদায়কারী পুরুষগণ, আল্লাহ যতক্ষণ ইচ্ছা করেন অবস্থান করতেন।

অতঃপর আল্লাহর রাসূল (সাঃ) উঠলে পুরুষরাও উঠে যেতেন’।

[বুখারী হা/৮৬৬।]

মহিলারা মহিলাদের ইমাম হতে পারবেন :

মহিলারা পুরুষদের ইমাম হতে পারবেন না। তবে মহিলারা মহিলাদের ইমাম হতে পারবেন। সেক্ষেত্রে মহিলা ইমাম পৃথক কাতারে না দাঁড়িয়ে প্রথম কাতারের মাঝখানে দাঁড়াবেন।

মসজিদে প্রয়োজনীয় কথা বলা যাবে :

ইমাম ও মুছল্লীগণ দুনিয়াবী কথাসহ প্রয়োজনীয় যে কোন কথাই বলতে পারবেন।

জাবের ইবনু সামুরাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যে স্থানে সালাত আদায় করতেন সূর্য পূর্ণভাবে না ওঠা পর্যন্ত ঐ স্থান হতে উঠতেন না। সূর্য উদয় হলে উঠে দাঁড়াতেন। আর ইত্যবসরে কথাবার্তা বলতেন এবং জাহিলী যুগের কাজ-কারবারের আলোচনা করে ছাহাবীগণ হাসতেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ও মুচকি হাসতেন’।

[মুসলিম, তিরমিযী হা/২৮৫০; আবূদাঊদ হা/১২৯৪; মিশকাত হা/৪৭৪৭।]

এক্ষেত্রে মুছল্লীদের যাতে অসুবিধা না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

উল্লেখ মসজিদে দুনিয়াবী কথা বললে চল্লিশ বছরের আমল বাতিল হয়ে যাবে মর্মে বর্ণিত হাদিছটি জাল।

[আছ-ছামারুল মুসতাত্বাব ১/৮৩৩; ‘আজলূনী, কাশফুল খাফা হা/২৪৪০; ছাগানী, আল-মাওযূ‘আত হা/৪০]

বিভিন্ন নামে মসজিদের নামকরণ করা যাবে :

সকল মসজিদই আল্লাহর ঘর, যেখানে একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত হবে। তবে পরিচয়ের জন্য কোন এলাকার সাথে বা কোন ব্যক্তি বা বৈশিষ্ট্যগত দলের সাথে মসজিদের নামকরণ করা যেতে পারে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুগে ‘মসজিদে ক্বোবা’, ‘মসজিদে বনী যুরায়েক্ব’ নামে মসজিদসমূহের নামকরণ করা হয়েছিল।

[বুখারী হা/৪২০; মুসলিম হা/১৮৭০; মিশকাত হা/৩৮৭০]

ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) এই হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, ‘এ হাদীছ দ্বারা মসজিদকে এর নির্মাতা বা এতে সালাত আদায়কারীদের সাথে সম্পর্কিত করা জায়েয হওয়ার ফায়দা পাওয়া যায়’।

[ফাৎহুল বারী হা/৪২০-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, ‘পরিচিতির স্বার্থে এরূপ নামকরণে কোন বাধা নেই’।

[আল-মাজমূ‘ ২/২০৮; মাসিক আত-তাহরীক অক্টোবর ২০১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৬/৩৬]

বিশেষ কারণে বাড়ীতে সালাত আদায় করা যায় :

কোন মুসলমান বাড়ী থেকে শারঈ কোন কারণে মসজিদে যেতে না পারলে তিনি তার অবস্থানেই ছালাত আদায় করবেন। যেমন- অসুস্থতা, ঝড়-বৃষ্টি, তীব্র শীত ইত্যাদি।

আবু মালীহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحُنَيْنٍ فَأَصَابَنَا مَطَرٌ، فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ

‘আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে হুনায়নে ছিলাম, এ সময়ে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ আরম্ভ হলো। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মুওয়াযযিন ঘোষাণা দিলেন, আপনারা নিজ নিজ বাসস্থানে সালাত আদায় করুন’।[নাসাঈ হা/৮৫৪]

নাফি‘ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত,
তিনি বলেন, ইবনু ওমর (রাঃ) একদা তীব্র শীত ও বাতাসের রাতে সালাতের আযান দিলেন।

অতঃপর ঘোষণা করলেন, প্রত্যেকেই নিজ নিজ আবাসস্থলে সালাত আদায় করে নাও।

অতঃপর তিনি বলেন

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ يَقُولُ , أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ

'আল্লাহর রাসূল (সাঃ) প্রচন্ড শীত ও বৃষ্টির রাত হলে মুওয়াযযিনকে এ কথা বলার নির্দেশ দিতেন- 'প্রত্যেকে নিজ নিজ আবাসস্থলে সালাত আদায় করে নাও'।

[বুখারী হা/৬৬৬; আবূদাঊদ হা/১০৬২; নাসাঈ হা/৬৫৪]

ইবনু আববাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি তাঁর মুওয়ায্যিনকে এক প্রবল বর্ষণের দিনে বললেন, যখন তুমি (আযানে) 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' বলবে, তখন 'হাইয়া আলাছ্ সালাহ' বলবে না, বলবে, 'ছাল্লূ ফী বুয়ূতিকুম' (তোমরা নিজ নিজ বাসগৃহে সালাত আদায় কর)। তা লোকেরা অপছন্দ করল। তখন তিনি বললেন, আমার চেয়ে উত্তম ব্যক্তিই (রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তা করেছেন। জুমু'আ নিঃসন্দেহে জরুরী। আমি অপছন্দ করি তোমাদেরকে মাটি ও কাঁদার মধ্য দিয়ে যাতায়াত করার অসুবিধায় ফেলতে'।

[বুখারী হা/৯০১; আবূদাঊদ হা/১০৬৬]

অনুরূপভাবে কোন মহামারী অথবা ছোঁয়াছে রোগ বৃদ্ধির আশংকা থাকলেও লোকজন মসজিদে একত্রিত না হয়ে বাড়ীতে সালাত আদায় করতে পারে।

মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا،

'আর তোমরা একে অপরকে হত্যা কর না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়াশীল' (নিসা ৪/২৯)।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ،ً,

‘নিজ হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ কর না। আর ইহসান কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইহসানকারীকে ভালবাসেন’ (বাক্বারাহ ২/১৯৫)।

আবু সা‘ঈদ সা‘দ ইবনে মালিক ইবনে সিনান আল-খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত,

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَار ً

‘ক্ষতি করা উচিত নয়, আর ক্ষতির সম্মুখীন হওয়াও উচিত নয়’।

[ইবনু মাজাহ হা/২৩৪১; দারাকুৎনী ৪/২২৮; বায়হাক্বী হা/১১৭১৮]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

الطّاعُونُ آيَةُ الرِّجْزِ، ابْتَلى اللهُ عزَّ وجلَّ به ناسًا مِن عِبادِهِ، فإذا سَمِعْتُمْ به، فلا تَدْخُلُوا عليه، وإذا وقَعَ بأَرْضٍ وأَنْتُمْ بها، فلا تَفِرُّوْا منه

‘মহামারী হচ্ছে আযাবের নিদর্শন। আল্লাহ এর মাধ্যমে তাঁর বান্দাদের পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। কাজেই তোমরা যদি কোথাও মহামারীর সংবাদ শোন, তাহলে সেখানে যাবে না। আর যদি তোমার বসবাসের নগরীতে মহামারী দেখা দেয় তাহলে সেখান থেকে পালাবে না’।

[বুখারী হা/৩৪৭৩; মুসলিম হা/২২১৮; ছহীহুল জামে‘ হা/৩৯৪৪]

উল্লেখ্য যে, কোন ব্যক্তি যদি নিয়মিত জামা'আতে সালাত আদায়কারী হন তাহলে শারঈ কোন কারণে জামা'আতে যেতে না পারলেও জামা'আতে সালাতের ছওয়াব পাবেন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন,

إِذَا كَانَ الْعَبْدُ يَعْمَلُ عَمَلاً صَالِحًا فَشَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضٌ أَوْ سَفَرٌ كُتِبَ لَهُ كَصَالِحِ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيحٌ مُقِيمٌ

'কোন বান্দা যদি কোন নেক কাজ নিয়মিত পালন করে। অতঃপর কোন রোগ বা ভ্রমণের অপরাগতার কারণে সেই আমলে ছেদ পড়ে। তাহলে গৃহে অবস্থানকালীন সুস্থতার দিনগুলোতে কৃত আমলগুলোর সমপরিমাণ ছওয়াব তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হবে'।

[আবূদাঊদ হা/৩০৯১, হাদীছ ছহীহ।]

দুর্যোগপূর্ণ সময়ে ঘরে অবস্থানের আরো ফযীলত রয়েছে।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে মহামারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি।

উত্তরে তিনি বলেন,

أَنَّه كانَ عَذابًا يَبْعَثُهُ اللَّهُ على مَن يَشاءُ، فَجَعَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، فليسَ مِن عَبْدٍ يَقَعُ الطّاعُونُ، فَيَمْكُثُ في بَلَدِهِ صابِرًا، يَعْلَمُ أنَّه لَنْ يُصِيبَهُ إلّا ما كَتَبَ اللَّهُ له، إلّا كانَ له مِثْلُ أجْرِ الشَّهِيدِ

'মহামারী হলো আযাব। যাদের উপর ইচ্ছা, আল্লাহ এ আযাব পাঠান। পরিশেষে তিনি তা ঈমানদারদের জন্য রহমত বানিয়ে দেন এভাবে যে, কোন বান্দা যদি মহামারী

আক্রান্ত এলাকায় থাকে এবং নিজ বাড়িতে ধৈর্য সহকারে, ছওয়াবের নিয়তে এ বিশ্বাস নিয়ে অবস্থান করে যে, আল্লাহ তা'আলা তাক্বদীরে যা রেখেছেন, তার বাইরে কোন কিছু তাকে আক্রান্ত করবে না, তাহলে তার জন্য রয়েছে একজন শহীদের সমান ছওয়াব'।

[বুখারী হা/৫৭৩৪; আহমাদ হা/২৪৩৫৮।]

যে সকল স্থানে সালাত আদায় করা নিষিদ্ধ

পৃথিবীর সকল পবিত্র স্থানে সালাত আদায় করা যায়।আল্লহপাক বান্দার জন্য পুরো দুনিয়াকে সালাতের উপযুক্ত করেছেন।তবে নিম্নের স্থানগুলিতে সালাত আদায় নিষিদ্ধ :

কবরস্থান ও গোসলখানা :

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন,

اَلأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ اِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّام،

'সমগ্র যমীনই মসজিদ (তথা ছালাতের স্থান) কেবলমাত্র কবরস্থান ও গোসলখানা ব্যতীত'।

[আবূদাঊদ হা/৪৯২; তিরমিযী হা/৩১৭; মিশকাত হা/৭৩৭।]

উট বাঁধার স্থান :

উট বাঁধার স্থানে সালাত আদায় করা যাবে না। বারা ইবনু আযিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে উট বাঁধার স্থানে ছালাত আদায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন,

‘তোমরা উট বাঁধার স্থানে ছালাত আদায় করবে না। কারণ সেটি শয়তানের আড্ডাখানা। অতঃপর তাঁকে ছাগল বাঁধার স্থানে ছালাত আদায় করার কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ‘তোমরা তাতে ছালাত আদায় কর, কারণ তা বরকতময়’।

[আবূদাঊদ হা/৪৯৩]

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

إِنْ لَمْ تَجِدُوا إِلاَّ مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَأَعْطَانَ الإِبِلِ فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلاَ تُصَلُّوْا فِيْ أَعْطَانِ الإِبِلِ،ِ

‘তোমরা বকরী ও উটের খোঁয়াড় ব্যতীত সালাত আদায় করার কোন জায়গা না পেলে, বকরীর খোঁয়াড়ে সালাত আদায় করতে পার, কিন্তু উটের খোঁয়াড়ে আদায় করবে না’।

[তিরমিযী হা/৩৪৮; ইবনু মাজাহ হা/৭৬৮]

আযাবের স্থান :

পূর্ববর্তী জাতিসমূহের উপর আযাবের স্থানে সালাত আদায় করা যাবে না। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,
‘তোমরা এসব আযাবপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের লোকালয়ে ক্রন্দনরত অবস্থা ব্যতীত প্রবেশ করবে না। কান্না না আসলে সেখানে প্রবেশ করো না, যেন তাদের উপর যা আপতিত হয়েছিল তা তোমাদের প্রতিও আসতে না পারে’।[বুখারী হা/৪৩৩, ৩৩৮০]

ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নবী (সাঃ) হিজর (ছামূদ গোত্রের বস্তি) অতিক্রম করেন, তখন তিনি বললেন, যারা নিজ আত্মার উপর অত্যাচার করেছিল তাদের আবাসস্থলে কান্নাকাটি ব্যতীত প্রবেশ কর না যাতে তোমাদের প্রতি শাস্তি আপতিত না হয়, যা তাদের প্রতি হয়েছিল। তারপর তিনি তাঁর মস্তক আবৃত করলেন এবং অতি দ্রুতবেগে চলে উক্ত উপত্যকা অতিক্রম করলেন।[বুখারী হা/৪৪১৯।]

বিদ্বানগণের ঐক্যমতে আযাবের স্থানে ছালাত আদায় নিষিদ্ধ। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, গযবের স্থানে ছালাত আদায় করা সকলের ঐক্যমতে হারাম।

[আল-মাজমূ‘ ৩/১৬৯; শারহুল মুমতে‘ ২/২৩৭-৬০।]

ব্যস্ত রাস্তায় ছালাত আদায় করা :

ব্যস্ত রাস্তা যেখানে যানবাহন চলাচল করে সেখানে মানুষকে কষ্ট দিয়ে সালাত আদায় না করাই উত্তম। তবে যদি রাস্তার এক পাশে হয় এবং মানুষের চলাচলে অসুবিধা না হয় তাহলে সেখানে সালাত আদায় করা যাবে।

এছাড়া পরিত্যাক্ত রাস্তায় সালাত আদায় করা যাবে। তাছাড়া জরুরী প্রয়োজন, যেমন জুম‘আ ও ঈদের সালাতে জায়গা সংকুলান না হলে রাস্তায় আদায় করা যাবে।

[শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ, প্রশ্নোত্তর নং ১৪০২০৮]

জনগণের চালাচলে বিঘ্ন না ঘটলে রাস্তায় সালাত আদায় করা যাবে। যেমন নিম্নের হাদীছে এসেছে,

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

‘তোমরা রাস্তার মাঝে বসা সম্পর্কে সতর্ক হও। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাতে না বসে তো আমাদের উপায় নেই। আমরা তথায় (বসে) আলোচনা করে থাকি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, যদি তোমাদের একান্তই বসতে হয়, তাহ’লে তোমরা রাস্তার হক আদায় করবে। ছাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! রাস্তার হক কি? তিনি বললেন, দৃষ্টি সংযত রাখা, কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা, সালামের জবাব দেয়া, সৎকাজের আদেশ দেয়া এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ করা’।

[বুখারী হা/৬২২৯; আবূদাঊদ হা/৪৮১৫]

বিভিন্ন মসজিদের ফযীলত

ইসলামী শরী‘আতে বিভিন্ন মসজিদের অনেক ফযীলত রয়েছে। এসব ফযীলতেও রয়েছে ভিন্নতা। কোন কোন মসজিদকে ফযীলতের দিক দিয়ে আল্লাহ তা‘আলা অন্য সকল মসজিদ থেকে আলাদা করেছেন।

এক্ষেত্রে প্রথম হচ্ছে মসজিদে হারাম, দ্বিতীয় মসজিদে নববী, তৃতীয় মসজিদে আক্বছা, চতুর্থ মসজিদে ক্বোবা।

মর্যাদাপূর্ণ এ চারটি মসজিদ ব্যতীত পৃথিবীর অন্যান্য সকল মসজিদের মর্যাদা সমান। উল্লিখিত প্রত্যেক মসজিদের পৃথক পৃথক ফযীলত নিম্নে উল্লেখ করা হলো।-

ক. মসজিদে হারামের ফযীলত :

পৃথিবীর সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ মসজিদ হলো মক্কায় অবস্থিত মসজিদে হারাম। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে এ মসজিদের অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

(১) মুসলমানদের ক্বিবলা :

মুসলমানদের ক্বিবলা হচ্ছে মসজিদে হারাম তথা বায়তুল্লাহ। প্রত্যেক মুসলমানকে ছালাতের সময় মসজিদে হারামের দিকে মুখ করে ছালাত আদায় করতে হয়। ক্বিবলামুখী হওয়া ছালাতের অন্যতম ফরয।

ইচ্ছাকৃতভাবে মসজিদে হারাম ব্যতীত অন্য কোন দিকে ফিরে ছালাত আদায় করলে তা কবুল হবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَه ،ُ

'অতএব তুমি মাসজিদুল হারামের (কা'বা গৃহের) দিকে তোমার চেহারা ফিরিয়ে দাও। আর তোমরা যেখানেই থাক তোমাদের চেহারাকে সেদিকেই (কা'বার দিকে) ফিরিয়ে দাও' (বাক্বারাহ ২/১৪৪)।

আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন, যখন নবী করীম (সাঃ) কা'বায় প্রবেশ করেন, তখন তাঁর সকল দিকে দো'আ করেন, সালাত আদায় না করেই বেরিয়ে আসেন এবং বের হবার পর কা'বার সামনে দু রাক'আত সালাত আদায় করেন এবং বলেন, এটাই ক্বিবলা'।

[বুখারী হা/৩৯৮; মুসলিম হা/১৩৩০; নাসাঈ হা/২৯১৭।]

(২) কা'বাকে ক্বিবলা হিসাবে গ্রহণ করা মুসলিম হওয়ার পরিচায়ক :

কা'বাকে ক্বিবলা হিসাবে গ্রহণ করা মুসলিম হওয়ার পরিচায়ক।
আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন,

مَن صَلّى صَلاتَنا واسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنا، وأَكَلَ ذَبِيحَتَنا فَذلكَ المُسْلِمُ الذي له ذِمَّةُ اللهِ وذِمَّةُ رَسولِه ،

'যে ব্যক্তি আমাদের ন্যায় সালাত আদায় করে, আমাদের ক্বিবলামুখী হয় আর আমাদের যবেহকৃত প্রাণী খায়, সেই মুসলিম, যার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যিম্মাদার'।

[বুখারী হা/৩৯১; নাসাঈ হা/১৫৯৮; মিশকাত হা/১৩।]

(৩) এক লক্ষ গুণ বেশী ছওয়াব :

বায়তুল্লায় সালাত আদায় করলে অন্যান্য মসজিদের চেয়ে এক লক্ষ গুণ বেশী ছওয়াব হয়।

আবুদ্দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন,

فَضْلُ الصلاةِ في المسجدِ الحرامِ على غيرِه مائةُ ألفِ صلاةٍ، وفي مَسْجِدِي أَلْفُ صلاةٍ،

'মসজিদে হারামে সালাত আদায় করার ফযীলত অন্য মসজিদে সালাত আদায়ের চেয়ে এক লক্ষ গুণ বেশী। আর আমার মসজিদে (মসজিদে নববীতে) সালাত আদায়ে এক হাজার গুণ বেশী'।

[আল জামি'উছ ছাগীর হা/৫৮৫, ছহীহুল জামি' হা/৪২১১।]

(৪) এই মসজিদের উদ্দেশ্যে ছওয়াবের আশায় সফর করা বৈধ :

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন

,لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلّا إلى ثَلاثَةِ مَساجِدَ: المَسْجِدِ الحَرامِ، ومَسْجِدِ الرَّسُولِ صلى اللهُ عليهِ وسلم، ومَسْجِدِ الأَقْصى .

‘মসজিদে হারাম তথা বায়তুল্লাহ, রাসূল (সাঃ)-এর মসজিদ তথা মসজিদে নববী এবং মাসজিদুল আক্বছা এই তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে (ছওয়াবের আশায়) হাওদা বাঁধা যাবে না (অর্থাৎ সফর করা যাবে না)’।

[বুখারী হা/১১৮৯; আবূ দাঊদ হা/২০৩৩]

(৫) ইসলাম ফিরে যাবে মসজিদে হারামের দিকে :

ইবনে ওমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إنَّ الإسْلامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كما بَدَأَ، وَهو يَأْرِزُ بيْنَ المَسْجِدَيْنِ، كما تَأْرِزُ الحَيَّةُ في جُحْرِها.

‘ইসলাম মুষ্টিমেয় লোকের মাধ্যমে তার যাত্রা করেছে।অতি সত্বর তা মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যেই ফিরে আসবে, যেমনটি সূচনাতে ছিল। সাপ যেমন সংকুচিত হয়ে তার গর্তে প্রবেশ করে তদ্রুপ ইসলামও দুই মসজিদের (বায়তুল্লাহ ও মসজিদে নববী) মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে’।

[মুসলিম হা/১৪৬, (ই.ফা) হা/২৭১]

এই মসজিদের দিকে ফিরে বা পিছনে রেখে পেশাব-পায়খানা করা যাবে না :

আবূ আইয়ূব আনছারী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) বলেন,

اذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا قَالَ أَبُو أَيُّوبَ فَقَدِمْنَا الشَّأْمَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ الل

‘যখন তোমরা পায়খানায় যাও, তখন ক্বিবলার দিকে মুখ কিংবা পিঠ করবে না, বরং পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে ফিরে বসবে (এটা কা‘বার উত্তর বা দক্ষিণের লোকদের জন্য। কেননা কা‘বা হচ্ছে মদীনার সরাসরি দক্ষিণে)। আবূ আইয়ূব আনছারী (রাঃ) বলেন, আমরা যখন সিরিয়ায় গেলাম, সেখানে পায়খানাগুলো ক্বিবলামুখী বানানো পেলাম। তখন আমরা কিছুটা ঘুরে বসতাম এবং আল্লাহর নিকট তওবা ও ইস্তিগফার করতাম’। [বুখারী হা/৩৯৪; মুসলিম হা/২৬৪]

‘আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াযীদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সালমান (রাঃ)-কে বলা হলো, আপনাদের নবী প্রতিটি বিষয় আপনাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। এমনকি পেশাব-পায়খানার শিষ্টাচারও?
সালমান (রাঃ) বলেন, হ্যাঁ, তিনি আমাদেরকে ক্বিবলামুখী হয়ে পেশাব-পায়খানা করতে, ডান হাত দিয়ে ইস্তিনজা করতে, আমাদের কাউকে তিনটি ঢিলার কম দিয়ে ইস্তিনজা করতে এবং শুকনা গোবর অথবা হাড় দিয়ে ইস্তিনজা করতে নিষেধ করেছেন’।

[মুসলিম হা/২৬২; তিরমিযী হা/১৬; মিশকাত হা/৩৭০।]

(৭) ইসরা ও মি‘রাজ শুরু হয়েছে এ মসজিদ থেকে :

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জীবনের অন্যতম মু‘জিযা মি‘রাজ ও ইসরা। যা শুরু হয়েছিল মক্কার বায়তুল্লাহ থেকে।

মহান আল্লাহ বলেন,

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

‘মহাপবিত্র তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রিবেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আক্বছায়, যার চতুষ্পার্শ্বকে আমরা বরকতময় করেছি, তাকে আমাদের নিদর্শনসমূহ দেখাবার জন্য। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা’ (আল-ইসরা ১৭/১)।

মুশরিকদের প্রবেশ নিষেধ :

বায়তুল্লাহর আরেকটি মর্যাদা এ কারণে যে, এখানে কোন বিধর্মী তথা কাফের-মুশরেক প্রবেশ করতে পারবে না।

মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا -

‘হে মুমিনগণ! মুশরিকরা নাপাক বৈ কিছুই নয়। অতএব তারা যেন এ বছরের পর মাসজিদুল হারামের নিকটে না আসে’ (তাওবা ৯/২৮)।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবুবকর (রাঃ) নবম হিজরীতে হজ্জে আমাকে এ আদেশ দিয়ে পাঠিয়ে দেন যে, আমি যেন কুরবানীর দিন ঘোষণাকারীদের সঙ্গে মিনায় (সমবেত লোকদের) এ ঘোষণা করে দেই যে, এ বছরের পর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না। আল্লাহর ঘর নগ্নদেহে তাওয়াফ করবে না।

হুমায়েদ ইবনু আব্দুর রহমান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আলী (রাঃ)-কে পুনরায় এ আদেশ দিয়ে প্রেরণ করলেন যে, তুমি সূরা বারাআতের বিধানসমূহ ঘোষণা করে দাও।

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, মিনায় অবস্থানকারীদের মাঝে (কুরবানীর পর) আলী (রাঃ) সূরা বারাআতের বিধানসমূহ ঘোষণা করলেন যে, এ বছরের পর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না। কেউ নগ্ন অবস্থায় আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করতে পারবে না’।

[বুখারী হা/৪৬৫৫; মুসলিম হা/১৩৪৭; আবূ দাঊদ হা/১৯৪৬]

(৯) দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না :

দাজ্জাল পুরো পৃথিবী অল্প সময়ের মধ্যে ভ্রমণ করতে পারলেও মক্কা ও মদীয়ায় প্রবেশ করতে পারবে না।

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন,

لَيسَ مِن بَلَدٍ إلّا سَيَطَؤُهُ الدَّجّالُ، إلّا مَكَّةَ، والمَدِينَةَ، ليسَ له مِن نِقابِها نَقْبٌ، إلّا عليه المَلائِكَةُ صافِّينَ يَحْرُسُونَها، ثُمَّ تَرْجُفُ المَدِينَةُ بأَهْلِها ثَلاثَ رَجَفاتٍ، فيُخْرِجُ اللهُ كُلَّ كافِرٍ ومُنافِقٍ

'মক্কা ও মদীনা ব্যতীত এমন কোন শহর নেই যেখানে দাজ্জাল পদচারণ হবে না। মক্কা ও মদীনার প্রত্যেকটি প্রবেশ পথেই ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে পাহারায় নিয়োজিত থাকবে। এরপর মদীনা তার অধিবাসীসহ তিনবার কেঁপে উঠবে এবং আল্লাহ তা'আলা সমস্ত কাফের এবং মুনাফিকদেরকে বের করে দিবেন'।

[বুখারী হা/১৮৮১; মুসলিম হা/২৯৪৩]

এখানে পাপাচার নিষিদ্ধ :

পৃথিবীর সর্বত্রই পাপকর্ম নিষিদ্ধ। তবে মক্কায় এটি আরো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

'যারা অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহর পথ ও মাসজিদুল হারাম হতে বাধা সৃষ্টি করে, যাকে আমরা প্রস্তুত করেছি স্থানীয় ও বহিরাগত সকল মানুষের জন্য সমান হিসাবে।

বস্তুতঃ যে ব্যক্তি সেখানে অন্যায়ভাবে কোন ধর্মদ্রোহী কাজ করতে চাইবে, আমরা তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাব' (হজ্জ ২২/২৫)।

(খ) মসজিদে নববীর ফযীলত :

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক নির্মিত, মদীনায় অবস্থিত মসজিদে নববী।এ মসজিদের ও বিশেষ ফযীলত রয়েছে। এই মসজিদ ও হারামের অন্তর্ভুক্ত। বায়তুল্লাহ ও মসজিদে নববী এই দুই মসজিদকে একত্রে 'হারামাইন' বলা হয়। যেমন-

(১) মসজিদে নববীতে ছালাত আদায় অন্য মসজিদের চেয়ে এক হাজার গুণ উত্তম :

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেন,

صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَام

'মসজিদুল হারাম (কা'বা) ব্যতীত আমার এ মসজিদে ছালাত আদায় করা অন্যান্য মসজিদের তুলনায় এক হাজার গুণ বেশী ছওয়াব'।

[বুখারী হা/১১৯০; মুসলিম হা/১৩৯৪; আহমাদ হা/১৬০৫]

(২) এই মসজিদের একটি স্থান হলো জান্নাতের বাগান :

আব্দুল্লাহ ইবনু যায়েদ মাযিনী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন,

مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ

'আমার ঘর ও মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানটুকু জান্নাতের বাগানগুলোর একটি বাগান'।

[বুখারী হা/১১৯৫; মুসলিম হা/১৩৯০; আহমাদ হা/৮৮৭২]

অন্য বর্ণায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আমার মিম্বার অবস্থিত আমার হাউজ (কাউছার) এর উপরে।

[বুখারী হা/১১৯৬; মুসলিম হা/১৩৯১; আহমাদ হা/৭২২২]

(৩) বায়তুল্লাহর ন্যায় এই মসজিদের উদ্দেশ্যেও ছওয়াবের আশায় ভ্রমণ করা বৈধ।

[বুখারী হা/১১৮৯; আবূ দাঊদ হা/২০৩৩]

(৪) এই মসজিদ তথা মদীনায় দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না।

[বুখারী হা/১৮৮১; মুসলিম হা/২৯৪৩]

(৫) ইসলাম ফিরে যাবে মসজিদে নববীর দিকে।

[মুসলিম (হা.একা.) হা/২৪৮ (ই.ফা) হা/২৭১]

গ. মসজিদে আক্বছার ফযীলত :

পৃথিবীর তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ মসজিদ হলো মসজিদে আক্বছা। 'বায়তুল মুক্বাদ্দাস' বা 'বায়তুল মাক্বদিস' ফিলিস্তীনের কুদস অথবা জেরুযালেম বা (পুরাতন নাম) ঈলীয়া শহরে অবস্থিত।

মক্কা থেকে কুদস (উট বা ঘোড়ায় চড়ে) চল্লিশ দিনের সফরের দূরত্ব। এই মসজিদেরও কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন-

(১) মুসলমানদের প্রথম ক্বিবলা :

সালাত ফরয হওয়ার পর থেকে প্রথম ১৬/১৭ মাস 'বায়তুল মুক্বাদ্দাস' ছিল মুসলমানদের প্রথম ক্বিবলা।

বারা ইবনু 'আযিব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর বাণী

وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَه ُ

'আর তোমরা যেখানে থাক তোমাদের চেহারাকে সেদিকেই (কা'বার দিকে) ফিরিয়ে দাও' (বাক্বারাহ ২/১৪৪) নাযিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমরা ষোল মাস যাবৎ বায়তুল মুক্বাদ্দিসের দিকে মুখ করে নবী করীম (সাঃ)-এর পিছনে ছালাত আদায় করেছি।

[মুসলিম হা/৫২৭, 'মসজিদ ও ছালাতের স্থান' অধ্যায়]

(২) ইসরার শেষ স্থান :

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে মহান আল্লাহ তা'আলা মক্কার মাসজিদুল হারাম থেকে ফিলিস্তীনের মসজিদে আক্বছা পর্যন্ত ইসরা বা রাত্রির ভ্রমণ করিয়েছিলেন।

আল্লাহ বলেন, 'মহাপবিত্র তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রিবেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আক্বছায়, যার চতুষ্পার্শ্বকে আমরা বরকতময় করেছি, তাকে আমাদের নিদর্শনসমূহ দেখাবার জন্য। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা' (ইসরা ১৭/১)।

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, এই মসজিদের আশপাশ আল্লাহ বরকতময় করে রেখেছেন। এই অঞ্চল প্রাকৃতিক নদ-নদী, ফল-ফসলের প্রাচুর্য এবং নবীদের বাসস্থান ও কবরস্থান হওয়ার কারণে পৃথক বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। আর এই কারণে একে বরকতময় বলা হয়েছে।

(৩) মি'রাজ শুরু হয়েছিল এই মসজিদ থেকে :

মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দা মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে এই মসজিদ থেকেই মি'রাজে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং আকাশ থেকে পুনরায় এখানেই নামিয়ে ছিলেন।

(৪) ছওয়াবের আশায় বায়তুল্লাহ ও মসজিদে নববীর ন্যায় এই মসজিদের উদ্দেশ্যেও সফর করা বৈধ।

[বুখারী হা/১১৮৯; আবূদাউদ হা/২০৩৩]

(৫) পৃথিবীতে স্থাপিত দ্বিতীয় মসজিদ :

মক্কায় অবস্থিত বায়তুল্লাহর পর পৃথিবীর দ্বিতীয় মসজিদ হলো মসজিদে আক্বছা।

[বুখারী হা/৩৩৬৬; মুসলিম হা/৫২০; নাসাঈ হা/৬৯০; মিশকাত হা/৭৫৩]

(৬) সকল নবীদের একত্রিত হওয়ার স্থান :

নবী-রাসূলগণের মধ্যে ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকূব, মূসা, দাঊদ, সুলায়মান, ইলিয়াস, যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া ও ঈসা (আঃ) সহ বনু ইসরাঈলের হাজার হাজার নবী ও রাসূলের আবাসস্থল ছিল বায়তুল মুক্বাদ্দাস-এর আশেপাশের এলাকা। এছাড়াও মি'রাজের সময়

নবীগণকে আল্লাহ তা'আলা এই মসজিদে একত্রিত করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ইমামতিতে সকলে সালাত আদায় করেছিলেন।

[মুসলিম হা/১৭২; মিশকাত হা/৫৮৬৬]

এ কারণেও এই মসজিদটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

এই মসজিদে সালাত আদায় জীবনের সমস্ত গুনাহ মাফের মাধ্যম :

আব্দুল্লাহ বিন 'আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) বলেন, সুলায়মান (আঃ) বায়তুল মুক্বাদ্দাস-এর নির্মাণ কাজ শেষ করে আল্লাহর কাছে তিনটি বিষয়ে প্রার্থনা করেছিলেন। তা হলো-

১.আল্লাহর হুকুম মত ন্যায়বিচার,

২. এমন রাজত্ব যা তাঁর পরে আর কাউকে দেয়া হবে না এবং

৩. যে ব্যক্তি বায়তুল মুক্বাদ্দাসে কেবলমাত্র সালাত আদায়ের জন্য আসবে, সে তার গুনাহ থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেন তার মা তাকে সেদিনই প্রসব করেছে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, প্রথম দু'টি তাঁকে দান করা হয়েছে এবং আমি আশা করি তৃতীয়টিও তাকে দান করা হয়েছে'।

[ইবনু মাজাহ হা/১৪০৮; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৭৭৮]

ঘ. মসজিদে ক্বোবার ফযীলত :

মদীনায় হিজরতের সময় ১৪ নববী বর্ষে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মদীনায় প্রবেশের আগে ক্বোবা নামক স্থানে সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত অবস্থান করেন ও একটি মসজিদ

তৈরী করেন। তারপর সেখানে সালাত আদায় করেন। এটাই ক্বোবা মসজিদ নামে পরিচিত।

এটি মসজিদে নববী থেকে ১ ফারসাখ তথা ৩ মাইল বা ৫ কি.মি দূরে অবস্থিত। এটিই ছিল মদীনায় নির্মিত প্রথম মসজিদ। যার প্রথম উদ্যোক্তা ছিলেন 'আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ)। তিনিই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে এদিকে ইঙ্গিত দেন। অতঃপর পাথরসমূহ জমা করেন।

তারপর প্রথমে রাসূল (সাঃ) ক্বিবলার দিকে একটি পাথর রাখেন। অতঃপর আবূবকর (রাঃ) একটি রাখেন। এরপর বাকী কাজ 'আম্মারের নেতৃত্বে সম্পন্ন হয়।

[মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), (তৃতীয় সংস্করণ ২০১৬), ২৩৮-২৩৯ পৃঃ]

মসজিদে ক্বোবার অনেক ফযীলত রয়েছেঃ

(১) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক নির্মিত প্রথম মসজিদ :

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হিজরতের পর মদীনায় পৌঁছার পূর্বে ক্বোবা নামক স্থানে সাওয়ারী থেকে অবতরণ করেন ও কিছুদিন অবস্থান করেন এবং সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।

এই মসজিদটির নাম হচ্ছে 'মসজিদে ক্বোবা', যে মসজিদ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ، فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِين .َ

'অবশ্যই যে মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাক্বওয়ার উপর প্রথম দিন থেকে তা বেশী হক্বদার যে, তুমি সেখানে সালাত আদায় করতে দাঁড়াবে। সেখানে এমন লোক আছে,

যারা উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করতে ভালবাসে। আর আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন’ (তওবা ৯/১০৮)।

(২) ওমরাহর সমান নেকী লাভ :

বাড়ী থেকে ওযূ করে মসজিদে ক্বোবায় গিয়ে সালাত আদায় করলে ওমরার সমান নেকী পাওয়া যায়।

সাহল ইবনু হুনাইফ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন

من تطهَّر في بيتِه، ثم أتى مسجدَ قُباءٍ، فصلّى فيه صلاةً؛ كان له كأجْرِ عُمرة ٍ.,

‘যে ব্যক্তি নিজের বাড়ীতে পবিত্রতা অর্জন করল অর্থাৎ ওযূ করল, অতঃপর ক্বোবা মসজিদে এসে ছালাত আদায় করল, তার জন্য একটি ওমরাহর সমান ছওয়াব রয়েছে’।

[ইবনু মাজাহ হা/১৪১২; নাসাঈ হা/৬৯৯; আলবানী : ছহীহ আত-তারগীব হা/১১৮১]

ইবনে ওমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) প্রতি শনিবার ক্বোবা মসজিদে আসতেন, কখনো পদব্রজে, কখনো সাওয়ারীতে। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)ও ঐরূপ করতেন।
[বুখারী হা/১১৯৩]

অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এসে দু রাক‘আত সালাত আদায় করতেন।
[বুখারী হা/১১৯৪।]

অন্যান্য মসজিদের গুরুত্ব ও ফযীলত

উপরোক্ত চারটি মসজিদ ছাড়া পৃথিবীর সকল মসজিদের মর্যাদা সমান। পৃথিবীর অন্যান্য মসজিদগুলোরও বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্ব রয়েছে। যেমন-

মসজিদ আল্লাহর ঘর :

পৃথবীর সকল মসজিদকে আল্লাহ নিজের ঘর বলে উল্লেখ করেছেন। এজন্য মসজিদগুলিকে 'বায়তুল্লাহ' বা 'আল্লাহর ঘর' বলা হয়।

ইবরাহীম (আঃ) তাঁর স্ত্রী হাজেরা ও তাঁর সন্তান ইসমাঈল (আঃ)-কে কা'বা ঘরের পাশে রেখে এই বলে আল্লাহর কাছে দো'আ করেছিলেন যে,

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ

'হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার সন্তানদের একাংশকে তোমার এ পবিত্র (কা'বা) গৃহের সন্নিকটে চাষাবাদহীন উপত্যকায় রেখে যাচ্ছি। হে আমাদের পালনকর্তা! যেন তারা সালাত কায়েম করে। অতএব কিছু মানুষের অন্তরকে তুমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে দাও এবং তাদেরকে ফল-ফলাদি দ্বারা রুজী দান কর। যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে' (ইবরাহীম ১৪/৩৭)।
রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন,

وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِىْ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ

‘যখনই কোন একদল মানুষ আল্লাহর ঘরসমূহের কোন এক ঘরে (মসজিদে) সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব পাঠ করে এবং নিজেদের মধ্যে আপোসে তা অধ্যয়ন করে, তখন তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়, রহমত তাদেরকে আচ্ছাদিত করে নেয় এবং ফেরেশতাগণ তাদের পরিবেষ্টন করে রাখেন। এমনকি তাদের কথা আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তী ফেরেশতাগণের মধ্যে আলোচনা করেন’।

[মুসলিম হা/৭০২৮; ইবনু মাজাহ হা/১৮৫; তিরমিযী হা/২৯৪৫; ছহীহুল জামি‘ হা/৬৫৭৭]

সাঈদ বিন যুবায়ের (রাঃ) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন,

المساجدُ بيوتُ اللهِ في الأرضِ تضيءُ لأهلِ السَّماءِ كما تضيءُ نجومُ السَّماءِ لأهلِ الأرض

‘পৃথিবীতে মসজিদসমূহ আল্লাহর ঘর। এগুলো আসমানবাসীর জন্য তেমনি আলোকিত করে যেমনভাবে দুনিয়াবাসীদের জন্য আকাশের তারকাগুলো আলোকিত করে’।

[হায়ছামী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ২/১০]

মসজিদের মালিক আল্লাহ :

পৃথিবীর সব কিছুর একচ্ছত্র মালিক হচ্ছেন আল্লাহ। এরপরেও বিশেষভাবে মসজিদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْت

‘অতএব তারা যেন ইবাদত করে এই গৃহের মালিকের’ (কুরায়শ ১০৬/৩)।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا

‘নিশ্চয়ই মসজিদ সমূহ কেবল আল্লাহর জন্য। অতএব তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে আহবান করো না’ (জিন ৭২/১৮)।

অন্য আয়াতে তিনি বলেন,

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا ،

‘তার চাইতে বড় যালেম আর কে আছে যে আল্লাহর মসজিদ সমূহে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে বাধা দেয় এবং সেগুলিকে বিরান করার চেষ্টা চালায়?’ (বাক্বারাহ ২/১১৪)।

মসজিদ পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তম জায়গা :

পৃথিবীর মধ্যে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দের জায়গা হলো মসজিদ।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন,

أَحَبُّ البلادِ إلى اللهِ مساجدُها وأبغَضُ البلادِ إلى اللهِ أسواقُها

‘আল্লাহ তা‘আলার কাছে সবচাইতে প্রিয় জায়গা হ’ল মসজিদ সমূহ আর সবচাইতে খারাপ জায়গা হলো বাজার সমূহ’।
[মুসলিম হা/৬৭১, ই.ফা. হা/১৪০০; মিশকাত হা/৬৯৬; ছহীহুল জামি‘ হা/১৬৭]

মসজিদ এমন জায়গা যেখানে আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয় :

মহান আল্লাহ বলেন,
فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ،

‘(উক্ত জ্যোতি থাকে) মসজিদ সমূহে, যেগুলিকে আল্লাহ মর্যাদামন্ডিত করার এবং সেখানে আল্লাহর নাম স্মরণ করার ও সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর তাসবীহ তেলাওয়াতের আদেশ করেছেন। (মসজিদ আবাদকারী) ঐ লোকগুলি হলো তারাই, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য বা ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে এবং সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান থেকে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সেই দিনকে, যেদিন তাদের হৃদয় ও চক্ষু বিপর্যস্ত হবে’ (নূর ২৪/৩৬-৩৭)।

সালাত আদায়ের স্থান :

ঈমানের পর বান্দার উপর ফরয হলো সালাত আদায় করা। ক্বিয়ামতের দিনও সর্বপ্রথম সালাতের হিসাব নেওয়া হবে। আর এই সালাত আদায়ের অন্যতম স্থান হলো মসজিদ।

মসজিদে নিম্নোক্ত সালাত আদায় করা হয়।

জুম‘আর সালাত :

সপ্তাহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন হলো জুম‘আর দিন। জুম‘আর দিনের প্রধান আমল হলো জুম‘আর সালাত আদায় করা। জুম‘আর সালাতের অন্যতম স্থান হলো মসজিদ।

মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ،

‘হে মুমিনগণ! যখন জুম‘আর দিন সালাতের জন্য আযান দেওয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে ধাবিত হও এবং ব্যবসা ছেড়ে দাও। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝ’ (জুম‘আ ৬২/৯)।

আবু হুরায়রা ও আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন

لينتَهِينَّ أقوامٌ عن ودعِهِمُ الجمعاتِ، أو ليختِمَنَّ اللهُ على قلوبِهِم، وليَكونُنَّ مِنَ الغافلينَ,

'লোকেরা যেন জুম'আ ত্যাগ করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকে; নচেৎ আল্লাহ অবশ্যই তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দিবেন। অতঃপর তারা অবশ্যই উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে'।

[মুসলিম হা/৮৬৫; নাসাঈ হা/১৩৭০; ইবনে মাজাহ হা/১১২৭।]

ফরয সালাত আদায়ের স্থান :

ফরয সালাতের উত্তম স্থান হলো মসজিদ। আর নফল ছালাতের উত্তম স্থান হলো বাড়ী। আবুদ্দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন, 'যে গ্রামে বা অঞ্চলে তিনজন মানুষ বসবাস করবে, সে স্থানে জামা'আতে ছালাত আদায় করা না হলে তাদের ওপর শয়তান জয়ী হয়। অতএব তুমি জামা'আতকে নিজের জন্যে অপরিহার্য করে নাও। কারণ দলচ্যুত ছাগলকে নেকড়ে বাঘ ধরে খেয়ে ফেলে'।

[আবূ দাঊদ হা/৫৪৭; আহমাদ হা/২৭৫১৪; মিশকাত হা/১০৬৭।]

আগমনী সালাতের স্থান :

কা'ব ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন,

كان النبي صلي الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه.

'নবী করীম (সাঃ) সফর হতে ফিরে এসে প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করে সালাত আদায় করতেন'।

[বুখারী হা/৪৪১৮, 'ছালাত' অধ্যায় 'সফর হ'তে ফিরে আসার পর ছালাত আদায়' অনুচ্ছেদ; মুসলিম হা/২৭৬৯।]

মসজিদ শুধু ছালাতের স্থান নয়; বরং সালাতের সাথে সাথে আল্লাহর যিকর ও কুরআন তিলওয়াতেরও স্থান।

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে মসজিদে ছিলাম। এমন সময় জনৈক বেদুঈন এসে মসজিদে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে লাগল। ছাহাবীগণ তখন বলে উঠলেন, থাম, থাম।

তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, তাকে পেশাব করতে বাধা দিও না। তাকে পেশাব করতে বাধা দিও না, তাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দাও। তাই ছাহাবীগণ তাকে ছেড়ে দিলেন। পেশাব শেষ করলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে ডেকে বললেন, এই মসজিদ সমূহে পেশাব ও অপবিত্রকরণের কোন কাজ করা জায়েয নয়। বরং এটা শুধু আল্লাহর যিকর, সালাত ও কুরআন তেলাওয়াতের জন্য।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মসজিদে উপস্থিত একজনকে নির্দেশ দিলেন সে এক বালতি পানি এনে (পেশাবের উপর) ঢেলে দিল।

[বুখারী হা/১২২১; মুসলিম হা/২৮৫; মিশকাত হা/৪৯২।]

মসজিদে সালাত আদায়ে অধিক ছওয়াব :

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

صَلاةُ الرَّجُلِ في الجَماعَةِ تُضَعَّفُ على صَلاتِهِ في بَيْتِهِ، وفي سُوقِهِ، خَمْسًا وعِشْرِينَ ضِعْفًا، وذلكَ أنَّهُ: إذا تَوَضَّأَ، فأحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إلى المَسْجِدِ، لا يُخْرِجُهُ إلّا الصَّلاةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً، إلّا رُفِعَتْ له بها دَرَجَةٌ، وحُطَّ عنْه بها خَطِيئَةٌ، فَإِذا صَلّى، لَمْ تَزَلِ المَلائِكَةُ تُصَلِّي

عليه، ما دامَ في مُصَلّاهُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عليه، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، ولا يَزالُ أحَدُكُمْ في صَلاةٍ ما انْتَظَرَ الصَّلاةَ

'ঘরে অথবা বাজারে সালাত আদায় করার চেয়ে মসজিদে জামা'আতে সালাত আদায় করার ছওয়াব পঁচিশ গুণ বেশী। কারণ কোন ব্যক্তি যখন ভাল করে ওযূ করে কেবলমাত্র সালাত আদায় করার জন্যই মসজিদে গমন করে, তার প্রতি ক্বদমের বিনিময়ে একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয় এবং একটি করে গুনাহ মাফ করা হয়। অতঃপর যখন সালাত আদায় শেষ করে মুছাল্লায় বসে থাকে, ফেরেশতাগণ তখন ঐ ব্যক্তির জন্য অনবরত এই দো'আ করতে থাকেন যে,
হে আল্লাহ!
তুমি তাকে মাফ করে দাও। হে আল্লাহ! তুমি তার উপর রহমত বর্ষণ কর।

আর তোমাদের কেউ সালাতের জন্য অপেক্ষা করলে, সে সময়টা ছালাতের মধ্যেই গণ্য হবে'।

[মুসলিম হা/৬৪৭; মিশকাত হা/৭০২]

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً

'একা একা সালাত আদায় করার চেয়ে জামা'আতে সালাত আদায় করা সাতাশ গুণ বেশী ছওয়াব'।

[খারী হা/৬৪৫; মুসলিম হা/৬৫০; মিশকাত হা/১০৫২]

ই'তেকাফের স্থান :

মসজিদ ব্যতীত অন্যত্র ই'তেকাফ করা বৈধ নয়।

মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ِ

‘আর তোমরা স্ত্রীগমন কর না যখন তোমরা মসজিদে ই‘তেকাফ অবস্থায় থাক’ (বাক্বারাহ ২/১৮৭)।

মসজিদ আল্লাহভীরুদের ঘর :

আবুদ্দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

المسجدُ بيتُ كلِّ تَقِي ٍّ

‘মসজিদ হলো প্রত্যেক আল্লাহভীরুদের ঘর’।

[তাবারাণী, আল-কাবীর; ছহীহাহ হা/৭১৬; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩৩০।]

মসজিদে যিরার বা ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে নির্মিত মসজিদ

দুনিয়ার বুকে এমন একটি মসজিদ তৈরী হয়েছিলো যা উম্মাহর কল্যানে স্থাপিত হয়নি বরং ক্ষতির জন্য তৈরী হয়েছিলো। মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে ইসলামকে মিটিয়ে দেয়া ছিলো যার উদ্দেশ্য।

চলুন এ মসজিদ নিয়ে আরো জেনে নিইঃ

মসজিদে যিরার সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، لَا تَقُمْ فِيْهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيْهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ-

‘আরেক দল লোক রয়েছে যারা মসজিদ নির্মাণ করে (ইসলামের) ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে, যিদ ও কুফরীর তাড়নায়, মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে পূর্ব থেকেই যুদ্ধকারীদের ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহারের জন্য। অথচ তারা কসম করে বলে যে, কল্যাণ ব্যতীত আমরা অন্য কিছুই কামনা করি না। পক্ষান্তরে আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, ওরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। তুমি সেখানে কখনো দাঁড়াবে না। অবশ্যই যে মসজিদ প্রথম দিন থেকে তাক্বওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, সেটাই তোমার (সালাতের জন্য) দাঁড়াবার যথাযোগ্য স্থান। সেখানে এমন সব লোক রয়েছে, যারা উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হওয়াকে ভালবাসে। বস্ত্ততঃ আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন’ (তাওবা ৯/১০৭-১০৮)।

মসজিদে যিরার নির্মাণের ইতিহাস :

মসজিদে যিরার মুনাফিকদের চক্রান্তের একটি অংশ। মদীনায় আবু ‘আমের নামক এক ব্যক্তি জাহেলী যুগে নাছারা ধর্ম গ্রহণ করে আবু ‘আমের পাদ্রী নামে খ্যাত ছিল। তার পুত্র ছিলেন বিখ্যাত ছাহাবী হানযালা (রাঃ), যার লাশকে ফেরেশতাগণ গোসল দিয়েছিলেন। কিন্তু পিতা নিজের গোমরাহী ও নাছারাদের দ্বীনের উপরই ছিল।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হিজরত করে মদীনায় আসলে আবু ‘আমের তার কাছে উপস্থিত হয় এবং ইসলামের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উত্থাপন করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার অভিযোগের জবাব দেন। কিন্তু তাতে সেই হতভাগার অন্তর তৃপ্ত হলো না। তদুপরি সে বলল, আমরা দু’জনের মধ্যে যে মিথ্যুক সে যেন অভিশপ্ত ও আত্মীয়-স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যুবরণ করে। সে এ কথাও বলল যে, আপনার যে কোন প্রতিপক্ষের সাহায্য আমি করে যাব।

সে মতে হুনাইন যুদ্ধ পর্যন্ত সকল রণাঙ্গনে সে মুসলমানদের বিপরীতে অংশ নেয়। হাওয়াযিনের মত সুবৃহৎ শক্তিশালী গোত্রও যখন মুসলমানদের কাছে পরাজিত হলো, তখন সে নিরাশ হয়ে সিরিয়া চলে গেল। কারণ তখন সিরিয়া ছিল নাছারাদের কেন্দ্রস্থল।

এ ষড়যন্ত্রের শুরুতে সে মদীনার পরিচিত মুনাফিকদের কাছে চিঠি লিখে যে, রোম সম্রাট কর্তৃক মদীনা অভিযানের চেষ্টায় আমি আছি। কিন্তু যথাসময়ে সম্রাটের সাহায্য হয় এমন কোন সম্মিলিত শক্তি তোমাদের থাকা চাই। এর পন্থা হলো এই যে, তোমরা মদীনায় মসজিদের নাম দিয়ে একটি গৃহ নির্মাণ কর, যেন মুসলিমদের অন্তরে কোন সন্দেহ না আসে। তারপর সে গৃহে নিজেদের সংগঠিত কর এবং যতটুকু সম্ভব যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করে সেখানে রাখ।

আর পারস্পরিক আলোচনা ও পরামর্শের পর মুসলিমদের বিরুদ্ধে কর্মপন্থা গ্রহণ কর। তারপর আমি রোম সম্রাটকে নিয়ে এসে মুহাম্মাদ ও তাঁর সাথীদের উৎখ্যাত করব।

তার এ পত্রের ভিত্তিতে বার জন মুনাফিক মদীনার কূবা মহল্লায় একটি মসজিদ নির্মাণ করে। তারপর তারা মুসলমানদের প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে সিদ্ধান্ত নেয় যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দ্বারা এক ওয়াক্ত ছালাত সেখানে পড়াবে। এতে মুসলিমগণ নিশ্চিত হবে যে, পূর্বনির্মিত মসজিদের মত এটিও একটি মসজিদ। এ সিদ্ধান্ত মতে তাদের এক প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দরবারে হাজির হয়ে আরয করে যে, কূবার বর্তমান মসজিদটি অনেক ব্যবধানে রয়েছে।

দুর্বল ও অসুস্থ লোকদের সে পর্যন্ত যাওয়া দুস্কর। এছাড়া মসজিদটি এমন প্রশস্ত নয় যে, এলাকার সকল লোকের সংকুলান হতে পারে। তাই আমরা দুর্বল লোকদের সুবিধার্থে অপর একটি মসজিদ নির্মাণ করেছি। আপনি যদি তাতে এক ওয়াক্ত সালাত আদায় করেন, তবে আমরা ধন্য হব।

নবম হিজরীর রজব মাসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তখন তাবূক যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, সফর শেষে ফিরে এসে সালাত আদায় করবেন। কিন্তু তাবূক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে যখন তিনি মদীনার নিকটবর্তী এক স্থানে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, তখন সূরা তওবার উপরোক্ত ১০৭ ও ১০৮ নং আয়াত নাযিল করে মহান আল্লাহ মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেন।

[সিরাত ইবনে হিশাম, তাফসীরে ইবনে কাছীর, তাফসীরে বাগভী সূরা তওবা ১০৭-১০৮নং আয়াতের তাফসীর দ্রঃ]

আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কতিপয় ছাহাবীকে এ হুকুম দিয়ে পাঠালেন যে, এক্ষুণি গিয়ে কথিত মসজিদটি ধ্বংস কর এবং আগুন লাগিয়ে এসো। আদেশ মতে তারা গিয়ে মসজিদটি সমূলে ধ্বংস করে মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে আসলেন।

তাই কোন মসজিদকে যিরার হওয়ার জন্য চারটি শর্ত রয়েছে।

১. মুসলিমদের ক্ষতি সাধন

২.কুফরী করা,

৩. মুসলিমদের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি ও

৪. সেখানে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শত্রুদের আশ্রয় দান।

[কুরআনুল কারীম (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর), (সঊদী আরব : বাদশাহ ফাহদ কুরআন মুদ্রণ কমপ্লেক্স ১৪৪০ হিঃ), ১/১০১৮ পৃঃ]

বর্তমান সময়েও যদি এ ধরণের মসজিদের খোঁজ পাওয়া যায়,মুসলিম হিসেবে আমাদের উচিত তার অস্তিত্ব মিটিয়ে দেয়া,আল্লহপাক আমাদের তাক্বওয়ার শক্তিতে বলিয়ান হয়ে এসব কুফফার শক্তিকে প্রতিহত করার তওফিক দান করুন,আমীন।

[মাসিক আত তাহরীক থেকে সংগৃহীত]

❒ মসজিদ শুধু নির্মান করলেই হয় না, একটা মসজিদ কে সুন্দর ভাবে পরিচালনার মাধ্যমে সমাজে আল্লহপাকের দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করা যায়।আর মসজিদ কে সুন্দর ভাবে পরিচালনা করার জন্য একটি যোগ্য কমিটি গঠন করতে হয়।

চলুন এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানা যাকঃ

বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থায় মসজিদ পরিচালনা কমিটি মসজিদের গুরুত্বপূর্ণ অবিচ্ছেদ্য অংশ। মসজিদের যথাযথ ব্যবহার, মসজিদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও উন্নতি ইত্যাদি বহুলাংশে নির্ভর করে মসজিদ কমিটির যোগ্যতা ও সদিচ্ছার ওপর।

কিন্তু সঠিক জ্ঞানের চর্চা না থাকায় এবং নৈতিক অবক্ষয় বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেক মসজিদের কমিটিতে বিভিন্ন ধরণের সমস্যা দেখা যায়।

মূল আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে একটি মূলনীতি বলে রাখা আবশ্যক।

ইসলামি চিন্তাবিদদের মতে, মসজিদ কমিটির পদকে নেতৃত্ব মনে করা চরম বোকামী। মসজিদ কমিটির কোথাও জায়াগা হলে এটাকে নিছক খেদমত মনে করা দরকার।

এ খেদমত আল্লাহর ঘরের খেদমত। মুসল্লিদের খেদমত।
তাই দুনিয়ার কোনো চাওয়া-পাওয়া ব্যতিরেকে মুক্তমনে শুধু আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি লাভের ইচ্ছায় ইবাদত মনে করে খেদমতের মানসিকতা নিয়ে কমিটিতে অংশ নিতে হয়। সামাজিক পদমর্যাদা বৃদ্ধির অভিলাষে কমিটিতে যোগ দেওয়া হারাম।

কমিটি গঠন পদ্ধতি ও মেয়াদকাল

প্রচলিত নির্বাচন পদ্ধতিতে ক্ষেত্রবিশেষ অর্থের অপচয় হয়, দলাদলির সৃষ্টি হয়, কোন্দল বৃদ্ধি পায়, পরস্পর শত্রুতার স্থায়ী বীজ বপন হয় ও মহল্লাবাসী বিভক্ত হয়ে যায়। তাই পরামর্শের ভিত্তিতে কমিটি গঠন যুক্তিযুক্ত। এক্ষেত্রে মহল্লার মুরুব্বি, নামাজি, পরহেজগার ও জ্ঞানীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন।

কমিটির মেয়াদ নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে আলেমদের অভিমত হলো, কাউকে কোনো দায়িত্ব দেয়ার পর তিনি যতদিন পর্যন্ত সুস্থতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে পারেন, দুর্নীতি ও চরিত্রহীনতার শিকার না হোন এবং স্বেচ্ছায় অব্যাহতি না নেন- ততদিন পর্যন্ত তাকে দায়িত্ব থেকে না সরানো ভালো। এতে করে কাজের ধারাবাহিকতা ঠিক থাকে।

কমিটির যোগ্যতা ও গুণাবলীঃ

মসজিদ কমিটি অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি ধর্মীয় দায়িত্ব। যে কারও হাতে এ দায়িত্ব ছেড়ে দেয়া ঠিক না। তাই কাউকে মসজিদ কমিটির জন্য বাছাই করার আগে অবশ্যই নিশ্চিত হওয়া দরকার- মসজিদ কমিটির দায়িত্ব নেয়ার মতো যোগ্যতা তার আছে কি-না।

আল্লাহর রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, যখন আমানত নষ্ট করা হবে তখন থেকে কিয়ামতের অপেক্ষা করতে থাকবে। জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল (সা.) কীভাবে আমানত নষ্ট করা হবে? তিনি বললেন, যখন অযোগ্যকে দায়িত্ব দেয়া হবে তখন থেকে কিয়ামতের অপেক্ষা করতে থাক।
[সহিহ বুখারি: ৬৪৯৬]

মসজিদ কমিটিতে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার যোগ্যতা নয়টি। যথা-

১. মোতাওয়াল্লি বা কমিটির সভাপতি হবেন তারা-
ক. মসজিদের জমিদাতা,
খ. তদীয় কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি,
গ. ইসলামি প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান,
ঘ. তদীয় নিযুক্ত স্থানীয় প্রশাসক,
ঙ. কোরআন-সুন্নাহমতে নিয়োগপ্রাপ্ত বিচারপতি,
চ. মহল্লাবাসী কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি।

২. প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া।

৩. মানসিকভাবে সুস্থ হওয়া।

৪. ওয়াকফ, দান ইত্যাদি সংগ্রহ ও ব্যয় সম্পর্কে শরয়ী মাসআলার জ্ঞান থাকা।

৫. মসজিদ ব্যবস্থাপনার বৈষয়িক যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকা।

৬. আমানতদার হওয়া। অর্থ আত্মসাৎ ও তসরুফ তো দূরের কথা সাময়িক তসরুফেরও কোনো আশঙ্কা না থাকা।

৭. এমন কোনো কাজের অভ্যাস না থাকা- যেগুলো মানুষকে সর্বস্বান্ত করে। যেমন- জুয়াখেলা, মদপান করা ইত্যাদি।

৮. কোনো কবিরা গুণাহতে প্রকাশ্যে লিপ্ত না থাকা।

অতএব, যারা নামাজ পড়ে না, নামাজের জামাতে শরিক হয় না, রোজা রাখে না, ফরজ হওয়া সত্ত্বেও হজ করে না, যাকাত দেয় না, সুদি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে, সুদ গ্রহণ করে এককথায় প্রকাশ্য পাপকাজে লিপ্ত কাউকে মসজিদ কমিটির জন্য মনোনীত করা নাজায়েয।

মসজিদ কমিটির কোনো সদস্যের ব্যাপারে কোনো কবিরা গুণাহতে জড়িত থাকার বিষয়টি সমাজ এ প্রকাশ পেয়ে গেলে তাকে বরখাস্ত করা ওয়াজিব। এমনকি, সে যদি জমিদাতা কিংবা ওয়াকফকারী কর্তৃক মনোনীতও হয় তবুও তাকে বরখাস্ত করতে হবে। -আদ দুররুল মুখতার, ওয়াকফ অধ্যায়

৯. মসজিদ কমিটিতে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার আগ্রহ ও চেষ্টা না থাকা।

আল্লাহর রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, আমরা কোনো পদপ্রার্থী বা পদপ্রত্যাশীকে পদ দেই না। [সহিহ বুখারি: ৭১৪৯]

তিনি (সা.) আরও ইরশাদ করেছেন,

তুমি পদপ্রার্থী হবে না। যদি প্রার্থী হয়ে পদ পাও তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে তা তোমার ওপর নিক্ষেপ করা হবে। আর যদি প্রার্থী না হয়ে পদ পাও তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে দায়িত্ব পালনে তোমাকে সাহায্য করা হবে। [সহিহ বুখারি: ৭১৪৭]

নবী করিম (সা.) আরও বলেছেন,

অতি শীঘ্রই তোমরা পদের প্রতি লোভী হবে। কিয়ামতের দিন তা লজ্জার কারণ হবে।[সহিহ বুখারি: ৭১৪৮]

মসজিদ কমিটির দায়িত্ব

১. মসজিদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ ও উপার্জনের হেফাজত করা। শরিয়ত অনুমোদিত প্রয়োজনীয় খাতে ব্যয় করা। অপ্রয়োজনীয় ও শরিয়তে অনুমোদিত নয়- এমনসব খাতে সম্পদের ব্যয় না করা। ইদানিং দেখা যাচ্ছে, শরিয়ত অনুমোদনবিহীন খাতে মসজিদের সম্পদ ব্যয়ের প্রবণতা বেড়েছে। এটা কোনোভাবেই কাম্য নয়

২. আয়-ব্যয়ের বিস্তারিত হিসাব স্বচ্ছভাবে সংরক্ষণ করা।

৩. সাধ্যমতো সর্বাধিক উপযুক্ত ইমাম নিয়োগ দেয়া। এ ব্যাপারে বিজ্ঞ আলেমদের থেকে পরামর্শ নেয়া।

৪. যোগ্য মুয়াজ্জিন নিয়োগ দেয়া।

৫. প্রয়োজন অনুপাতে খাদেম নিয়োগ দেয়া।

৬. প্রয়োজন অনুসারে মসজিদের নির্মাণ, মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ সম্পন্ন করা।

৭. অজু, ইস্তেঞ্জা, পানি, বাতি, পাখা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা। মসজিদ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে সচেষ্ট হওয়া।

৮. মসজিদ আবাদের উদ্যোগ নেয়া। মসজিদ আবাদের অর্থ হলো- নিয়মিত আজান ও জামাত হওয়া, শিশুদের জন্য মক্তব থাকা, বয়স্কদের জন্য কোরআন এবং শরিয়তের ফরজ পরিমাণ জ্ঞান শেখার ব্যবস্থা থাকা ও দাওয়াতের কাজ চালু থাকা।

[বাংলা নিউজ 24 থেকে সংগৃহীত]

একটি মসজিদ পরিচালনার জন্য একটি দক্ষ পরিচালনা কমিটির পাশাপাশি একজন দক্ষ,জ্ঞানী, বিচক্ষন ইমাম সাহেবের প্রয়োজন হয় যিনি সমাজের মানুষদের প্রতিনিধি হবেন,পাঁচ ওয়াক্ত সালাত মুছল্লীগনদের সাথে নিয়ে জামা'তে আদায় করবেন।মানুষদের ইসলাহী আলোচনা শুনিয়ে আল্লহপাকের দ্বীনের পথে ডাকবেন।

চলুন এক নজরে আমাদের সমাজে ইমাম সাহেবগন কি কি ভূমিকা পালন করেন দেখে আসিঃ

আমাদের সমাজে ইমাম সাহেব গনের ভূমিকা

ইমাম শব্দটি আরবী, তার বাংলা অর্থ হচ্ছে নেতা, প্রধান, নামাজের ইমাম, অগ্রণী, দিক-নির্দেশক, আদর্শ নমুনা ইত্যাদি।

সাধারণত ইমাম বলা হয় যাকে অনুসরণ করা হয়। কর্মের মাঝে যিনি সবার আগে থাকে। যেমন নবী করীম (সাঃ) হলেন নবীদের ইমাম, খলিফা মুসলমানদের ইমাম, সেনাপতি সৈন্যদের ইমাম।

নামাজের ইমাম বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে, যিনি মুসল্লীদের মাঝে সবার আগে থাকেন, নামাজের ক্রিয়াগুলোতে যাকে পুরোপুরি অনুসরণ করা হয়। (লিসানুল আরব, আল-মুজামুল ওয়াফী)
হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

"ইমাম হলেন জিম্মাদার আর মুয়াজ্জিন হলেন আমানতদার। "হে আল্লাহ আপনি ইমামদের সুপথে পরিচালিত করুন এবং মুয়াজ্জিনদের ক্ষমা করে দিন"। (আবু দাউদ-৫১৭, তিরমিযি- ২০৭)

ইমামত অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্ব। যা পালন করেছেন হযরত মুহম্মদ (সাঃ) স্বয়ং নিজেই। তাঁর পরবর্তী খোলাফায়ে রাশেদীনগণ। তাদের পরবর্তী মুসলমানদের সর্বোত্তম পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ সমাজের ইমামতি করেছেন।

একজন মুসলমানের প্রথম শিক্ষকঃ

প্রতিটি মুসলমানের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার যাত্রা শুরু হয় মকতব শিক্ষার মাধ্যমে। আর মকতবের শিক্ষক হলেন সাধারণত ইমামগণই। সুতরাং বলা যায় একজন মুসলমানের প্রথম শিক্ষক হলেন ইমাম। ইমামগণ মকতবে শিশুদের কে কুরআন-হাদীস শিক্ষার

পাশাপাশি হস্তলিপি শিক্ষার মাধ্যমে নিরক্ষরমুক্ত জাতি গঠনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছে। মকতবে শিশুরা শিক্ষা পায় "দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ"।

অতএব ইমামই প্রথম মানুষকে স্বদেশপ্রেমের শিক্ষা দিয়ে থাকেন।

সমাজে শান্তি বজায় রাখতে সাহায্য করেনঃ

সমাজে অশান্তির মূল কারণ হলো বিশৃঙ্খলা। এই বিশৃঙ্খলা রোধে ইমাম সাহেবগণ বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছেন। হাদীসে আছে রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন- "মুসলিম হলো সেই ব্যক্তি যার মুখ ও হাত থেকে মানুষ নিরাপদ থাকবে।" এই বাণীগুলো ইমামগণ মানুষের মাঝে প্রচার করে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখেন।

কোনো রাজনৈতিক কিংবা কোনো সাধারণ সভা-সমাবেশে মানুষের নিরাপত্তার জন্য বহুসংখ্যক পুলিশ সদস্য নিয়োগ দেয়া হয়। কিন্তু এরপরেও বিশৃঙ্খলামুক্ত, শান্ত-সুষ্ঠুভাবে সমাবেশ শেষ করা যায় না।

অথচ প্রতি মসজিদে কিংবা কোনো ধর্মীয় সভা-মাহফিলে একজন ইমাম শত, হাজার-লাখ মানুষকে সাথে নিয়ে ধর্মীয় কার্যাদি অত্যন্ত সুশৃঙ্খলার সাথে সম্পন্ন করে থাকেন। এটি সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইমাম সমাজের সফল ভূমিকার অনন্য দৃষ্টান্ত।

শিশুদের আদব শিক্ষা দেনঃ

ইমাম সাহেবগণ মকতবে শিশুদের রাস্তায় চলাচলের আদব শিক্ষা দেন। যেমন- রাস্তার ডান পাশ দিয়ে চলতে হবে। রাস্তায় কষ্টদায়ক কোনো বস্তু দেখলে তা সরিয়ে রাখা। যার মাধ্যমে শিশুরা সামাজিক শিষ্টাচার ও পরিবেশ সচেতনতার শিক্ষা পায়।

হাদীস শরীফে রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন,

“কোনো ব্যক্তি যদি একটি বৃক্ষ কিংবা কোনো শস্য রোপণ করে এবং তা থেকে যদি ফল বা ফসল পাখি, মানুষ বা কোনো পশু বক্ষণ করে, তবে তা হবে রোপণকারীর জন্য সদকায়ে জারিয়া’।

সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভুমিকা রাখেনঃ

প্রতি শুক্রবারে ও বছরের বিশেষ দিন সমূহে এবং বিভিন্ন সভা মাহফিলে ইমামগণ মানুষকে দ্বীন-ধর্মের বয়ানসহ ব্যক্তি, পারিবারিক ও সমাজ জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করে থাকেন। যা থেকে মানুষ আত্মশুদ্ধির চর্চা করে থাকেন। ফলে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়।

এ কথাগুলো দ্বারা বোঝা যায় ইমাম সাহেবগন আমাদের পরিবার, সমাজ ও দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন।কিন্তু আফসোস এর বিষয়,আমাদের সমাজের সবচেয়ে বেশী সম্মান পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তি সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় কিংবা ব্যক্তিগত ভাবেও ন্যায্য সম্মান পান না। এ পেশাটিকে নিতান্তই অবহেলার চোখে দেখা হয়।

আমাদের দেশের অধিকাংশ ইমামগণ মসজিদ কমিটি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।তাঁরা নিজেদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও পান না।নামে মাত্র বেতন ভাতা ধরা হয় তাদের জন্য।মাত্র৩ থেকে ৫ হাজার টাকা বেতন দিয়ে এখনকার সময়ে পরিবার চালানো সম্ভব কি করে হয়! সমাজের এমন সম্মানীয় ব্যক্তির এ মানবেতর জীবন যাপন কিছুতেই কাম্য নয়। আমাদের সরকার কে এ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া জরুরী।

[দৈনিক ইনক্বিলাব ই পেপার থেকে সংগৃহীত]

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে মানবিক ও সুস্থ ধারার সমাজ গঠনে মসজিদের ভূমিকা

মসজিদ শিআরে ইসলাম তথা ইসলামের নিদর্শনাবলির অন্তর্ভুক্ত। কোনো অঞ্চলে মসজিদ থাকার অর্থ হলো সেখানে মুসলমানদের অস্তিত্ব আছে। মসজিদকে আদর্শ ইসলামী সমাজের হৃৎপিণ্ডও বলা যায়।
আল্লাহ তায়ালার কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয় স্থান মসজিদ। মদিনায় হিজরতের পর রসুলুল্লাহ সা. এর ধর্মীয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো মসজিদ থেকে। রসুলুল্লাহর সা. পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন পরবর্তী খলীফাগণ।

ইসলামের প্রথম যুগের মসজিদের দিকে যদি আমরা দৃষ্টিপাত করি, দেখতে পাব, সেই সময়ের মসজিদ শুধু নামাযের ঘর ছিল না; বরং তাদের মসজিদ ছিল পরামর্শগৃহ, বিচারালয়, শিক্ষাকেন্দ্র, মজলুমের আশ্রয়স্থল, শিশুদের আনন্দধাম। রাসূলের সা. মসজিদ ছিল সৌরজগতের সূর্যের মতো; সূর্যকে কেন্দ্র যেমন আবর্তিত হয় সকল গ্রহ-উপগ্রহ; তেমনি মুসলমানদের আধ্যাত্মিক, মানবিক ও সামাজিক সকল কর্মকাণ্ড আবর্তিত হতো মসজিদকে ঘিরে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, কালের পরিক্রমায়, বিশেষত বাংলাদেশে, মসজিদ হয়ে গেছে শুধুই নামাযের স্থান। মুসলমানদের চরিত্র গঠন, দ্বীনি শিক্ষা, আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও মানবিক কর্মসূচীতে মসজিদের কোনো ভূমিকা নেই বললেই চলে।

আদর্শ সমাজ গঠনে মসজিদের ভূমিকা:

আদর্শ ও মানবিক সমাজ গঠনে মসজিদের ভূমিকা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ও ফলপ্রসু, তার সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা আমরা রাসূলের সা. যুগের মসজিদে নববি থেকে পাই। সকল প্রকার ধর্মীয়, মানবিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছে এই মসজিদ থেকে। মসজিদভিত্তিক সমাজব্যস্থার মাধ্যমে অগ্নিগহ্বরের কিনারায় অবস্থিত একটি জাতিকে রাসূল সা. সোনার মানুষে পরিণত করেছেন।

একত্ববাদের চেতনা তৈরি:

মসজিদ তাওহিদের প্রতীক। মসজিদে রাসূলের তরিকায় এক আল্লাহর ইবাদত করা হয়। মসজিদের ইমাম-খতিব যদি বিজ্ঞ ও হকপন্থী আলেম হন এবং ওই সমাজ যদি মসজিদ দ্বারা পরিচালিত হয়, তবে মুসল্লিদের ভেতর থেকে আপনাআপনি শিরিক বা বহুত্ববাদী চেতনা দূর হয়ে যায়।

রসুলুল্লাহ সা. জুমআর বয়ানে, সাধারণ আলোচনায়, ব্যক্তিগত নসিহতে বারবার শিরিকের ব্যাপারে মুসল্লিদেরকে সতর্ক করতেন। যার ফলে এক সময়ের মূর্তিপূজারী মানুষগুলো শিরিক বর্জন করে তাওহিদের রশিকে শক্ত করে আকড়ে ধরে। কুরআন-সুন্নাহর অনুসারী একজন ইমাম যখন মসজিদে নববির আদলে তার মুসল্লিদেরকে তাওহিদের দীক্ষা দেন এবং শিরিকমুক্ত ঈমান গঠনের নাসিহাহ পেশ করেন, তখন সেই সমাজ খুব সহজেই তাওহিদি সমাজে পরিণত হয়।

ভ্রাতৃত্ববোধ:

ইসলাম যে কয়টি বিধানের ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছে, তারমধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মুসলমানদের পারস্পরিক সুসম্পর্ক ও ভ্রাতৃত্ববোধ স্থাপন।

রসুলুল্লাহ সা. বলেছেন,

প্রকৃত মুসলমান সে, যার হাত এবং মুখ থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। [বুখারী ও মুসলিম]

মসজিদভিত্তিক সমাজব্যবস্থা মুসলমানদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ ও সুসম্পর্ক তৈরিতে জোরালো ভূমিকা রাখে। মসজিদভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় মানুষেরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে আদায় করে।

নামাযের কাতারে ইসলাম ধনী-গরিব, আমীর-ফকিরের কোনো বৈষম্য রাখেনি। ফলে প্রতিটি মানুষ তার পেশা, বংশ ও অর্থনৈতিক তারতম্য পেছনে ফেলে নামাযের কাতারে এক ও অভিন্ন মর্যাদার মানুষে পরিণত হয়। এতে সুদৃঢ় হয় পারস্পরিক সম্পর্ক এবং নির্মূল হয় উঁচুনিচুর ভেদাভেদ।

তাছাড়া নিয়মিত জামাতে নামাজ আদায়ের মাধ্যমে প্রত্যেকে তার মুসলমান ভাইয়ের অবস্থা সম্পর্কে অবগত থাকে। অসুস্থতা অথবা অন্য কোনো বিপদে কেউ নামাযে অনুপস্থিত থাকলে বাকিরা সহজেই তার খোঁজখবর এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে পারে। আবার সালাতের মাধ্যমে প্রতিদিন দেখা-সাক্ষাৎ হওয়ায় সম্প্রীতি ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়।

এভাবে মসজিদভিত্তিক সমাজব্যবস্থা পারস্পরিক সুসম্পর্ক ও ভালোবাসায় একটি জাতিকে একই সুতোয় গাথা একটি তসবিহতে পরিণত করে।

নেতৃত্ব ও আনুগত্যের অনুশীলন:

ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, যিনি নামাযের ইমাম তিনি সমাজেরও ইমাম। একজন ইমাম যখন মসজিদ পারিচালনা করেন, সালাতের নেতৃত্ব দেন, মুসল্লিদের নাসিহাহ করেন, তার মধ্যে সামাজিক নেতৃত্বের স্বতঃস্ফূর্ত যোগ্যতা তৈরি হয়। ধীরে ধীরে সমাজের জন্য তিনি প্রোডাক্টিভ নেতায় পনিণত হন।

আবার মুসল্লিবৃন্দ, যারা নামাযে ইমামের হুবহু অনুসরণ করেন, তাদের মধ্যে নেতাকে মান্য করারে মানসিকতা এবং আনুগত্যের বোধ জাগ্রত হয়। ফলে সেই সমাজের মানুষেরা, মসজিদভিত্তিক জীবনব্যবস্থা অনুশীলনের কারণে, সুশৃঙ্খল জাতিতে পরিণত হয়।

জ্ঞানচর্চার সূতিকাগার:

রাসূলের যুগের মসজিদে নববি ছিল কুরআন ও হাদীস চর্চার দরসগাহ। আসহাবে সুফফার কথা আমরা জানি। একদল দরিদ্র সাহাবি, ইলমচর্চার জন্য তারা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাদের কোনো পেশা ছিল না। মসজিদে নববিতে পড়ে থাকতেন। কোনো খাবার হাদিয়া এলে খেতেন না এলে উপোস থাকতেন। তারা রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুখনিঃসৃত হাদীস সংরক্ষণ ও প্রচার করতেন।
এছাড়া রাসূল সা. যখনই সুযোগ পেতেন, মসজিদে এসে সাহাবিদেরকে কুরআন ও হাদীস শেখাতেন।

মসজিদ যেন ইলমচর্চার মারকায হয়ে ওঠে, এ ব্যাপারে রাসূল সা. সাহাবিদেরকে উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি মসজিদে ইলমচর্চার সুসংবাদ প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন,

কোনো সম্প্রদায় যখন আল্লাহর ঘরে একত্রিত হয়ে কুরআন তেলাওয়াত ও পরস্পরে জ্ঞানচর্চা করে, তাদের ওপর শান্তি নাযিল হয়, আল্লাহর রহমত তাদেরকে পরিবেষ্টন করে এবং ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখেন; মহান আল্লাহ উপস্থিত ফেরেশতাদের কাছে জ্ঞানচর্চাকারীদের কথা আলোচনা করেন। [মুসলিম]

মসজিদ ভিত্তিক মক্তবঃ

মসজিদভিত্তিক মক্তব আমাদের সোনালি অতীত। মক্তব বাদ দিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাস লেখা সম্ভব নয়। অথচ অত্যন্ত সুকৌশলে এই অপূর্ব কুরআনিক শিক্ষাব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটানো হয়েছে। মসজিদভিত্তিক দীনি জ্ঞানচর্চার ধারা জারি থাকলে মানুষেরা খুব সহজেই ইসলামের মৌলিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ হতে পারে।

আর কোনো সমাজে ইসলামী জ্ঞানে জ্ঞানবান মানুষেরা সংখ্যা যত বাড়ে, সেই সমাজ ততবেশি অপরাধ, দুর্নীতি, হত্যা, অশ্লীলতা, ধর্ষণ, যৌতুক ও মাদকমুক্ত সোনার সমাজে পরিণত হয়। অতীতের মক্তবভিত্তিক কুরআনিক শিক্ষাব্যবস্থা তার পরীক্ষিত উদাহরণ।

এছাড়া মসজিদভিত্তিক পাঠাগারের সংস্কৃতি চালু থাকলে মুসল্লিরা নামাযের পাশাপাশি কুরআন হাদীসসহ জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় সমৃদ্ধ হতে পারে। যে সমাজে মসজিদভিত্তিক জ্ঞানচর্চার সংস্কৃতি যত জোরালো হবে, সেই সমাজ ততবেশি মানবিক, সুস্থ ও আদর্শ সমাজে রূপান্তরিত হবে।

পারিবারিক সংকট নিরসন:

রাসূল সা. সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতেন পরিবার-ব্যবস্থাকে। পারিবার রিলেটেড যত হাদীস আছে, অন্য কোনো বিষয়ে সম্ভবত এত হাদীস বর্ণিত হয়নি।

কারণ—পরিবার হলো সভ্যতার সূতিকাগার। পরিবার ধ্বংস হলে সভ্যতা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। রাসূল সা. মসজিদে বসে সাহাবিদের পারিবারিক সমস্যার সমাধান দিতেন। কখনো স্বামী-স্ত্রীকে উপস্থিত করে কাউন্সেলিং করতেন।

একটি আদর্শ মসজিদের বৈশিষ্ট্য এটাও যে, সেখানে পারিবারিক সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে। কর্তৃপক্ষের উচিত—মসজিদে এমন ব্যবস্থা রাখা, যেন সমস্যাগ্রস্ত মানুষেরা সহজেই তাদের সমাধান পেয়ে যায়।

পরামর্শগৃহ:

নামাযের পাশাপাশি রাসূলের সা. মসজিদ পরামর্শ সভার জন্য ব্যবহৃত হতো। হদ, জিহাদ, চুক্তি, কূটনৈতিক সম্পর্ক, পররাষ্ট্রনীতি সহ সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হতো মসজিদে নববীতে, পরামর্শের ভিত্তিতে। সেই অর্থে মসজিদে নববি ছিল পরামর্শগৃহও।

রাসূলের সা. পর খোলাফায়ে রাশেদার যুগেও রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সিদ্ধান্ত মসজিদে নববিতে নেয়া হতো। একটি সুস্থ ও মানবিক সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে মসজিদভিত্তিক পরমর্শসভার বিকল্প নেই।

পরামর্শের জন্য মসজিদের বরকত তো আছেই, পাশপাশি দায়িত্বশীলরা যখন পরামর্শ করতে মসজিদে একত্রিত হন, তখন কাজটার প্রতি তাদের গুরুত্ব বেড়ে যায় ও সম্ভ্রমবোধ জাগ্রত হয়।

মসজিদকেন্দ্রীক আইন ও বিচারব্যবস্থা:

নামাযের পাশাপাশি রাসূলের সা. মসজিদ সালিশ-বিচারের জন্যও ব্যবহৃত হতো। নববী যুগ, খোলাফায়ে রাশেদার যুগ সহ ইসলামের সোনালী দিনের মুসলিম সমাজের বিচার ব্যবস্থা ছিল মসজিদকেন্দ্রীক।

মসজিদভিত্তিক বিচারব্যবস্থার মাধ্যমে রাসূল সা. সমাজ থেকে সকল প্রকার অপরাধের মূলোৎপাটন করেছিলেন।

এখনো কোনো সমাজে যদি মসজিদভিত্তিক বিচারব্যবস্থার সংস্কৃতি চালু থাকে, তবে সেই সমাজ নববী আমলের সুফল পেতে পারে। মিথ্যা মামলা, মিথ্যা সাক্ষ্য, ঘুষ খেয়ে বিচারক কর্তৃক নিরপরাধকে ফাঁসিয়ে দেয়ার মতো জঘন্য পাপ ও অন্যায় চালু আছে দুনিয়া জুড়ে। যার কারণে মানুষ ইনসাফ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মসজিদভিত্তিক বিচারব্যবস্থা চালু থাকলে এই অপকর্ম রোধ করা সম্ভব।
কারণ, মসজিদের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও ভীতি নেই, এমন মুসলমানের সংখ্যা খুবই কম। মসজিদে দাঁড়িয়ে ভুল বিচার বা মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করতে গেলে যে কেউই দশবার ভাববে।

অতএব মসজিদকেন্দ্রীক বিচারব্যবস্থা চালু হলে আখেরে জনগণেরই কল্যাণ হবে এবং এর মাধ্যমে নিশ্চিত হবে ইনসাফ।

মসজিদের অর্থনৈতিক ভূমিকা:
সমাজ পরিবর্তনের জন্য মসজিদগুলোকে ধর্মীয় দায়িত্বের পাশাপাশি অর্থনীতির ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখতে হবে। মানুষের অভাব-অভিযোগ, দুঃখ-বেদনার ভাগিদার হতে হবে মসজিদ কর্তৃপক্ষকে।

রাসূল সা. যুদ্ধলব্ধ গনিমতের মালামাল বণ্টন করতেন মসজিদ প্রাঙ্গনে। আবার যাকাতের মাল গ্রহণ ও বিতরণ করতেন মসজিদে নববির ভেতর। মসজিদে শিক্ষাদান অথবা নাসিহাহ করার সময় কখনো রাসূলের সা. কাছে খাদ্যদ্রব্য হাদিয়া এলে রাসূল সা. মসজিদে বসে সেই খাদ্যদ্রব্য সাহাবিদের মাঝে বণ্টন করে দিতেন। মসজিদে কোনো ক্ষুধার্ত আগন্তুক এলে রাসূল সা. তাকে বাড়িতে নিয়ে যেতেন অথবা কোনো সাহাবির বাড়িতে পাঠাতেন।

জনগণের প্রতি যে মসজিদের এবং মসজিদ কর্তৃপক্ষের অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্বও আছে, তার প্রমাণ আমরা এসব ঘটনা থেকে পাই।

তৃতীয় বিশ্বের নাগরিকদের কাছে ক্ষুধা এক রূঢ় সত্যের নাম। তীব্র ক্ষুধা ও অভাবের কারণে অনেক মানুষ ঈমান পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে। গ্রামাঞ্চলের দারিদ্র্যপীড়িত অসংখ্য মানুষ সালাত আদায় না করার পেছনে অভাবকে দায়ী করে। আবার অভাবের কারণে এদেশের পাহাড়ি ও সীমান্তবর্তী অঞ্চলের অসংখ্য মানুষের খ্রিষ্টান হয়ে যাওয়া দুঃখজনক ঘটনার নাম।

রাসূল সা. জানতেন যে দরিদ্রতা কখনো কখনো ঈমান নষ্ট করে দিতে পারে। এ জন্য তিনি দুআ করতেন, হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে কুফুরি ও ফকিরি থেকে পানাহ চাই।

বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশে মসজিদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা চালু করা খুবই জরুরি। মসজিদ কর্তৃপক্ষ চাইলে যাকাত-ফিতরা আদায় করে দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করতে পারে। আবার ফান্ড তৈরি করে অভাবীদের কাছে খাদ্যদ্রব্য ও চিকিৎসেবা পৌঁছতে পারে।

স্বাবলম্বীকরণ, অভাব দূরীকরণ, বিনামূল্যে খাদ্যবণ্টন, চিকিৎসা সহায়তা প্রদান ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে মসজিদকে সম্পৃক্ত হতে হবে, যেভাবে সম্পৃক্ত ছিল রাসূলের সা. মসজিদ। তবেই মসজিদভিত্তিক সুস্থ ও মানবিক সমাজ গঠনের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। [শায়খ আহমাদুল্লাহ র লিখনী থেকে সংগৃহীত]

মহিলাদের জন্য মসজিদে নামাজের যায়গা করে দেয়া আবশ্যকঃ

ফরয সালাত গুলো ওয়াক্তমত আদায় করা আবশ্যক।পুরুষরা মসজিদে গিয়ে জাম'আতে সালাত আদায় করতে পারেন।মহিলারা ঘরে নিজেদের সালাত আদায় করেন।

কিন্তু কখনো কখনো জরুরতে মহিলাদের ঘরের বাহিরে যেতে হয়,সফরে যেতে হয়।এমন অবস্থায় ফরয সালাতের ওয়াক্ত হয়ে গেলে অনেক মহিলা বাহিরে থাকার দরুন সালাত আদায় করতে পারেন না,ওই ওয়াক্তের সালাত কাযা হয়ে যায়। আমাদের দেশের মসজিদ গুলোতে মহিলাদের নামাজের জন্য কোনো ব্যবস্থা থাকেনা।

যদি থাকেও নিরাপত্তা,পর্দা লংঘন,ফিতনার আশংকা থেকে মহিলারা মসজিদে যান না। আল্লহপাকের অশেষ দয়ায় উমরাহ সফরে যাওয়ার তওফিক হয়েছিলো।আমি দেখেছি সেখানকার মসজিদ গুলোতে মহিলাদের জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকে, আলাদা ওযু খানা, সালাতের যায়গা থাকে যেখানে পর্দার বিধান ভংগ হওয়ার আশংকা থাকেনা।

সফরে থাকা অবস্থায় যেখানেই সালাতের ওয়াক্ত হয় গাড়ি থামিয়ে নিকটস্থ মসজিদে গিয়ে মহিলারা নির্বিঘ্নে সালাত আদায় করতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ্।
আমাদের দেশেও যদি নিরাপত্তা ও পর্দার বিষয়টা নিশ্চিত করে মসজিদ গুলোতে মহিলাদের জন্য আলাদা নামাজের যায়গা করে দেওয়া যায়, প্রয়োজন বিশেষে মহিলারা মসজিদে সালাত আদায় করতে পারেন।

আশার বিষয় হচ্ছে আমাদের দেশেও কিছু কিছু মসজিদে বা মসজিদের পাশে মহিলাদের জন্য নামাজের যায়গা করে দেওয়া হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ্! আল্লহপাক আমাদের দেশেও সুস্থ একটা সামাজিক অবস্থা তৈরী করে দিন যাতে মহিলারা জরুরতে মসজিদে সালাত আদায় করে নিতে পারে।

মসজিদ সম্পর্কিত কিছু মাসআলা

প্রশ্ন ১:

কোনও অমুসলিম কাছ থেকে মসজিদ তৈরির অর্থ নেয়া যাবে কি ? মানে কোন অমুসলিম যদি মসজিদ নির্মানের জন্য টাকা দেয় সেটা নেওয়া যাবে কিনা। উক্ত টাকা হালাল নাকি হারাম এর উপর কোন কিছু নির্ভর করে কিনা, যদি করে তাহলে টাকা হালাল হলে কি রূপ মাসআলা এবং হারাম হলে কিরূপ তা কোরআন এবং হাদিসের দ্বারা সমাধান করবেন প্লিজ।

জবাব

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

https://ifatwa.info/28151/ নং ফতোয়াতে উল্লেখ রয়েছেঃ-

মসজিদ নির্মানের হক মুসলমানদেরই।

মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেনঃ

اِنَّمَا یَعۡمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنۡ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الۡیَوۡمِ الۡاٰخِرِ وَ اَقَامَ الصَّلٰوۃَ وَ اٰتَی الزَّکٰوۃَ وَ لَمۡ یَخۡشَ
اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰۤی اُولٰٓئِکَ اَنۡ یَّکُوۡنُوۡا مِنَ الۡمُهۡتَدِیۡنَ ﴿۱۸﴾ ◌َ

তারাই তো আল্লাহর মসজিদের আবাদ করবে, যারা ঈমান আনে আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। অতএব আশা করা যায়, তারা হবে সৎপথ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।

(সুরা তওবা ১৮)

مَا كَانَ لِلۡمُشۡرِكِیۡنَ اَنۡ یَّعۡمُرُوۡا مَسٰجِدَ اللّٰهِ شٰهِدِیۡنَ عَلٰۤی اَنۡفُسِهِمۡ بِالۡكُفۡرِ ؕ اُولٰٓئِکَ حَبِطَتۡ اَعۡمَالُهُمۡ ۚۖ وَ فِی النَّارِ هُمۡ خٰلِدُوۡنَ ﴿۱۷﴾

মুশরিকরা যখন নিজেরাই নিজেদের কুফরী স্বীকার করে তখন তারা আল্লাহর মসজিদসমূহের আবাদ করবে—এমন হতে পারে না। তারা এমন যাদের সব কাজই নষ্ট হয়েছে এবং তারা আগুনেই স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে।

(সুরা তওবা ১৭)

★★শরীয়তের বিধান হলো মসজিদ নির্মানে কোনো অমুসলিম যদি সন্তুষ্টি চিত্তে এটিকে ভালো/নেক কাজ মনে করে টাকা দেয়,তাহলে ভবিষ্যতে কোনো ক্ষতির আশংকা না করলে সেই দান গ্রহন জায়েই আছে।

(নিযামুল ফাতওয়া ৪/১৭৬,ফাতাওয়ায়ে কাসিমিয়্যাহ ১৮/৫০৫)

لو وقف علیٰ مسجد بیت المقدس فانہ صحیح لأنہ قربۃعندنا وعندہم ۔ (البحرالرائق، کتاب الوقف، کوئٹہ ۵/۱۹۰، زکریا(۵/۳۱۶

সারমর্মঃ

বাইতুল মুকাদ্দাস মসজিদের জন্য কোনো অমুসলিম ওয়াকফ করলে সেটি ছহীহ। কেননা এটি আমাদের নিকট এবং তাদের নিকটেও নেক কাজ।

لأنہ مباح بدلیل صحتہ من الکافر کا لعتق والنکاح وتحتہ فی الشامیۃ: بل التقرب بہ موقوف علی نیۃ القربۃ فہو بدونہا مباح حتی یصح من الکافر۔ (درمختار مع الشامی، مطلب لو وقف علی الاغنیاء وحدہم لم یجز زکریا۶/۵۲۱، کراچی ۴/۲۳۹، الموسوعۃ الفقہیۃ الکویتیۃ۴۴/۱۲۹ ،۳۳/۱۱۰

সারমর্মঃ

অমুসলিমদের দান গ্রহন এটি মুবাহ।
কাফেরদের থেকে গোলাম আযাদ,বিবাহ ইত্যাদি ছহীহ বলে গন্য হওয়ার দলিল অনুপাতে,,,

وأما الإسلام فليس من شرطہ فصح وقف الذمی بشرط کونہ قربۃ عندنا وعندہم کما لو وقف علی أولادہ أو علی الفقراء أو علی فقراء أہل الذمۃ فإن عمم جاز الصرف إلیٰ کل فقیر مسلم أوکافر۔ (البحرالرائق، زکریا ۵/۳۱۶،کوئٹہ ۵/۱۸۹)

সারমর্মঃ

ওয়াকফ ছহীহ হওয়ার জন্য ইসলাম এটি শর্ত নয়,সুতরাং যিম্মির ওয়াকফ ছহীহ আছে,শর্ত হলো এটি তাদের নিকটেও নেক কাজ হতে হবে।

★সুতরাং প্রশ্নে উল্লেখিত ছুরতে যদি তাদের পক্ষ থেকে মসজিদে কোনো ক্ষতি,আধিপত্য বিস্তার ইত্যাদির আশংকা না করা হয়,তাহলে সেই অমুসলিম দের দান মসজিদ নির্মান কাজে গ্রহন করা যাবে।
অনুমতি রয়েছে।

★তবে তাদের টাকা হারাম হলে সেটি নেয়া যাবেনা।

(অবৈধ পথে উপার্জিত সম্পদের তো আসলে সে মালিকই নয়।সুতরাং যে টাকার সে মালিক নয়,সেই টাকা কোনো ভাবেই নেয়া যাবেনা।)
(আল্লাহ-ই ভালো জানেন)

মুফতী ওলি উল্লাহ
ইফতা বিভাগ
Islamic Online Madrasah(IOM)

প্রশ্ন২:

আসসালামু আলাইকুম

আচ্ছা, মসজিদের কোনো জিনিস বা সম্পদ কি নিজের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা যাবে?

যেমন - মসজিদের বিদ্যুৎ ব্যবহার করে ইমামের ইলেকট্রিক জগের মাধ্যমে পানি গরম করে খাওয়া, মোবাইল চার্জ দেওয়া, মহল্লার মুসল্লীদের টর্চলাইট চার্জ দেওয়া ইত্যাদি। এগুলো কি জায়েজ?

ওয়া আলাইকুমুস-সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

জবাবঃ-

আলহামদুলিল্লাহ!
অন্যর মাল তার অন্তরের সন্তুষ্টি ব্যতীত কারো জন্য হালাল হয় না। বিদায় এসব পরিত্যাজ্য।
কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

তরজমাঃ-হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ। আর তোমরা নিজেদের কাউকে হত্যা করো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা’আলা তোমাদের প্রতি দয়ালু। (সূরা নিসা(২৯)

এবং হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত,

عن ابن عباس قال;قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه "

নবী কারীম সাঃ বলেনঃ"কোন মুসলমানের জন্য অন্য কোনো মুসলমানের মাল তার অন্তরের সন্তুষ্টি ব্যতীত হালাল হবে না।

(তালখিসুল হাবীর-১২৪৯)আরো জানুন-
https://www.ifatwa.info/1382

সু-প্রিয় প্রশ্নকারী দ্বীনী ভাই/বোন!

মসজিদের মাল কর্তৃপক্ষের যথাযথ অনুমোদন ব্যতিত ব্যবহার কখনো জায়েয হবে না।এমনকি ইমাম মুওয়াজ্জিনের জন্যও জায়েয হবে না। হ্যা, কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ইমাম মুওয়াজ্জিনের জন্য মসজিদের যেকোনো জিনিষ এমনকি ইলেকট্রনিক্স ব্যবহার করাও জায়েয হবে।

(আল্লাহ-ই ভালো জানেন)

মুফতী ইমদাদুল হক
ইফতা বিভাগ
Islamic Online Madrasah(IOM

প্রশ্নঃ৩

আমি শুনেছি জুম্মার নামাজের দিন ইমামের কাছাকাছি বসলে বেশি সওয়াব পাওয়া যায়। প্রথম কাতারের শেষের থেকে দ্বিতীয় কাতারের ইমামের পেছনে বেশি কাছাকাছি। এক্ষেত্রে সেখানে বসলে কি সওয়াব বেশি হবে? এটা কি শুধু জুম্মার দিনের জন্য

প্রযোজ্য? মসজিদের কোথায় নামাজ আদায় করলে সওয়াব বেশি হবে তার মূলনীতি কী?

মসজিদ একেকদিন একেক যায়গায় সালাত আদায় করলে কি সেই জায়গাগুলো কিয়ামতের দিন সুপারিশ করে? প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় বসার কি আলাদা ফজিলত আছে না কি ১ম প্রশ্নের উত্তর অনুযায়ী যেখানে সওয়াব সবথেকে বেশি সেখানেই বসার চেষ্টা করা উচিৎ?

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

জবাবঃ-

জুম'আর নামাজে ইমামের নিকটতম বসলে ফজিলত রয়েছে।

এটি শুধুমাত্র জুম'আর নামাজের সাথেই নির্দিষ্ট,অন্য নামাজের ক্ষেত্রে এমন কোনো ফজিলতের কথা হাদীসে পাইনি।

(উল্লেখ্য ইমামের নিকটতম বলতে সামনের কাতারের ইমামের সামনের স্থান,পর্যায়ক্রমে ২য়/৩য় কাতারের ইমামের সামনের স্থানও উদ্দেশ্য হবে।)

হাদীস শরীফে এসেছেঃ-

وَعَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ وَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ: أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

আওস ইবনু আওস (রাঃ)হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

যে ব্যক্তি জুমু'আর দিনে পোশাক-পরিচ্ছদ ধুইবে ও নিজে গোসল করবে। এরপর সকাল সকাল প্রস্তুত হবে। সওয়ার না হয়ে পায়ে হেঁটে আগে মসজিদে যাবে। ইমামের নিকট গিয়ে বসবে। চুপচাপ ইমামের খুতবাহ্ শুনবে। বেহুদা কাজ করবে না। তার প্রতি কদমে এক বছরের 'আমলের সাওয়াব হবে। অর্থাৎ এক বছরের দিনের সিয়াম ও রাতের সালাতের 'আমলের পরিমাণ সাওয়াব হবে।

(আবূ দাঊদ ৩৪৫, ইবনু মাজাহ্ ১০৮৭, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৪৯৯০, ইবনুর হিব্বান ২৭৮১, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৫৮৭৮, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১০৬৫, সহীহ আত্ তারগীব ৬৯০, সহীহ আল জামি' ৬৪০৫, নাসায়ী ১৩৮১, ১৩৮৪, আহমাদ ১৬১৭৩, আত্ তিরমিযী ৪৯৬।)

https://ifatwa.info/45961/ নং ফতোয়াতে উল্লেখ রয়েছেঃ-

হাদীস শরীফে এসেছেঃ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ مُصَرِّفٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْسَجَةَ، يَقُولُ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَقُولُ " إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الأُوَلِ. " ِ

বারাআ ইবনু আযেব (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছিঃ

নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ প্রথম কাতারের লোকের উপর রহমত বর্ষণ করেন।
(ইবনে মাজাহ ৯৯৭. নাসায়ী ৮১১, আবূ দাউদ ৬৬৪, আহমাদ ১৮০৪৫, ১৮১৪২, ১৮১৪৭, ১৮১৬৬, ১৮১৭২; দারিমী ১২৬৪।)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَلاَثًا وَلِلثَّانِي مَرَّةً.

ইরবাদ ইবনু সারিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম কাতারের লোকের জন্য তিনবার ক্ষমা প্রার্থনা করতেন এবং দ্বিতীয় কাতারের লোকের জন্য একবার।

(ইবনে মাজাহ ৯৯৬. নাসায়ী ৮১৭, আহমাদ ১৬৬৯১, ১৬৬৯৮, ১৬৭০৬; দারিমী ১২৬৫।)

حَدَّثَنَا أَبُو ثَوْرٍ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاَسٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الصَّفِّ الأَوَّلِ لَكَانَتْ قُرْعَةً. "

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

লোকেরা যদি জানতো যে, প্রথম কাতারে কী (মর্যাদা) আছে, তাহলে (প্রথম কাতারে দাঁড়াতে)
লটারীর ব্যবস্থা করতে হতো।

(বুখারী ৬১৫, ৬৫৪, ৭২১, ২৬৮৯; মুসলিম ৪৩৭, ৪৩৯; তিরমিযী ২২৫, নাসায়ী ৪৫০, ৬৭১; আহমাদ ৭১৮৫, ৭৬৮০, ৭৯৬২, ৮৬৫৫, ২৭৩৩০; মুওয়াত্ত্বা মালিক ১৫১, ২৯৫,ইবনে মাজাহ ৯৯৮।)

★প্রিয় প্রশ্নকারী দ্বীনি ভাই,
মসজিদের সামনের কাতারে দাঁড়ালে বেশি ছওয়াব হবে।

এক্ষেত্রে সামনের কাতারের ডান দিকে দাঁড়ালে আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ রহমত বর্ষণ করেন।

হাদীস শরীফে এসেছেঃ-

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ. " ِ
আয়িশাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ কাতারসমূহের ডান দিকের (মুসল্লিদের) উপর রহমত বর্ষণ করেন।

(আবূ দাঊদ ৬৭৬, ইবনে মাজাহ ১০০৫.জামি সগীর ১৬৬৮, মিশকাত ১০৯৬)

★যখন ইমামের পিছনে দু’পার্শ্ব সমান হবে, তখন কাতারের ডানে দাঁড়ানো মুস্তাহাব। কিন্তু ডান পাশ অতিরিক্ত বেড়ে গেলে বামে দাঁড়ানো উত্তম হবে।

(আল্লাহ-ই ভালো জানেন)

মুফতী ওলি উল্লাহ
ইফতা বিভাগ
Islamic Online Madrasah(IOM

প্রশ্নঃ4

আসসালামু আলাইকুম শাইখ
অনেকেই বলে থাকেন যে মহল্লা/এলাকার মসজিদের হক্ব বেশি।কথাটি কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে কতটুকু সঠিক জানাবেন।

কোন ব্যক্তি যদি এলাকার মসজিদে নামাজ না পড়ে অন্যত্র নামাজ পড়েন তাহলে সওয়াব কম হবে কি না?অনেকেই এটাকে ভালোভাবে নেন না।এতে কোন সমস্যা আছে কি না জানাবেন।
জাযাকাল্লাহ খাইরান।

বিসমিহি তা'আলা

জবাবঃ-

জনসাধারণের জন্য মহল্লার পাঞ্জেগানা মসজিদই সওয়াবের দিক দিয়ে জামে মসজিদের সমতূল্য।তবে যদি জামে মসজিদের ইমাম আলেম হন,আর পাঞ্জেগানা মসজিদের ইমাম আলেম না হন, তাহলে এমতাবস্থায় সর্বদা জামে মসজিদে নামায পড়াই উত্তম।জুম্মায় এবং অন্যান্য নামাযেও।

(জাওয়াহিরুল ফিকহ-৩/১০১) বিস্তারিত জানুন-https://www.ifatwa.info/1268

পাশের মসজাদে নামায পড়া উত্তম।এর কোনো নকলী দলীল বিশুদ্ধ সনদে পাওয়া না গেলেও এর আকলী কিছু দলীল পাওয়া যায়।

(২)নিকটবর্তী হওয়ার কারণে মসজিদের একটি হক রয়েছে।কেননা প্রত্যেক নিকটবর্তীরই একটি হক থাকে।

(২)এতে মসজিদকে আবাদ করা হবে।

(৩)ইমাম এবং এলাকার মানুষদের মন জয় হবে।ইমামের সাথে নামায না পড়ার ধরুণ যে উদ্ভব পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা সেটা আর হবে না।

(৪)নিকট বর্তী মসজিদে নামায না পড়লে লোকজন জামাতে নামায ত্যাগকারী রূপে সন্দেহ করবে।

(৫)মহল্লার মসজিদে নামায না পড়া মানে লোকজনকে ইমামের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়া।

হ্যা বোখারী শরীফের এক হাদীসে দূরবর্তী মসজিদে নামায পড়ার কথা বর্ণিত রয়েছে,সেটার অর্থ হল,এমন দূরবর্তী মসজিদ,যেখানে নিকটে কোনো মসজিদ নেই।

(আল্লাহ-ই ভালো জানেন)

মুফতী ইমদাদুল হক
ইফতা বিভাগ
Islamic Online Madrasah(IOM)

প্রশ্নঃ৫

আসসালামু আলাইকুম মুহতারাম হুজুর। কৌতূহলবশত প্রশ্ন, কোনো (ওয়াকফকৃত শরয়ী) মসজিদের নাম পরিবর্তন করা যায় কি না? এই বিষয়ে জানতে চাই। জাযাকাল্লাহু খাইরান।

ওয়া আলাইকুমুস-সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

জবাবঃ-

সাহাবী, তাবেয়ী বা কোনো আল্লাহর ওলীর নামে,বা মহল্লা/গ্রাম/উত্তম কোনো এলাকার নামে মসজিদের নামকরণ করা ভালো। যেমন সমজিদে আবু বকর রা., মসজিদে বেলাল রা., ইত্যাদি।

মসজিদের জায়গা ওয়াকফ কারী বা মসজিদে অর্থ দান করে দাতার নামে মসজিদের নামকরণ করা উচিত নয়। কারণ এতে এখলাস নষ্ট হওয়া ও রিয়া তথা লোক দেখানোর আশঙ্কা থাকে।

হাদীস শরীফে এসেছেঃ

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِه فَهِجْرَتُهٗ إِلَى اللهِ وَرَسُولِه وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلٰى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهٗ إِلٰى مَا هَاجَرَ إِلَيْه.»ِ

مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ

‘উমার ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ নিয়্যাতের উপরই কাজের ফলাফল নির্ভরশীল। মানুষ তার নিয়্যাত অনুযায়ী ফল পাবে। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সন্তুষ্টির জন্য হিজরত করবে, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সন্তুষ্টির জন্যই গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার স্বার্থপ্রাপ্তির জন্য অথবা কোন মহিলাকে বিবাহের জন্য হিজরত করবে সে হিজরত তার নিয়্যাত অনুসারেই হবে যে নিয়্যাতে সে হিজরত করেছে।

(বুখারী ১, মুসলিম ১৯০৭, তিরমিযী ১৬৩৭, নাসায়ী ৭৫, আবূ দাউদ ২২০১, ইবনু মাজাহ্ ৪২২৭, আহমাদ ১৬৯, ৩০২।)

★★প্রিয় প্রশ্নকারী দ্বীনি ভাই/বোন,

একবার মসজিদের যেই নাম রাখা আছে,সেটাই সহীহ।

মসজিদের নতুন সংস্করনের পর বা অন্য কোনো সময়ে মসজিদের নাম পরিবর্তন করে দেয়া জায়েজ নেই,এতে অনেক পেরেশানি দাঁড়িয়ে যাবে।অনেক ঝামেলা, ঝগড়াঝাটি ইত্যাদি হবে বিধায় তাহা জায়েজ নেই।

(আল্লাহ-ই ভালো জানেন)

মুফতী ওলি উল্লাহ

ইফতা বিভাগ

Islamic Online Madrasah(IOM)

প্রশ্নঃ৬

আমাদের এলাকার মসজিদের মাঝখানে একটি কবর আছে। কবরের চিহ্নও অক্ষত আছে। মসজিদ সম্প্রসারণের সময় কবরটি না সরিয়ে ওভাবে দৃশ্যমান রেখেই মসজিদ করা হয়েছে।
এই মসজিদে নামাজ কি পড়া যাবে?

জবাব

بسم الله الرحمن الرحيم

শরীয়তের বিধান মতে কবরস্থানে বা কবরকে সামনে রেখে নামায পড়া নিষেধ।

হাদীস শরীফে এসেছে

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ: فِي الْمَزْبَلَةِ، وَالْمَجْزَرَةِ، وَالْمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالْحَمَّامِ، وَمَعَاطِنِ الْإِبِلِ، وَفَوْقَ الْكَعْبَةِ "
(سنن ابن ماجه، رقم الحديث-746، سنن الترمذى، رقم الحديث-346)

যার সারমর্ম হলো কবরস্থানে নামাজ পড়া হতে রাসুল সাঃ নিষেধ করেছেন।

মসজিদের দেয়াল থাকা অবস্থায় দেয়ালের বাহিরে কবর থাকলেও উক্ত মসজিদে বা উক্ত জায়গায় নামায পড়তে কোন সমস্যা নেই।

জায়েজ আছে।

قَالَ مُحَمَّدٌ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: أَكْرَهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَةُ الْمَسْجِدِ إلَى الْمَخْرَجِ وَالْحَمَّامِ وَالْقَبْرِ،....... وَهَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَبَيْنَ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ حَائِطٌ أَوْ سُتْرَةٌ، أَمَّا إذَا كَانَ لَا يُكْرَهُ وَيَصِيرُ الْحَائِطُ فَاصِلًا، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَبَيْنَ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ سُتْرَةٌ فَإِنَّمَا يُكْرَهُ اسْتِقْبَالُ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَاتِ، فَأَمَّا فِي مَسْجِدِ الْبُيُوتِ فَلَا يُكْرَهُ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ. (الفتاوى الهندية،كتاب الكراهية، الْبَاب الْخَامِس فِي آدَاب الْمَسْجِد وَالْقِبْلَة وَالْمُصْحَف وَمَا كُتِبَ فِيهِ شَيْء مِنْ الْقُرْآن -5/319

যার সারমর্ম হলো যদি নামাজী আর কবরের মাঝে দেওয়াল থাকে,তাহলে নামাজ পড়তে কোনো সমস্যা নেই।

★সুতরাং প্রশ্নে উল্লেখিত মসজিদে উক্ত কবরের চার পার্শ দিয়ে যদি দেওয়াল দেওয়া থাকে,তাহলে সেই মসজিদে নামাজ পড়তে কোনো সমস্যা নেই।
হ্যাঁ যদি কবরের চার পার্শ দিয়ে কোনো দেওয়াল দেওয়া না থাকে,তাহলে উক্ত কবরের সামনে এবং উভয় পার্শের ব্যাক্তদের নামাজ পড়া জায়েয আছে।

তবে উক্ত কবরকে সামনে রেখে যারা কবরের পিছনে দাড়াবে,তাদের এই নামাজ পড়া নিষেধ।

রাসুলুল্লাহ সাঃ নিষেধ করেছেন।

★আয়েশা সিদ্দিকা রাঃ এর হুজরা মসজিদে শামিল হওয়ার পরেও কবর মসজিদে নয়। বরং তা পৃথক কক্ষে সংরক্ষিত আছে। তিন তিনটি দেওয়াল ও রেলিং দিয়ে তা পৃথক করা আছে। ভিতরের দেওয়াল দেওয়া আছে তিনকোণা আকারে, যাতে তার পশ্চাতে কেউ নামায পড়তে দাঁড়ালে সরাসরি কবর সামনে না পড়ে ।)

(আল্লাহ-ই ভালো জানেন)

মুফতী ওলি উল্লাহ

ইফতা বিভাগ

Islamic Online Madrasah(IOM)

প্রশ্নঃ৭

আমাদের এখানে মসজিদ পুনর্নির্মাণের কাজ চলছে। মসজিদের ছাদ ঢালাই হয়ে দেয়ালে ইটের গাঁথুনি লিংটোন পর্যন্ত হয়ে গিয়েছে। এখন আমাদের এলাকাবাসী পুনর্নির্মাণের কাজে আর বেশি একটা আর্থিক সাহায্য দিচ্ছে না।

তাই মসজিদ কমিটির সদস্যরা সবাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, মসজিদের জমির অংশ বিক্রি করে মসজিদ পুনর্নির্মাণের কাজে সেই অর্থ ব্যবহার করবে। (জমি বিক্রি হবে নিলামের মাধ্যমে)

এভাবে মসজিদের জমি বিক্রি করে সেই অর্থ ব্যবহার করা কি বৈধ?

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

জবাবঃ-

ওয়াকফ সম্পত্তির মালিকানা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন- https://www.ifatwa.info/4254

সু-প্রিয় প্রশ্নকারী দ্বীনী ভাই/বোন!

মসজিদের প্রয়োজনে মসজিদের ঐ জায়গা যেখানে এখনো নামাযের ব্যবস্থা করা হয়নি,সেই জায়গাকে বিক্রি করে মসজিদের কাজে লাগানো যাবে।

لأهل المحلة تحويل باب المسجد... لهم تحويل المسجد إلى مكان آخر إن تركوه بحيث لايصلى فيه ولهم بيع مسجد عتيق لم يعرف بانيه وصرف ثمنه في مسجد آخر.

মহল্লাবাসী মসজিদের দরজাকে পরিবর্তন করতে পারবে........ এমনকি মহল্লাবাসী মসজিদকে এক স্থান থেকে অন্যত্র পরিবর্তন করতে পারবে যদি লোকজন তাতে নামায পড়া ছেড়ে দেয়।

তাছাড়া পুরাতন বিরান এমন মসজিদ যে মসজিদের নির্মাতা সম্পর্কে জানা যায় না, সেই মসজিদকে বিক্রি করারও সুযোগ রয়েছে।এবং সেই মসজিদের মূল্যকে ভিন্ন মসজিদে ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে।

(রদ্দুল মুহতার-৪/৩৫৭,দারুল ফিকর,বায়রুত থেকে প্রকাশিত)

حوض أو مسجد خرب وتفرق الناس عنه فللقاضي أن يصرف أوقافه إلى مسجد آخر ولو خرب أحد المسجدين في قرية واحدة فللقاضي صرف خشبة إلى عمارة المسجد الآخر.

যদি কোনো হাউজ বা এমন মসজিদ পরিত্যাক্ত হয়ে যায়, এবং লোকজন তাতে নামায না পড়ে, তাহলে কাজী সাহেব(আদালত) উক্ত মসজিদের যাবতীয় সম্পত্তিকে ভিন্ন কোনো মসজিদে মালিকানায় দিয়ে দিবে। যদি কোনো এক মহল্লাতে দু'টি মসজিদ থাকে, এবং কোনো একটি পরিত্যাক্ত হয়ে যায়, তাহলে কাযী সাহেব(আদালত) এর জন্য রুখসত রয়েছে যে, তারা পরিত্যাক্ত মসজিদের সরঞ্জামকে অন্য মসজিদের নির্মাণে ব্যবহার করে নেবে।

(আল বাহরুর রায়েক-৫/২৭৩, দারুল মা'রেফাহ বাইরুত থেকে প্রকাশিত, এবং মাজমাউল আনহুর ফি শরহে মুলতাকাল আবহুর-২/৫৯৫-আব্দুর রহসান ইবনে মুহাম্মদ কর্তৃক লিখিত,দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ কর্তৃক প্রকাশিত)

لوخرب المسجد وماحوله وتفرق الناس عنه لايعود إلى ملك الوقف عند أبي يوسف فيباع نقضه بإذن القاضي ويصرف ثمنه إلى بعض المساجد.

ابن عابدين شامي، رد المحتار، 4: 359

مرغيناني، الهداية شرح البداية، 3: 20، المكتبة الإسلامية

ابن الهمام، شرح فتح القدير، 6: 236، بيروت: دار الفكر

زيلعي، تبيين الحقائق، 3: 330، القاهرة: دار الكتب الإسلامي

যদি কোনো মসজিদ পরিত্যাক্ত হয়ে যায়,এবং তার আশপাশও জনশূন্য হয়ে যায়,এবং লোকজন এদিক সেদিক চলে যায় তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ রাহ এর মতে উক্ত জায়গা ওয়াকফকারীর মালিকানায় দ্বিতীয়বার যাবে না, তখন কাযী সাহেবের অনুমতিক্রমে সেই মসজিদকে বিক্রি করে তার মূল্য ভিন্ন কোনো মসজিদে দেয়া যাবে।

(রদ্দুল মুহতার-৪/৩৫৯, হেদায়া-৩/২০,আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ কর্তৃক প্রকাশিত,ফতহুল ক্বাদির-৬/২৩৬-দারুল ফিকর বাইরুত থেকে প্রকাশিত,তাবয়ীনুল হাক্বাইক-যায়লাী-৩/৩৩০,দারুল কুতুবিল ইসলামি)

عن شمس الأئمة الحلواني أنه سئل عن مسجد أو حوض خرب وليحتاج إليه لتفرق الناس عنه هل للقاضي أن يصرف أوقافه إلى مسجد أو حوض آخر؟ فقال نعم.

ابن عابدين شامي، رد المحتار، 4: 359

الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية، 4: 478، بيروت: دار الفكر

শামসুল আইম্মা হুলওয়ানী রাহ. কে জিজ্ঞাসা করা হল, ঐ মসজিদ বা হাউজ সম্পর্কে যা পরিত্যাক্ত হয়ে গেছে,এবং তার জরুরতও এখন আর নাই,বরং লোকজন এদিক সেদিক চলে গেছে, তাহলে ঐ মসজিদ বা হাউজকে কি অন্য কোনো মসজিদের জন্য খরচ করা যাবে, তিনি জবাবে বলেন, জ্বী, হ্যা করা যাবে।

(রদ্দুল মুহতার- ৪/৩৫৯,ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া-৪/৪৭৮ দারুল ফিকর বাইরুত,

আল্লামা শামী রাহ. আরো বলেন,

ولا سيما في زماننا فإن المسجد أو غيره من رباط أو حوض إذا لم ينقل يأخذ أنقاضه اللصوص والمتغلبون كما هو مشاهد وكذلک أوقافه يأكلها النظار أو غيرهم ويلزم من عدم النقل خراب المسجد الآخر المحتاج إلى النقل إليه.

ابن عابدين شامي، رد المحتار، 4: 360

বিশেষত আমাদের জামানায় মসজিদ, আস্তাবল বা হাউজকে যখন ভিন্ন কোনো স্থানে স্থানান্তরিত করা হবে না, তখন চুর বা ল্যান্ডমাফিয়ারা তাতে হস্তক্ষেপ করে নিবে, যেমনটা আমাদের সামনে অহরহ ঘটছে।
ঠিকতেমনিভাবে তত্বাবধায়ক বা কর্তৃপক্ষও হজম করে নেয় অনেক সময়। তাই উক্ত মসজিদকে বিক্রয় করে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা না হলে, অন্য এমন মসজিদ যার অনেক প্রয়োজনিয়তা রয়েছে, সেই মসজিদটিও পরিত্যাক্ত থেকে যায়।

ফলাফল, প্রথমটি লোকজন না থাকায় পরিত্যাক্ত এবং দ্বিতীয়টি অর্থাভাবে পরিত্যাক্তের মত।

(রদ্দুল মুহতার-৪/৩৬০)

(আল্লাহ-ই ভালো জানেন)

মুফতী ইমদাদুল হক
ইফতা বিভাগ
Islamic Online Madrasah(IOM

প্রশ্ন৮:

১) মসজিদ নির্মাণের একটি অংশ হারাম উপার্জনের অর্থ - জেনেশুনে এমন মসজিদে নামাজ পড়া কি জায়েজ হবে বা নামাজ আদায় হবে?

২) মসজিদগুলোতে যেভাবে চাঁদা তোলা হয় তাতে হালাল-হারামের মিশ্রণ থাকে। এভাবে মসজিদের জন্য টাকা নেওয়া কি জায়েজ? যদি জায়েজ না হয় তাহলে চাঁদা কিভাবে নেবে?

ওয়া আলাইকুমুস-সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

জবাবঃ-

فی الفتاوی الهندية- أهدى إلى رجل شيئا أو أضافه إن كان غالب ماله من الحلال فلا بأس إلا أن يعلم بأنه حرام ، فإن كان الغالب هو الحرام ينبغي أن لا يقبل الهدية ، ولا يأكل الطعام إلا أن يخبره بأنه حلال ورثته أو استقرضته من رجل ، كذا في الينابيع

যদি এমন কেউ কাউকে কিছু হাদিয়া দেয়,যার অধিকাংশ সম্পত্তি হালাল,তাহলে সেই মালকে গ্রহণ করা নাজায়েয নয়।তবে যদি সে জানতে পারে যে,দাতা হারাম থেকে দিচ্ছে তাহলে এমতাবস্থায় সেটা জায়েয হবে না।আর যদি তার মালের অধিকাংশই হারাম থাকে,তাহলে এমন ব্যক্তির হাদিয়া গ্রহণ জায়েয হবে না।এমন ব্যক্তির ওখানে আহার করাও যাবে না, যতক্ষণ না সে হালাল খাবারের সংবাদ দিচ্ছে বা এটা বলছে যে,সে ধার করে নিয়ে এসে আহার করাচ্ছে।(ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া-৫/৩৪২)

من ملك بملك خبيث ولم يمكنه الرد الى المالك فسبيله التصدق على الفقراء

যদি কারো নিকট কোনো হারাম মাল থাকে,তাহলে সে ঐ মালকে তার মালিকের নিকট ফিরিয়ে দেবে।যদি ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব না হয়,তাহলে গরীবদেরকে সদকাহ করে দেবে।(মা'রিফুস-সুনান১/৩৪)

সু-প্রিয় পাঠকবর্গ! প্রশ্নকারী দ্বীনী ভাই/বোন!

(১)

মসজিদ নির্মাণের কোনো অংশ হারাম থাকলে, সেই পরিমাণ টাকা মসজিদ কর্তৃপক্ষকে সদকাহ করা বা জনকল্যাণ মূলক কাজে লাগিয়ে দেয়া ওয়াজিব। যদি মসজিদের অধিকাংশ নির্মাণ কাজ হারাম টাকা দ্বারা নির্মিত হয়, তাহলে এমন মসজিদে নামায না পড়াই উত্তম।

(২)
যদি কেউ হারাম টাকা দেয়,এবং মসজিদ কর্তৃপক্ষ হারাম টাকা বিষয়ে অবগত থাকেন, তাহলে মসজিদ কর্তৃপক্ষের জন্য এমন টাকা গ্রহণ করা কখনো জায়েয হবে না। মসজিদের জন্য আমভাবে চাদা করা যাবে। মু'মিন সে তার হালাল টাকাই মসজিদে দিবে, এমন ধারণায় মসজিদের জন্য আমভাবে চাদা করা যাবে।
(আল্লাহ-ই ভালো জানেন)

মুফতী ইমদাদুল হক
ইফতা বিভাগ
Islamic Online Madrasah(IOM)

প্রশ্ন ৯:

আসসালামু আলাইকুম হুজুর,

প্রায় প্রতিটা মসজিদেই একটা দেয়াল বা কাচের দেয়াল দিয়ে পার্টিশন করে দেওয়া হয়, মসজিদে প্রবেশের দিক গুলোতে!

এটা কি মসজিদের বারান্দা?

এবং এটা মসজিদের হুকুমে পড়বে?

ইতিকাফ-রত অবস্থায় যদি মসজিদের বারান্দায় এসে নামাজ পড়ে, বসে থাকে তাহলে ইতিকাফ ভেঙে যাবে?

আর মসজিদে প্রবেশের দুআ কি বারান্দায় প্রবেশের সময় পড়বে নাকি মেইন মসজিদে প্রবেশের সময় পড়বে?

ওয়া আলাইকুমুস-সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

জবাবঃ-

ইতিকাফের স্থান হতে শরয়ী ওযর ব্যাতিত বের হওয়া জায়েজ নেই।

এতে ইতিকাফ ভেঙ্গে যাবে।

হাদীস শরীফে এসেছেঃ

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، - يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتِ السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لاَ يَعُودَ مَرِيضًا وَلاَ يَشْهَدَ جَنَازَةً وَلاَ يَمَسَّ امْرَأَةً وَلاَ يُبَاشِرَهَا وَلاَ يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلاَّ لِمَا لاَ بُدَّ مِنْهُ وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ

ওয়াহব ইবন বাকীয়্যা .... আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ই'তিকাফের জন্য সুন্নাত এই যে, সে যেন কোন রোগীর পরিচর্যার জন্য গমন না করে, জানাযার নামাযে শরীক না হয়, স্ত্রীকে স্পর্শ না করে এবং তার সাথে সহবাস না করে। আর সে যেন বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত মসজিদ হতে বের না হয়। রোযা ব্যতীত ই'তিকাফ নেই এবং জামে মসজিদ ব্যতীত ই'তিকাফ শুদ্ধ নয়।
(আবু দাউদ ২৪৬৫)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ النُّفَيْلِيُّ - قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُرُّ بِالْمَرِيضِ، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فَيَمُرُّ كَمَا هُوَ، وَلَا يُعَرِّجُ يَسْأَلُ عَنْهُ،

'আয়িশাহ্ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ই'তিকাফরত অবস্থায় রোগীর কাছে যেতেন এবং তাকে দেখেই চলে যেতেন, সেখানে (অবস্থান করে) তাকে কিছু জিজ্ঞেস করতেন না। ইবনু ঈসা (রহ.)-এর বর্ণনায় রয়েছেঃ 'আয়িশাহ্ (রাঃ) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ই'তিকাফ অবস্থায় রোগী দেখতে যেতেন।

(আবু দাউদ ২৪৭৩. মিশকাত (২১০৫)।

★প্রিয় প্রশ্নকারী দ্বীনি ভাই,

https://ifatwa.info/16521/ ফতোয়াতে উল্লেখ রয়েছেঃ

ইতেকাফে মসজিদের বারান্দা মসজিদের অংশ হিসেবে গণ্য হবে।

যদি উক্ত বারান্দা মূল মসজিদের অন্তর্ভূক্ত হিসেবে ধর্তব্য হয়। অর্থাৎ মসজিদ নির্মাণের সময় বারান্দাটিও মসজিদ হিসেবেই নির্মিত হয়েছিল। তাহলে উক্ত বারান্দায় ইতিকাফকারী আসতে কোন সমস্যা নেই।

(আল্লাহ-ই ভালো জানেন)

মুফতী ওলি উল্লাহ
ইফতা বিভাগ
Islamic Online Madrasah(IOM)

প্রশ্ন১০:

আসসালামু আলাইকুম।

ফাউন্ডেশন থেকে গ্রামে গ্রামে মসজিদ বিল্ডিং করে দেয়। যেমন - ইসলামি ফাউন্ডেশন, কুয়েত এবং কাতার ভিত্তিক ফাউন্ডেশন। এসব ফাউন্ডেশনের অনুদানে মসজিদ বিল্ডিং বানানো কি ঠিক হবে? এতে কি মসজিদের মালিকানা তাদের হাতে চলে যায়?
জাজাকুমুল্লাহ।

জবাবঃ-

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

শরীয়তের বিধান অনুযায়ী যাকাত আদায়ের খাত সর্বমোট ৮ টি।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [٩:٦٠]

যাকাত হল কেবল ফকির, মিসকীন, যাকাত আদায় কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদে হক এবং তা দাস-মুক্তির জন্যে-ঋণ গ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে জেহাদকারীদের জন্যে এবং মুসাফিরদের জন্যে, এই হল আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। {সূরা তাওবা-৬০}

মোট ৮ ধরণের ব্যক্তিকে যাকাত ও ফিতরা দেয়ার কথা কুরআনে বর্ণিত। যথা-

১- গরীব। যার সম্পদ আছে কিন্তু নেসাব পরিমাণ মালের মালিক নয়।

২- মিসকিন। যার একদমই কোন সম্পদ নেই।

৩- ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় কোষাগারের জন্য শরীয়ত নির্দিষ্ট যাকাত আদায়কারী আমেল। এটা ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধান দ্বারা নিযুক্ত হতে হবে। নিজে নিজে মনে করে নিলে হবে না। {জাওয়াহিরুল ফিক্বহ-৬/৬৯}

৪- নব মুসলিমদের ইসলামের প্রতি মোহাব্বত বাড়ানোর জন্য উৎসাহমূলক যাকাত প্রদান।

এ বিধানটি রহিত হয়ে গেছে। তাই বর্তমানে কোন ধনী নওমুসলিমকে যাকাত প্রদান জায়েজ নয়। {হিদায়া-১/১৮৪, মাআরিফুল কুরআন-৪/১৭১, তাফসীরে মাযহারী-৪/২৩৫}

৫- দাসমুক্তির জন্য। যেহেতু বর্তমানে দাসপ্রথা নেই। তাই এ খাতটি বাকি নেই।

৬- ঋণগ্রস্তের জন্য।

৭- ফী সাবিলিল্লাহ। তথা আল্লাহর রাস্তায় থাকা ব্যক্তিদের জন্য। এখন প্রশ্ন হল আল্লাহর রাস্তায় কারা আছে? ফুক্বাহায়ে কেরাম বলেন এতে রয়েছেন-

জিহাদরত মুজাহিদরা। তাদের জিহাদের অস্ত্র ও পাথেয় ক্রয় করার জন্য যাকাতের টাকা গ্রহণ করবে। হজ্বের সফরে থাকা দারিদ্র ব্যক্তির জন্য। ইলমে দ্বীন অর্জনকারী দারিদ্র ব্যক্তির জন্য। {আদ দুররুল মুখতার-৩৪৩, হিদায়া-১/১৮৫, রূহুল মাআনী-৬/৩১৩}

৮- সফর রত ব্যক্তিকে। যার টাকা পয়সা আছে বাড়িতে। কোন সফর অবস্থায় অসহায়। তাকে যাকাতের টাকা দেয়া জায়েজ।

★সু-প্রিয় প্রশ্নকারী দ্বীনি ভাই/বোন,

মসজিদ যাকাত প্রদানের কোনো খাত নয়। যাকাত প্রদানের খাতগুলো আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদে উল্লেখ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত খাতেই যাকাত আদায় করা জরুরি।

সুফিয়ান সাওরী (রহ.) বলেন, 'কেউ তার যাকাত মৃত ব্যক্তির কাফনের কাজে দিতে পারবে না। মৃত ব্যক্তির ঋণ আদায়ে দিতে পারবে না। কোনো মসজিদ নির্মাণে দিতে পারবে না।' [মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাদিস: ৭১৭০]

★সু-প্রিয় প্রশ্নকারী দ্বীনি ভাই/বোন,

প্রশ্নে উল্লেখিত ফাউন্ডেশনের অনুদানে যদি যাকাতের টাকা না থাকে,সেক্ষেত্রে তাদের অনুদান দিয়ে মসজিদের বিল্ডিং বানানো ঠিক হবে।

তবে এতে মসজিদের মালিকানা তাদের হাতে চলে যায়না। মসজিদের মালিক কোনো মানুষ হতে পারেনা। মসজিদ আল্লাহর জন্য ওয়াকফ।

(আল্লাহ-ই ভালো জানেন)

মুফতী ওলি উল্লাহ
ইফতা বিভাগ
Islamic Online Madrasah(IOM)

এরকম নানাবিধ বিষয়ে শরীয়ত সম্মত সমাধান পেতে সার্চ করুনঃ https://ifatwa.info/ তে।

যবনিকা

দুনিয়ার বুকে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা আল্লহ সুবহানু তায়ালার সবচেয়ে বেশী পছন্দনীয় কাজ।
রব্বে কারীমের বান্দারা মসজিদ আবাদ, মসজিদের হক আদায়,মসজিদকে যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য চেষ্টা তদবির করবে।

আল্লহর ঘরকে মন থেকে ভালোবাসবে আর পড়বেঃ

ِرَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

অর্থ : ‘হে আমার পালনকর্তা! আপনার কাছে জান্নাতে আমার জন্য একটি ঘর তৈরি করুন।(সুরা তাহরিম : আয়াত ১১)

রব্বের সন্তুষ্টির মাধ্যমে তাঁর অনুগ্রহে জীবন ধন্য করাই তো বান্দার জীবনের লক্ষ্য।

আল্লাহপাক আমাদের কল্যানের সাথে কবুল করুন,আমীন।